

পাপুৰ পতাকা

পৌরাণিক নাটক

শ্রীৰাম রমেন্দ্ৰ ভট্টাচার্য্য বিরচিত

৮৯২ মহেন্দ্ৰ বসু লেন, শ্যামবাজার, কলিকাতা

“সত্যপ্রিয় সম্মিলন” হইতে

এম্ব্‌কার কর্তৃক প্রকাশিত ।

মুদ্রণস্থান :—

পৌষ, ১৩৩৯ ।

পরিচয়

বৈচিত্র্য যাহা হইবার নয়, তাহার সহস্র উপাদান থাকিলেই বা কি ? একই ঘটনা (মুক্তিপথে ও পাণ্ডব পতাকা) রকমারি ভাবে সাজাতে গিয়ে না চলিয়ে বসে থাকি, কিম্বা চিত্তভূষ্টি সাধুতে গিয়ে না শাস্তি হানি ঘটিয়ে থাকি । নূতনত্ব নাই, পৃথকত্ব নাই, চমৎকারিত্ব নাই, সূক্ষ্মত্ব নাই ; তথাপি প্রয়োজনীয়তা বোধ হইলে, অভিনেতার সাভিনিবেশ দৃষ্টি, বুদ্ধি, প্রয়োগ-কুশলতা আকর্ষণ করিলে বুঝবো—সে তাঁর অনুসন্ধিৎসারই ফল, রসজ্ঞষ্ট্বেই পরিচয় । এও এক দুঃসাহসিক ।

সিধে পথে চলবে না যে

বাঁকাই তাহার গতি,

এয়ে সত্য অতি ;

তবে প্রস্তুরেও শিল্পী মূর্তি অঙ্কিত করে, এই যা । অলমিতি

বড়দিন, ১৩৩৯,
কলিকাতা ।

প্রবন্ধকার

ডালি

নাট্যমোদীকেই—

বড়দিন,
হলিকাতা ।

প্রদ্বকার ।

নায়েক—নায়েিকা ।

পুরুষ ৪—

মহাদেব, কৃষ্ণ, ধর্ম্য (সূর্য্য ও যক্ষ), যুধিষ্ঠির, ভীম
(বল্লভ), অর্জুন (ব্রহ্মলা ও নারায়ণ), নকুল,
সহদেব, দুর্ঘ্যোধন, ভীষ্ম, বিহর, শ্রীদাম,
শিখণ্ডী, বিরজাপুত্র, জয়দ্রথ, উত্তর,
সৈন্ধব, বজ্রবাহন, ব্রাহ্মণ,
প্রহরীদয় ও দম্ভ্য ।

— x * x —

স্ত্রী :—

পার্বতী (সতী), রাধা, তৎসখীগণ, বিরজা,
দ্রৌপদী (সৈরিন্ধ্রী), সুদেবী, অম্বা,
বনাম্বিতা, দুঃশলা ও উলূপী ।

— x * x —

পাণ্ডব পতাকা ।

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

বনভূমি ।

যুধিষ্ঠির ও অর্য্য ।

যুধিষ্ঠির । সর্বস্বান্ত আমি দিবাকর !
আমি জ্যেষ্ঠ, সংসারের
যাবতীয় ভার আমারই উপর ;
আমারই যে দোষে
সাধের খাণ্ডবপ্রস্থ দিয়া বিসর্জন
ঢ়ারি ভ্রাতা—সহ দ্রৌপদী মহিষী
আসিয়াছি রিক্তহস্তে গভীর অরণ্যে ।
কুক্ষণে ধরিয়াছিহু করে অক্ষয়—
যে করেতে ছিল রাজ্যভার ।

অর্য্য । কি করিবে, লয়েছ যখন—স্বৈচ্ছাবশে
করিয়া বরণ, জ্যেষ্ঠত্ব বর্ষ বাস
তাজি রাজধানী ? প্রীত হ'য়ে আমি
দিতে পারি স্থানী এক,
পূর্ণ বাহা অপূর্ণ জ্যোজ্যোতে র'বে
সতী নারী দ্রৌপদীর ভোজন অবধি ।

যুধিষ্ঠির । এর চেয়ে কি সৌভাগ্য আর
প্রার্থনা করিব দেন ! চরণে তোমার ?
ভ্রাতাগণ দীননেত্রে দাঁড়াবে যখন,
তখন যে ক্ষুধার্ত জনেরে

হুঁটা অন্ন দিয়া প্রীতি অকুর রাখিব
 এই মোর আশাতীত ফল । আমি জানি—
 জগতের একচক্ষু তুমি নারায়ন,
 তোমা হ'তে জগত সৃজন, তুমি সাকী,
 পরাংপর, বিশ্বস্থক, স্বভাবসারথি ।

(সূর্য্যের প্রস্থান ও পুনরাগমন)

সূর্য্য । এই লও সেই স্থালী,
 পূর্ণ র'বে ভোজ্যোতে সকলি ।
 (স্বগতঃ) এই ভ্রাতৃপ্রীতি,
 অন্তিমে অনন্ত স্বর্গ করিবে প্রদান । (প্রস্থান)

বৃষিষ্ঠির । কথঞ্চিৎ আশ্রয় এখন ;
 কিন্তু অত্যধিক এই বিড়ম্বনা,
 বৈশম্যের ভ্রাতৃঘরও আমারি কারণ
 নির্বাসিত সাথে সাথে মোর । মাজী ! মাজী !
 স্বর্গীয়া জননী ! সহমরণ সময়ে
 জ্যোষ্ঠা করে দিয়ে গেলে পুত্রঘর ভার,
 আমি তার যোগ্য মর্যাদা রেখেছি !
 জ্যোপদী ! জ্যোপদী ! রাজকন্যা ছিলে,
 পাও নাই কতু অবতন, যোগ্য বধু
 হ'য়েছিলে পাণ্ডব গৃহেতে । [প্রস্থান]

(ভীমের প্রবেশ)

ভীম । জ্যোষ্ঠ পূজ্য, মেঘতা সঙ্গশ,
 কিছু নাই অপ্রভুল তাঁহার প্রসাধে ;
 এ হেন সময়ে—বক ও হিড়িম্ব সখা
 কিস্কীর্ণ রাকস,—হিংসাবশে আক্রমিতে
 এসেছিল অবসর বুকে, উপযুক্ত
 পুরস্কার—লভিল সে প্রাণ বিসর্জন ।

উপজীব্য বিহীন এ বন, আসিয়াছি
 দ্রোণদৌ কারণ—পরিমলবাহী পদ্ম
 আহরণে। রাজভোগে কাটায়েছে দিন,
 সুখক্রোড়ে সারাটি জীবন,
 এখন যত্বেপি তার হয় ব্যতিক্রম
 অক্ষমতা আমাদেরই করিবে বোষণা।

(নকুলের প্রবেশ)

নকুল। মধ্যম অগ্রজ !
 এইমাত্র পরম্পরা করিহু ভ্রবণ,
 মৈত্রেয় নামেতে মুনি দিল অভিশাপ
 আপনার হাতে হবে দুর্ধ্যোধন বধ
 উরুভঙ্গে—ত্রয়োদশ বর্ষ অবসানে।

ভীম। ভাই ! আমার কনিষ্ঠ আমার !
 আহ্লাদেতে দাঁও পরিচর
 আশায় বাঁধিয়া বাঁধ, কবে হবে—
 সে যে সেই দূর ভবিষ্যৎ।

নকুল। আরও এক কথা, তৃতীয় পাণ্ডব
 পশুপতি সঙ্কট করিয়া, তাঁরি বরে
 স্বর্গলোকে—অলৌকিক শক্তি আহরণে
 গেছেন ফিরিব বলি—অচির মুহূর্তে।

ভীম। জানি সে কিরাতবেশী মহেশ্বর সনে
 অপর্যাপ্ত করেছিল রণ, প্রসন্ন সে
 ভগবান্—ভাগ্যবান্ করিল মোদের
 পরাজয় স্বীয় শিরে করিয়া বহন।

(সহদেবের প্রবেশ)

সহদেব। এসেছেন স্বর্গ হতে মহর্ষি লোমশ
 সংবাদ লইয়া তাঁর গজকর্ক সকালে
 তিনি—লভেছেন সর্ববিজ্ঞাপারদর্শী বশঃ।

ভীম । তোমরাও কি কম কৃতী ? পরিণতি
বয়ঃক্রমে—দেখাবেও স্ব স্ব কর্ম
বিশ্ববিস্মায়ক ।

সহদেব । মূলে তার পূজ্য আশীর্বাদ ।

ভীম । বালক—অমৃতভাবী ! আশীর্বাদ করি—
কর যশস্বীর সৌভাগ্য অর্জন,
রবি শশী সাক্ষ্য দেয় যাছে চিরন্তন ।
দেখেছ তো জ্যেষ্ঠের কি জনপদ প্রীতি,
আসিবার কালে—চক্ষুদ্বয় করিয়া বন্ধন,
তাজি লোকালয়—অগ্রশস্ত পথে, পাছে
দেখে তাঁকে—অমঙ্গল হয় রাষ্ট্র মাঝে ।
ভাগ্যবান্ অমুজ্ঞ তোমরা,
অহুদিন অহুসৃতি কর্তব্য মানিও ।

নকুল । আসি কৃষ্ণ দ্রুপদ সহিত,
বলিয়া গেলেন রাজ্যলাভ হবে পুনঃ ।

ভীম । এমন যে স্কুমার অঙ্গের মাধুর্য্য
কঠোরতা নিষ্পেষণে করিতেছি ম্লান,
এমন যে স্তম্ভুর স্তমহান্ ভাব
পবিত্রতা মাখানো নির্মল—

সহদেব । বিলম্ব হইলে জ্যেষ্ঠ হবেন কাতর,
আসুন সত্বর,—নিরন্তর গহন এ বন । [সকলের প্রস্থান]

(জনৈক ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ । এসেছি এ পথে, ল'য়ে যাই কিছু কুশ,
জলভূমি অতিক্রমি আনিতে হইবে ;
মহনগু রাধি কোথা ? বৃক্ষেতে বাঁধিয়া ?
তাই রাধি ; বহুদিন এসেছে পাণ্ডব,
উপদ্রববিহীন অরণ্য, ক্ষতিই বা কি ?
(উত্তরীয় সহ মহনদগু বৃক্ষবৃদ্ধে সংরক্ষণ,
বজ্রপ্রাস্ত দৈব উত্তোলনে কুশার্ঘ্য গমন)

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

হস্তিনা ।

দুর্যোধন ও দুর্কীসা ।

দুর্যোধন । সঙ্কষ্ট করিতে পারি—কি এমন

দুর্যোধন—করিয়াছে শক্তি উপার্জন ?

দুর্কীসা । সঙ্কষ্ট পরম, বিধিমত চর্যা, চোষা,
লেহা, পেয়ে—রসনাও বিশ্রান্ত, নিদ্রিত ।

দুর্যোধন । এমন ?

দুর্কীসা । রাজগৃহ, স্বীয় হাতে রাজা—করিতেছে
অতিথি সংকার ; বিচিত্র কি বেশী আর ?
প্রার্থনীয় যদি কিছু থাকে, কহ
অসংঘমে—দুর্কীসা তা' পুরণে প্রস্তুত ।

দুর্যোধন । এত যদি অহুগ্রহ অহুগত প্রতি—

দুর্কীসা । কেন যে তোমারে বলে দুর্কিনীত লোক,

দুর্যোধন । নহে লোক, পাণ্ডব কারণ তার ।

(স্বগতঃ) শুনিয়াছি এই ঋষি কোপন স্বভাব,

পাইলামও অধিকার অভীষ্ট মাগিতে ।

(প্রকাশ্যে) ঋষিবর ! অহুগ্রহ এত যদি—বড়শক্তি

সহস্র সংখ্যক শিষ্যে পরিবৃত হ'য়ে

পাণ্ডব সকাশে হোনু অতিথি বারেক,

আছে সেথা সূর্য্যদত্ত অপক্লপ স্থানী

অকুরন্ত মর্হৈশ্বর্য্য—বথেক্ সাধিকা ।

(স্বগতঃ) অগ্নে যদি দিতে পারি হানা,

কে পার আমারে, পাইয়াছি এইবার

উপযুক্ত মহোষধি—কাল উপযোগী ।

দুর্কীসা । রাজ আজ্ঞা পাল্য সবাচার

অবিচারে কর্তব্য সাধনে ।

(ভীষ্মের প্রবেশ)

ভীষ্ম । বিপরীত ফল ফলে,
যদি থাকে নীচ উদ্দেশ্য অন্তরে ।

দুর্কীর্ষাসা । আমি আসি ।

ভীষ্ম । দাড়াও মহর্ষি !—ক্রুদ্ধ অবতার ।
রাজ্য রক্ষা তরে যদি হয় রাজ্য নাশ ?
আশীর্বাদ করে যদি ধ্বংস অভিনয়,
কে হইবে দায়ী তার ?

দুর্কীর্ষাসা । প্রযোজ্য ও প্রযোজক বুঝিবে সে কথা,
মন্ত্রী গেলে পদাতিকও শাসে রাজ্য ভার ।

(বিদুরের প্রবেশ)

বিদুর । ঘোড়ার কিস্তি, দাবা গেল ।

দুর্কীর্ষাসা । হাত দাও কিরূপে ঘোড়ার,
পড়িছে গজের কিস্তি, সরাসর ।

বিদুর । নোকা দিয়ে হোক গতি রোধ ।

ভীষ্ম । তা হয় না বিদুর !
ওটা যে ব'ড়ের মুখ, সঙ্গে সঙ্গে কিস্তি ।

বিদুর । তবে কি এ রাজ্যীমাৎ ?

ভীষ্ম । হবেও বা ।

বিদুর । দুর্ঘোষন ! দুর্ঘোষন !

(দুর্ঘোষনের মাথায় হাত দিয়া উপবেশন ও দুর্কীর্ষাসার প্রস্থান)

দুর্ঘোষন । (ভীষ্মপদে করস্পৃষ্টে) পিতামহ ! পিতামহ !

ভীষ্ম । আরও কু-অভিপ্রায় রয়েছে অন্তরে
প্রচ্ছন্ন অনল থাকে তন্মাবৃত যথা ;
ব্যোমবাতা ছলে—চাহ তুমি ঐশ্বর্য দেখাতে

সাথে ল'য়ে কুরুলক্ষ্মী কুলবালাগণে ।
শোন দুৰ্য্যোধন ! রঘুপতি নারায়ন
সেও পারে নাট সীতারে রক্ষিতে,
গৃহত্যাগ—গণ্ডীত্যাগ এই কলঙ্কময় ।
নিবারিলে তুমি তাহা
শুনিবে না বেশ জানি, তথাপি—

বিদুর । তথাপি রয়েছি শীর্ষে—

ভীষ্ম । না—না বিদুর,
একথা বলিতে আমি সাহস করি না ;
তথাপি—
কথঞ্চিৎ আশ্বাস রয়েছে,
যুধিষ্ঠির আদি সেথা বিদ্যমান ।
(ভীষ্মের চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল)

বিদুর । কুরুদেব !

ভীষ্ম । কারে তুমি বলিছ এ কথা ;
আমি দাস, রাজ্যের বাহক ; যতক্ষণ
এ হস্তিনা—কোনরূপে ত্যজিতে পারি না ।
তুমিও তো পারিলে না রহিতে বিদুর !
তাজি দূরে, বহি শিরে ঘোর অপমান ।

বিদুর । দাসী পুত্রে অপমান কিবা ?

ভীষ্ম । বিদুর ! বিদুর ! এখনো জীবিত আমি,
রক্তমাংসে গঠিত জীবন ; দুৰ্য্যোধন ! দুৰ্য্যোধন !

বিদুর । হুঃ এহি, রাষ্ট্রচিন্তা পারিনি ত্যজিতে ।

ভীষ্ম । স্নেহসিক্ত ভাই ! কর্তব্য সাধনে
তুমিও যে নাহি হবে পরাধীন,
বুঝেছি তা'এ প্রত্যাগমনে ; এস বিদুর !

(উভয়ের প্রস্থান)

দুর্যোধন । ছাড়িবে না অমুরাগ পাণ্ডবের প্রতি,
 অমুরাগ তথাপি নিয়ত ;
 রাজ্যচ্যুত, গেছে বনবাসে,
 তার তরে এতই কি ব্যথা ?
 নিরস্তর—তোমারই সকাশে
 কেহ যদি বার বার বলে একই কথা,
 তুমি তাহা পার কি সহিতে ?
 বতকণ কর্ণ আছে সহায় আমার,
 কোন চিন্তা পশিতে পারে না, বহুরূপে
 করেছি প্রত্যক্ষ আমি বীরত্ব তাহার ।

(দুর্যোধনের প্রস্থান)

— — — —

তৃতীয় দৃশ্য ।

রুন্দারণ্য ।

দ্বারদেশে সমাগত রাধা ও তৎসখীগণ ।

রাধা । কেন, আমি কি কুৎসিতা,
 ত্যজিয়া সান্নিধ্য মোর সমাগত হেথা ?
 কে আছি, শীঘ্র দ্বার কর উন্মোচন ।

(করমুণ্ডবেত্র শ্রীদামের প্রবেশ)

শ্রীদাম । কেন দেবী, কিবা হেতু সরোষ আহ্বান ?

রাধা । ত্যজিয়া অতৃপ্তা মোরে রাসমঞ্চ পরে
 আসিয়াছে প্রভু তব অন্তরে সন্তোষে ?
 যাও সখী, বাধা দিয়া দ্বাররক্ষা কাষে
 শিক্ষা দাও সে রতি-লম্পটে ।

(শ্রীদাম অতিক্রমে সখীর অভ্যন্তরে গমন)

শ্রীদাম । দেখি নাই এমন তো ক্রোধ ;
 রক্ত আঁখি, ক্ষুরিত অধর ,

কল্পিত শিরস্ফূড়া, ঞ্জলিত ওড়না,
সরব নৃপূর, বাক্য দ্রুত নিঃসরিত ।

রাধা । করিছ দালালী,
শিখিয়াছ শৈলুষের কায ?

শ্রীদাম । (হস্তদ্বয়ে কর্ণদ্বয় চাপিয়া)
ছি-ছি-ছি, কি অসংযম বাণী,
কারে কি বলিছ দেবী ! আপনা পাসরি ?
আমি যে কিঙ্কর, আজ্ঞাবাহী ।

রাধা । জান না কি, কতদিন গোলোক ত্যজিয়া
আসিয়াছে পত্তি মোর—
আমি চাই জানিতে এখানি
কেবা সে বিরজা, কত রূপ তার,
কিবা সে কুহক জানে,
কোন্ মস্ত্রে রেখেছে আবদ্ধ ক'রে ।

(আদিষ্ট সখী প্রত্যাগত হইয়া)

সখী । সখী, দেখিলাম কেহ নাহি সেথা,
ব'য়ে যায় শুধু নদী ! দীর্ঘ বিস্রাবিনী
কুলু কুলু তানে শুনি শ্রুতি বিমোহিনী ।

রাধা । ভ্রষ্টা তুই, মিথ্যাবাদী,
প্রলোভনে সত্য করিস্ গোপন ।

সখী । তুচ্ছ তুমি, হারায়েছ বিচার শক্তি,
বিসদৃশ উক্তি তাই সকলেরই শ্রুতি ।

রাধা । পারিলি না চোর ধরিতে কোথায়ও ;
আবার বলিস্ তুই মুখ ফুটে কথা ?
চল শ্রীদাম, দেখি গিয়ে ।

শ্রীদাম । (স্বগতঃ) পলাইয়া গেলেন কোথায়,

পট পরিবর্তন ।

বিরজাতীর ।

কপোলকরলগ্ন কৃষ্ণ উপবিষ্ট ।

কৃষ্ণ । প্রিয়ে ! প্রিয়ে ! ভীত হ'য়ে রাধিকা ভয়েতে
দেহ ত্যাগে নদীরূপ ধরি,—সেই যে সে
চলে এলে আমারে কঁাদায়, রহিলাম
শোকমুহমান, মৃতপ্রাণ, জড় দেহ ;
দেখা দাও, দেখা দাও সে অপূর্ণ রূপ ।

(নদী হইতে দিব্যমূর্তি বিরজার আবির্ভাব)

বিরজা । শুনিলাম স্বামীর না কাতর ক্রন্দন ?

কৃষ্ণ । প্রিয়ে ! প্রিয়ে !

বিরজা । এই যে এসেছি স্বামী !

ছি, তীরে ব'সে করিছ ক্রন্দন ?

কৃষ্ণ । প্রিয়ে ! প্রিয়ে ! এ কি রূপ ? এ রূপের
হয় কি তুলনা ? রাধা হ'তে কোথা হের ?

জলমধ্যে করি বাস

ওজ্জ্বল্য যে শতশুণে বাড়ায়ে এনেছ ;

আর আমি ছাড়িব না, পারি নাই

সঙ্কট করিতে, অপূর্ণ আশ্বাদে দিছি

অকালে বিদায়—অর্দ্ধপথে, অকাতরে ।

(শিশু পুত্রের প্রবেশ)

পুত্র । মা ! মা !

বিরজা । (ক্রোড়ে লইয়া) পুত্র বুঝি প্রেমের নির্ভাল,
প্রীতির নির্বণ্ট, সব চেয়ে বড় ।

কৃষ্ণ । (বগতঃ) পুত্র পেয়ে তুলে আছে দেখি,
তবে আর রাধা প্রীতি তুলে থাকি কেন ?

(প্রস্থান)

বিরজা । কেন বৎস ! আকুল এমন,
সম্ভ্রান্ত—বিপন্ন সম কল্পিত অন্তর ?

পুত্র । মা ! জ্যেষ্ঠ বর্ষ ভ্রাতা মোরে
করিছে তাড়না ।

বিরজা । তাই বুঝি পলায়ে এসেছ ?
কই, কোথা গেল প্রাণেশ আমার !

(চতুর্দিক্ অবেশণ)

পুত্র হ'য়ে বাধা দিলি আমারে যখন,
লবণ সমুদ্র হ'য়ে থাক ধরামাঝে
অম্পৃশ্য ও অনাদৃত কল্লাস্ত অবধি ;
অপর সন্তান ষট্ স্বীয় শঠতার
করুক তারাও বাস জম্বুদ্বীপে গিয়া,
সপ্তদ্বীপা হউক পৃথিবী,
আমি থাকি স্বামী ধ্যানে—স্বামী পদে লীন ।
স্বামী ! স্বামী ! তোমার আকাঙ্ক্ষা বত
ডালি দিয়ে অবলার শিরে, চ'লে গেলে
নিষ্কণ্টকে—তাজি তার সমুদয় বুঝি ?
স্বামী ! স্বামী !

(প্রস্থান)

[পুত্রের সরোদনে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সমুদ্ররূপে প্রবেশন]

(সখীগণ সহ রাধা ও শ্রীদামের প্রবেশ)

রাধা । প্রতারণা করি—ছলিলা আমারে বখা
ব্যথা দিলি বিরহিনী বিবাদিনী প্রাণে,
শত্ৰুচূড় দৈত্য হ'য়ে লভিবি জনম
কল্লাস্তরে নির্দম অধম ।

শ্রীদাম । দেবী, পুণ্য অলুষ্ঠানে
বত শীঘ্র হয় নাই সাবুজ্য মিলন,
সেবা ক'রে পাই নাই যে অচিন্ত্য ধন,

পাপে বৃদ্ধি হয় শীঘ্র ততোধিক ।
 আমিও প্রত্যাশি করি—
 মাহুযী হইয়া তুমি লভহ জনম
 আয়ানের পত্নী হ'য়ে,
 জলি দীর্ঘ শত বর্ষ বিরহ অনলে
 কলঙ্কিনী রাধা নামে পৃথ্বীর গোচরে
 ছাপরে বরাহ কল্লৈ যুগান্তাবতারে ।

রাধা । সখী ! সখী !

সখী । এর মূলে যে আশা প্রকৃতি,
 বিধি মত সবই হবে ঠিক ।

রাধা । কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ !

পট পরিবর্তন ।

দ্বারকা ।

(গাহিতে গাহিতে রাধার প্রবেশ)

(গীত)

রাধা । কে না জানে তুমি হরি !
 আমি যে তোমারে দেখেছি নগরে
 ঘুরিতে ফিরিতে ভিখারী ॥
 হরি নাম যদি হয়ে থাকে তব
 সবাঁকার মন হরি' !
 কেন তবে হয় চোর বদনাম
 দ্রব্য করিলে চুরি ॥

সবাঁকার সেরা যে ধন জগতে
 তাই তুমি চাও ধরিবারে হাতে
 তথাপি তোমারে হইবে পূজিতে
 নিয়ে আয় তারে ধরি !
 নীতি নামে যেবা অনীতি প্রচারে
 শাস্ত্র শাসন গড়ি ॥

বৃন্দা ! বৃন্দা ! খোঁজ পেলি কিছু ? • কতদিন
হ'য়ে গেল, মধ্য পথে শ্রীদাম আমার
শব্দচূড় দৈত্য হ'য়ে হইল উদ্ধার
শ্রীকৃষ্ণের নামামৃত-পারাবার পানে ।
আর আমি—কতদিন এসেছি এখানে,
কতদিকে করি অন্বেষণ, এই পাই—
এই ধরি, এই পুনঃ যায় পলাইয়ে,
এই ভাবে করি লুকোচুরি ।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ : স্বয়ং শঙ্কর হ'য়ে গোলোক উঠিতে
এই ভাবে নিত্য লীলা প্রকাশি অদ্ভুত,
কৃত ভব্য ভবদেব ভবান্বিতরণী !

রাধা : তুমি যে কিসের যোগী, কিসের ভিখারী
নারিলাম এখনো বুঝিতে ।

কৃষ্ণ : আর কি সময় আছে ?
কোরব পাণ্ডবে বাদ বেঁধেছে ভীষণ,
প্রিয় শিশু ভক্তগণ সবে—অক্ষ পণে
বনবাসে—সহবধু করেছে প্রয়াণ,
লভিছে পরম দুঃখ গহন কাঙ্ক্ষারে ।
হুঃশাসন করে সেই উগন্ধাকরণ,
সভাস্থলে কেশ আকর্ষণ,
দম্বরও অধিক হয় কার্য্য অহুষ্ঠানে
কম্পিতা পৃথিবী, আকুল পার্থিব গণ ;
পার্থকৃত শরাহুসন্ধান—শান্তি বিনা
কিছুতে থাকে না মান, এমন ছদ্মদিন ।

রাধা : তবে আর রাসলীলা, কুঞ্জেতে গমন,
নব নব শৃঙ্গারান্বিত, এই আছে—

এই নাই, যত পাই—ততই অভাব,
স্বভাবে যে করে আরও আকিঞ্চন;
আশা এতই ভীষণ।

কৃষ্ণ। আশাই জীবন, আশাই সম্বল—সার।

রাধা। (চতুর্দিক্ অন্বেষণে) বৃন্দা বৃষ্টি
অবসর বুঝে—করিয়াছে পলায়ন ?
(নিমেষে পুষ্পোচ্ছানে পরিনত)

এই কুঞ্জগৃহ—ফুল কুহুম কানন,
এই হাসি—সুপ্রকাশ প্রেম প্রস্রবণ,
এই স্পর্শ—সংমর্দন, সৌরভ-সুরভি,
এই চির প্রীতির আধার—উপবাসে
ব্যর্থ কাম, ব্যর্থ হবে বিনা আলিঙ্গনে ?
শ্রীদাম ! শ্রীদাম !

কৃষ্ণ। ছি— (হস্তাকর্ষণে)

(গীত)

রাধা। ভুল ক'রে কেন এসেছ এ পথে ফিরে যাও, ফিরে যাও ।

বয়সের সাথে সকলি গিয়েছে
আমার বলিতে বা কিছু হে কাছে
ছিল যা অতীতে আদর মাখানো

সাজান' বাগান সারি !

হেলায় সে ধন জঞ্জাল হ'য়ে

নিখিলের অঁাখি বারি !!

ভুল ক'রে কেন এসেছ এপথে ফিরে যাও, যাও ফিরি ।

অঁাখি পালাটিতে যে সুখ স্বপন

সবাকারে দিত পুলক চেতন

সে এখন জড়—যোগীর আসনে

জ্বাফেপ, তর না করি !

তথাপি ফিরিছে কি যেন কি আশে ।

দ্বারে দ্বারে ধুতি ধরি !!

ভুল ক'রে কেন এসেছ এ পথে ফিরে যাও, যাও কিরি ॥

চতুর্থ দৃশ্য ।

পাণ্ডব কুটীর ।

জয়দ্রথের প্রবেশ ।

জয়দ্রথ । এইখানে দেখেছি সে নারী,
অপূৰ্ব প্রভায় তার উদ্ভাসিত দিক্ ।
এই যে কুটীর এক, এখানে কি থাকে ?
এও কি সম্ভব ? পারিজাত নন্দন ত্যজিয়া ?
আমি রাজা, সিন্ধু অধিপতি—ঘৃণাকরে
জানে যদি—হবে না কি করায়ত্ত মোর ?
অপেক্ষায় কিবা প্রয়োজন ? সঙ্গোপনই
বা কি কারণ ? বজ্র নারী,
রাজা করুণা ভিখারী—আতিথেয় কি
আপ্যায়িত করিবে না মোরে ?—দেখি অগ্রসরে ।

(দ্রৌপদীর অভ্যন্তর হইতে আগমন)

দ্রৌপদী : এই যে, পথ ভুলে হেথা ?

জয়দ্রথ । এ যে দ্রৌপদী, বাঃ ।

দ্রৌপদী । আসন আনিয়া দিই ! (আসনার্থ গমন)

জয়দ্রথ । হ'ল ভাল, স্থানও নির্জন,
অভাবেই বোধ হয় এত অভ্যর্থনা ;
স্বৰ্ণ স্নেহাগ ।

দ্রৌপদী । ক্ষুদ্র এ কুটীর, উটজেই দিলাম বলিয়া
মনে যেন অন্তরূপ হয় না সন্দেহ ! (আসন প্রদান)

জয়দ্রথ ! তা' বনভূমি আলোকিত না করিয়া হেন
সিন্ধুদেশ অধিশ্বরী হ'লে—

দ্রৌপদী । পরিহাস ;—সম্পর্কে শালাজ কিনা ।

জয়দ্রথ । রূপ তাকে বলে,—

অভাবের পীড়ন যেখানে

নাহি ক'রে ম্লান মুখপদ্ম কভু !

(প্রকাশে) দেখি না যে কারে, সম্বন্ধীরা গেল কোথা ?

এখানেতে আর কারা থাকে ?

দ্রৌপদী । কতিপয় প্রাণ ও স্থালকেই তব ।

জয়দ্রথ । সকলেই ব্যস্ত কায়ে, তা' হোক ; (বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া)

করেছিল দুঃশাসন বস্ত্র আকর্ষণ,

এ বোধ হয় হবে না তেমন ?

দ্রৌপদী । (সহসা সরিয়া গিয়া) ও কি !

জয়দ্রথ । এমন কি ক্ষতি, সত্যই দৃঢ়পি হয় ।

দ্রৌপদী । ছি— (একপ্রান্তে দণ্ডায়মানা)

জয়দ্রথ । তাও কি হয় ? (দ্রুত সরবেষ্টন)

দ্রৌপদী । কোথা কৃষ্ণ, কোথা লজ্জানিবারণ !

কোথা স্বামীগণ, কোথা—

জয়দ্রথ । এ যে দেখি বালিকা : মত সব ;

ধ'রেছিল রাধিকাচরণ,

ক'রেছিল মানভঞ্জন শ্রীকৃষ্ণ ।

কি বলিছ, বনবাস --বনবাস নয় ?

এও কি বিশ্বাস আজ হইবে করিতে ?

দ্রৌপদী ! দ্রৌপদী !

(ভীমের প্রবেশ ও আক্রমণ)

ভীম : বিশ্বাস করায় দিতে

এখনও জীবিত পাণ্ডা,

রথ ল'য়ে আসিয়াছ দেখি একেবারে ।

(যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির । কর কি, কর কি ভীম ! দুঃশলার স্বামী,
প্রাণে বধ ক'রো না উহায় ।

ভীম । ভাৰ্যাপহারীকে দিব কি শাস্তি এমন
অন্ত যা'—যোগ্যতা খ্যাতি র'বে চিরসাথে ?

যুধিষ্ঠির । ভীম ! ভীম ! গেল প্রাণ, কর ত্যাগ
অধম চণ্ডালে, ক্রমা সম গুণ নাই ।

ভীম । অর্জুন ! অর্জুন !
দেখ কি অন্তায় জ্যেষ্ঠ-অনুরোধ ।

অর্জুন । ভীত ত্যজ্য সর্বথা, সতত ।

ভীম । অর্জুন ! অর্জুন ।

অর্জুন । শীর্ষদেশে পঞ্চ স্থান করিয়া মুণ্ডন
সমুচিত—পরিত্যাগ অধমে এখনই ।

ভীম । কি করিব, সবায়ের এক মত তাই ;
নতুবা এ প্রাণ ল'য়ে ষাটতে হ'ত না ।

(তথাকরণ ও পরিত্যাগ)

জয়দ্রথ । প্রতিশোধ দিব এর,
শূলপাণি করি আরাধনা । (প্রস্থান)

যুধিষ্ঠির । বুঝিতেছি—শিষ্যগণ বেষ্টিত দুর্কাসা
এসেছিল পাণ্ডবের করিতে ছলনা ;
আন্তবদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ আগিয়া—কোনরূপে
রাখিল সে মান, শাস্ত্রান্ন কণিকামাত্র
অগ্নি উদরে ধরিয়া তুঘিল সমষ্টি,—
ইচ্ছা নাহি হ'ল আর পশিতে এখানে ;
এত পূর্ণ, অম্লোদগার হইতে লাগিল ।
তা না হ'লে ক্ষুদ্র স্থানী হ'ত কি সক্ষম,
সমকালে করিতে সন্তোষ—ষড়শীতি

সহস্রসংখ্যক এই স্বাগত অতিথি ?
নিশ্চয়ই এ দুর্ঘোষন-কলিত ঘটনা,
ঘোষণাজ্ঞা হ'তে হ'য়ে অপমান
প্রতিশোধ আশে এই অভিযান,
জয়দ্রথ ও তারই অনুচর ।

অর্জুন । এই হয়—অপাত্রে ক্ষমিলে ।

ভীম । তবে পুনঃ জয়দ্রথে কি হেতু অর্জুন !
বর্জিতে বলিলে তুমি অপদার্থ জেনেও ?

অর্জুন । তুচ্ছ সে মধ্যম ।

ভীম । শত্রু—শত্রু, ধবংসই বিহিত ;—অগ্নিকণা ।

অর্জুন । নির্দোষিত যাহা, তাহা ভয়ে অতিহিত ।

যুধিষ্ঠির । তথাপি যে দুর্ঘোষন—সহজে পশিতে
দিবে রাজধানী, বিশ্বাস না হয় ইহা ।
একাদশবর্ষও অতীত,—

(কুশহস্তে দ্রুত ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ । রক্ষা কর, আমার মহানদণ্ড
এক যুগ শৃঙ্গে ল'য়ে করেছে প্রয়াণ,
বৃক্ষস্বন্ধে রেখেছিছু তাহা ।

যুধিষ্ঠির । নকুল ! শীঘ্র যাও,
ব্রাহ্মণের অভীষ্ট অর্পিতে
যুগের পশ্চাতে হও প্রধাবিত ।

নকুল । যথাদেশ তাত । (ব্রাহ্মণ সহ গ্রহান ও
অগ্রাত্তের অভ্যন্তরে গমন)

পঞ্চম দৃশ্য ।

গন্ধমাদন ।

সম্মুখে সুপ্রশস্ত সরোবর ।

বন্ধ । আসে নিত্য পাণ্ডবেরা পদ্ম আহরণে
অধিকৃত রাজ্যে মোর বিনা অলুপ্তায় ।
উদ্ধত ভীমের প্রতি দৃষ্ট ব্যবহার
প্রতিদিন জানায় আমারে, অলুপ্তায়—
নব নব আসি অলুচর ; শিক্ষা তরে
পাতিয়া রেখেছি ফাঁদ—বিষাক্ত সলিল,
স্পর্শমাত্র হ'তে হবে শমন অতিথি ।
আসিতেই হবে—ব্রাহ্মণের মন্থদণ্ড
মৃগরূপে করেছি হরণ । [পক্ষতারোহণ]

(নকুলের প্রবেশ)

নকুল । যুগের পশ্চাতে করি নিয়ত ধাবন
তুষিত জীবন মোর ; পড়ি'কিছা মরি—
এমনই অবস্থা । বাঃ বাঃ, কি সুন্দর সরোবর !
নীলাশ্বর করি পরিধান, মনে হয়
রসাতল-উথিতা জননী—বক্ষে ল'য়ে
সুচ্ছ স্নেহ-সলিল অনন্ত,
সন্তানে করাতে পান উৎফুল্ল অন্তর ।

যক্ষ । সাবধান, করি নিবারণ—
বিনা প্রমোক্তর দান, ক'রো না সলিল স্পর্শ ।

নকুল । পিপাসার বন্ধঃ ফেটে যায়,
তুলিলে আদেশ তব
শুণ্য দেহ লুটাবে ধরায় ।

যক্ষ । না তুলিলেও হবে একই ফল ।

নকুল । কি বলিছ অলক্ষ্যবিহারী !

বন্ধু । সত্য যা তা' না করি গোপন
কহিছু সাক্ষাতে এবে বিচার্য তোমার ;
বিনা প্রশ্নোত্তর দান—

নকুল । মিথ্যা কথা ; প্রশ্নোত্তর দিলেই সলিল
স্পর্শযোগ্য হবে, অগ্ৰথায় বিপদের
সম্ভাবনা, এও কি সম্ভাব্য ? না—না ।
(বাক্য লজ্জনে সলিলস্পর্শে দেহ জলে ভাসিতে লাগিল)

বন্ধু । শূন্য প্রাণ—ভাসিল সলিলে,
কি করিব আমি তার । [পুনঃ অন্তর্ধান]

(সহদেবের প্রবেশ)

সহদেব । কেহেরনি ব্রাহ্মণ, ফিরিল না সহোদর,
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আদেশিল তাই, অঘোষিতে
বনে বনে পদাঙ্কানুসরি । কি বলিছ,
বিনা প্রশ্নোত্তর দান—স্পর্শমাত্র
করিলে সলিল, প্রাণ হানি হবে ?
ওকি ! ভাসে জলে সহোদর দেহ,—
তোমার থাকে,র ছলে বিলম্ব করিলে—
[স্বল্পপ্রদান ও তথাবৎ ভাসমান]

(সম্ভব ভীমের প্রবেশ)

ভীম । শুনিলাম ভাসে তারা সরোবর জলে ;
এই সেই সরোবর, এও শুনিলাম—
স্পর্শমাত্র এহ জল সমদ্রশী হবে ।
কি বা প্রশ্ন, রাশি রাশি উত্তর প্রদানে
যে সমগ্র অপচয় হইবে আমার,—
সত্যই যে ভাসে দেহ, নকুল, নকুল,
(স্বল্পপ্রদান ও তৎসম ভাসমান)

(অৰ্জুনের প্রবেশ)

অৰ্জুন । কে বলিয়া করে উপহাস, দেবজয়ী
আসিছে অৰ্জুন ? একি, ভাসে জলে
দেহ পরম্পরা ! ভীম সম ভাই, সেও
মৃত, ভাসমান জলে ! একি বৈদ্যাতিক,
কিহা কোন দৈবশক্তি—

(আবিভূত যক্ষের বাধা প্রদান)

যক্ষ । ক'রো না—ক'রো না স্পর্শ কিছুতে সলিল ।

অৰ্জুন । শুনিতেছি একই কথা বহুক্ষণ হ'তে,
প্রাণ ল'য়ে তব সাথে—করি যদি
বাক্ বিতণ্ডা নিয়ত—

যক্ষ । এ হেন আয়ত্ত বিজ্ঞা বার্থতার স্তরে
কেন ডালি দেবে অবহলে বচন আমার ?

অৰ্জুন । নহে টেগা হিতৈষিতা, চতুরতা তব ;
এখনো হয়তো পাব ফিরাইয়া প্রাণ,
এখনো অস্তিম শ্বাস হয়নি নির্গত : (সম্প্রদানোত্তম)

যক্ষ । অৰ্জুন ! অৰ্জুন ! কে শোনে কাহার কথা ।

(অৰ্জুনেরও সম্প্রদান ও ভাসমানদেহ)

চাঙ্গি দেহ পরম্পর ভাসে
ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ঘেন ;
কেবা এই চতুর্কর্গ অধিকারী ?

(যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ)

শান্ত, সোম্য, মতাই অপূর্ণ ।
নরদেব !

যুধিষ্ঠির । কি আদেশ ?

- যক্ষ । কিছুতে দিব না যেতে—বিনা প্রমোত্তর
জ্ঞান, অপঘাতে সম বলিদান ।
- বুধিষ্ঠির । কি উত্তর অর্পিব তোমার, চরিতার্থ
যাহে কুতূহল ? বাহিরিছি ভ্রাতৃ-অশ্বেষণে,
বিফলে ফিরিলে—সমুদয় ক্ষতি মোর ।
- যক্ষ । শোচনীয় সে ঘটনা দেখিবার পূর্বে
শুনে কর কথঞ্চিৎ দৃঢ়তা সঞ্চয়,
মৃত তারা স্ব স্ব কর্মফলে ।
- বুধিষ্ঠির । কি বলিছ, মৃত তারা ?
- যক্ষ । এস মোর সাথে. প্রত্যক্ষ হ'বার পূর্বে
প্রমোত্তর ল'য়ে কর আলোচনা, অস্ত্রে
দেখা হ'লে হ'তে পারে তা'দিগের সনে ।
- বুধিষ্ঠির । তথাপি সন্দেহ ?
- যক্ষ । যতপি সন্দেহ হই—
- বুধিষ্ঠির । যতপি অক্ষম হই,
- যক্ষ । বিচারান্তে সাব্যস্ত হইবে, সমফল
উত্তমতঃ যতপি বিহিত ; তথাপি কি—
- বুধিষ্ঠির । উচিত সর্বতোভাবে চেষ্টা সাধ্যমত ।
- যক্ষ । তবে এস ।
- বুধিষ্ঠির । এখানেই শুনি তার কতক আভাষ ।
- যক্ষ । কি উপায়ে লোক বুদ্ধিমান হয়, কেবা
গুরু—পৃথিবী অপেক্ষা, এইমত বহু
প্রশ্ন আছে,—পার যদি দিতে সহজর,—
ভ্রাতৃগণ—
- বুধিষ্ঠির । চল, যেথায় যেতে হবে ।
- (উভয়ের প্রস্থান, পরে আগমনমাত্র)

না না. আর নাহি পারি বিলম্ব করিতে,
ভ্রাতৃগণ মৃত জেনে—

যক্ষ । সন্তুষ্ট হয়েছি, চাহ যার ইচ্ছা প্রাণ ?

যুধিষ্ঠির । একটি ফিরিবে ? এমন তো কোন কথা—

যক্ষ । চাহ অগ্রে, দেখ ফল তার !

যুধিষ্ঠির । তাই যদি হয়, দাও আগে নকুলের প্রাণ ।

যক্ষ । বিস্মিত করিলে মোরে, এও কি সম্ভব ?
শিয়রে শয়ন যার—আসন্ন সমর,
চাহে সেইজন প্রাণ বিনা ভীমাজ্জুন ?

যুধিষ্ঠির । যক্ষ ! যক্ষ ! মাদ্রীর গচ্ছিত ধন ;
আমি আছি—কুন্তী দেবী রয়েছে সপুত্রা,
কিন্তু মাদ্রী সন্তানবিহীনা, যতপিও
লোকান্তরে তিনি, করে তর্পণ প্রত্যাশা
পুত্রপাশে জলবিন্দু চির অপেক্ষায় ।

যক্ষ । ধার্মিকপ্রবর ! কি বলিব অধিক তোমারে,
পরম সন্তুষ্ট আমি তব ব্যবহারে ।
দেখ চেয়ে হে ব্রহ্মাণ্ডবাসী !
রাজ্য হ'তে কত বড় মুতের তর্পণ ।
লহ ভ্রাতৃগণ—প্রত্যাগত জীবন সবার, (পুনর্জীবিত)
লহ সেই মন্থদণ্ড—
যার তরে এ বিচিত্র পরীক্ষা তোমার ।

যুধিষ্ঠির । কে আপনি দেবদ্যুতি মূর্তিমান্ন নেহ ?

যক্ষ । আমি এই প্রদেশের নগণ্য রক্ষক ,
আরও বলি—আমারি প্রভাবে
বিদ্রাটে অজ্ঞাতবাসে কেহ না বুঝিবে—
তোমরা পাণ্ডব, আছ কাল প্রতীক্ষায় ।

- অৰ্জুন । কে আপনি অবাচিত হিতৈষী, বান্ধব ?
 বুঝিলাম দৈবংল সৰ্ব্বাপেক্ষা বড় ;
 যক্ষ । কেন দেবজয়ী, এ ভ্রান্তধারণা ?
 ভীম । নিশ্চয়ই এ দুৰ্য্যোধন কৃত ।
 যক্ষ । নহে দুৰ্য্যোধন কৃত,
 স্বীয় ঔজ্জ্বল্যের পুরস্কার ।
 নকুল । সত্য তাত ! করেছিলেন নিষেধ ইনিই,—
 বহুপূর্বে—তিনি নাই আদেশ তথাপি ।
 সহদেব । এই সেই জন,—
 আমিও শুনেছি যঁার নিষেধ বচন ?
 অৰ্জুন । জনে জনে নিবারণ করিয়া ইনিই,
 করিবে না কোন কার্য! সহসা কদাপি—
 শিখা দেন, এই তার জলময় প্রমাণ ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

বিরাট ।

(অদেষ্যঃ ও করম্মতবস্ত্রপ্রাপ্তা সৈরিক্কা)

সৈরিক্কা । দীনা, অতি দীনা, পশিতে সঙ্কোচ ;
 যত্নপি করুণা কণা অর্পিতে রূপণা
 না হন রূপাখী প্রতি—

অদেষ্য । কিন্তু তব রূপ দেখে হয় না সাহস
 অস্তঃপুরে স্থান দিতে, অস্তঃপুরযোগ্যা
 হ'লেও এ দর্শনীয় রূপের মাধুরী ;
 বিপ্রব কি সাধ ক'রে ঘটাব না বুঝে ?

সৈরিন্দ্রী । আদেশের ব্যতিক্রম কিছু না করিব,
যতটুকু পাব অধিকার, সেইমত দাবী
নিয়ে—র'ব রাজোচিত মৰ্যাদা রাখিয়ে ।

অদেষ্টা । লোভনীয় এইরূপ—

সৈরিন্দ্রী । সৰ্ব্বথা গোপনে—অলক্ষ্যে রহিব আমি
যাতে—কারও মনে না হয় উৎকণ্ঠা সৃষ্টি ;
বিপন্না বলিয়া এত কাতর মিনতি
করিতেছি বার বার, করুণা আধার
রাণী,—শুনি লোকমুখে যথার্থ এ বাণী
সার্থক করুন আজও অভয় প্রদানে ।

অদেষ্টা । কথা শুনে মনে জাগে করুণা তপার,

সৈরিন্দ্রী । কাণীবলীও দেখাতে না কার্পণ্য করিব
জানি বাহা চিত্তান্ত রাজপ্রসাধন ;
শ্রীকৃষ্ণ প্রেরসী সত্যভামা পাশে,
পাণ্ডব গৃহিনী চৌপদারও বহুকাল
বেশ, কেশ করিতে সংযত, পারিপাটী
কুসুম স্তবকে করি চিত্ত বিনোদন,
অমুগ্রহ লাভে বাহা হয় নি বঞ্চিত ।

অদেষ্টা । শুধু বাক্য পরম্পরা প্রয়োগই যেখানে
সখী বলে আলিঙ্গনে বাঁধা দিতে চায়,—

সৈরিন্দ্রী । দাসী চাহে দাসীত্বেরই মাত্র অধিকার ।

অদেষ্টা । অত্যজ্য এ আকিঞ্চন—বিনা সমাদর
বিফলে ফিরিয়া যাবে, এও কি সম্ভব ?

সৈরিন্দ্রী । সে আশঙ্কা করিতে হবে না, রাজা হ'তে
র'ব দূরে,—দিব না বেদনা কোন মতে,
যাহে এ সারল্যময় আশ্বাস বচন

ভাগ্য প্রবর্তনে না হ'য়ে সহায়,
 হস্তারক রূপে দেখা দিবে কালচক্রে ?
 নাহি হয় প্রীতির সৃজন,
 অপ্রীতি কে—গাড়িয়া তুলিতে চাহে ?
 তবে আমি রহিব এখানে ?

স্বদেশ্য । রাজ্যত্বের অধিকার দিতে না পারিলেও
 আমার উপরে পূর্ণ রাজত্ব স্থাপন
 দিলাম তোমার করে আজি হ'তে ভাই ।

সৈরিকী । অমুগত—অমুগত সদা ।

স্বদেশ্য । বাক্য হ'তে প্রেম, প্রেম হ'তে আত্মীয়তা ।

[উভয়ের প্রস্থান]

(বৃহন্নলার প্রবেশ)

বৃহন্নলা । অস্ত্রপুরে অবাধ সঞ্চার, কার্য্য মোর
 উত্তরার গৃহশিক্ষকের পদ, নৃত্য-গীতও
 শিখাই যতনে, অন্তান্ত কার্য্যমণীগণও
 আয়ত্ত করিতে আসে রাজকন্যা সহ ।
 বালিকার নানাদিকে নৈপুণ্য দেখেছি,
 ধৈর্য্য, নীতি—একাধারে সকলের স্থিতি—
 স্পর্ধাসহ বিস্তৃতি লাভিতে, পাত্তোৎকর্ষ
 গুণাধার—প্রচারে অত্যাতিরিক্ত ফল ।
 বিরাটের সৌভাগ্যাতীশয়ও দেখিয়া
 প্রীত, মুগ্ধ. সন্তোষ অস্তর সর্কদা ।

পটক্ষেপণ ।

অস্ত্রপুর মধ্যভাগ ।

কি যেন কি শব্দ আসে, কি যেন কি
 চলিতেছে পুনঃ পুনঃ রুদ্ধ অমুরোধ ;
 কি যেন কি অত্যজ্য প্রণয়, অমুল্লজ্য
 অমুরাগ—অসম্ভব জানিলেও

প্রতিবাদে কিছুতে না হ'তেছে সক্ষম ।

কি হওয়া সম্ভব, জাগিছে আকাঙ্ক্ষা মনে ।

[অন্তঃপুরাভিমুখে গমন]

(বেগে সূদেষ্ণার প্রবেশ)

সূদেষ্ণা । না—না, কিছুতে যা পারিব না তাই বলি
কেমনে তাহারে গিয়া ? ভ্রাতৃ-অনুরোধ,
হোক ভ্রাতৃ-অনুরোধ ; জানি আমি তাঁর
করে সমস্ত নির্ভর, জানি আমি বৃদ্ধ
রাজার সহল, রাজ্যের দক্ষিণ হস্ত—
ভাই মোর অমিত বিক্রম ; তথাপি এ
নিন্দনীয় ঘৃণিত প্রস্তাব—কেমনে বা
তার পাশে করি, যারে জানি—
পতিব্রতা শিরোমণি—মনী সর্বস্ব ?
আমি যে পালিকা, সে যে আশ্রিতা আমার ;
আশ্রয় আশ্রিতে যদি এ প্রকার ঘটে,
পৃথিবী কি উলঙ্গ হবে না ? রাজ্য, রাজ্য,
তথাপি কি র'বে রাজ্য মোর ?

[অন্তঃপুরাভিমুখে গমনোত্তম]

(সৈরিকীর প্রবেশ)

করি তোমা ভগ্নী হ'তে অধিক যতন,
কিস্ত—

সৈরিকী । কি হেতু সঙ্কোচ এত, আমি যে কিস্করী ;
আসিয়াছি কতদিন, জানিতে হয় নি
আজও—আছি পরবাসে, পর অনুগ্রহে ।

সূদেষ্ণা । ছিঃ, আজি কেন তবে নূতন করিয়া—

সৈরিকী । কেন তবে হ'তেছেন বলিতে কুণ্ঠিত ?
বলুন এখনি, না বলিলে ছাড়িব না ।

সুদেষ্ণা । এত যদি আকিঞ্চন—না—না,
সে যে বোন্ ! বলিবার নয় ; জিহ্বা দিয়ে
উচ্চারিতে—স্পন্দন যে জড় হ'য়ে আসে ।

সৈরিন্দ্রী । পর বুঝি চিরদিনই পর ।

সুদেষ্ণা । না—না, বালিতেছি ; ভ্রাতা মোর রূপ দেখে—

সৈরিন্দ্রী । সাজাইয়া দিই ব'লে ?

সুদেষ্ণা । থাম্ ;

সৈরিন্দ্রী । স্পর্দ্ধা দিলে বাড়াইয়া এই মতই হয় ।

সুদেষ্ণা । আমার নয় রে, তোর ; শোন্—

সৈরিন্দ্রী । এখনি করুন গিয়া বারণ তাঁহারে ;
এ কথা দ্বিতীয়বার উচ্চারিত হ'লে,—
পঞ্চ ভন গন্ধর্বা আমার স্বামী—ক্রুদ্ধ হ'য়ে
আক্রমিবে পুরী, সব ষাবে—ভ্রাতার তো
হবেই বিনাশ ; সর্বনাশ হবে আজই ।

সুদেষ্ণা । ফের যদি বলিস্ আপনি,
গাল টিপে দেব তোর ।

সৈরিন্দ্রী । ও কথা এখন থাক্ ; এখনি যাইয়া
সাবধান না করিলে, হয়তো তাঁহারা
শ্রুতিমাত্র এখনি ছুটিয়া—

সুদেষ্ণা । সত্যই, না পরিহাস ?

সৈরিন্দ্রী । প্রভু, ভৃত্য সম্বন্ধটাও উঠে ষাবে ?

সুদেষ্ণা । ওলো ! আমার গা' যে কাঁপছে ।

সৈরিন্দ্রী । কাঁপ'বারই কথা, এতদিন হুন খেয়ে
আমিও না বলি যদি—

সুদেষ্ণা । আমি যাই, আমি বাই আগে ।

[প্রস্থান]

সৈরিক্কী । বুঝিতেছি সম্মুখে বিপদ ; উত্তেজিত
লালসারে বাধা দিতে পারে। কিম্বা শক্তি-
প্রত্যাঘাতে বিনা প্রতিকারে র'বে
এমন তো বোধ না'হ হয়, পুরু হ'তে—
ঐ যায় স্ব মৌ জানাহয়া রাখি । [অনুগমন]

(সুদেষ্ণার পুনঃ প্রবেশ)

সুদেষ্ণা । ভ্রাতা মোর শু'নল না, তবুও না
হলেন নিবস্ত ; প্রতিদিন স অতাজ্য
আকুল আগ্রহ, নানা ছলে গৃহে তাঁর
চেষ্টা করি পাঠ্যপার সম্মুখে পরিয়া
তিনি হেঁট উন্মাদ, চাই— চাই এত
নারী । ঐ, ঐ তার আর্তনাদ, আজ বুঝি
হ'য়েছেন—আক্রামতে উগ্ধত তাহারে ;
গেল, গেল সব গেল মোর ।

(সৈরিক্কীর প্রবেশ)

সৈরিক্কী । আর আমি যাব না ওদিকে, প্রতিদিন
থাকেন গোপনে, পরিহাস হ'তে আজ—
ভাবিলেও ভয় হয় মনে ।

সুদেষ্ণা । তুই কেন শোনই না কথা ; পাঁচ স্বামী
বলিস্ এদিকে—

সৈরিক্কী । যদি টের পান ? শুনেছেন সবই তো ।

সুদেষ্ণা । না—না, কাষ নেই, কাষ নেই ;
বলেছিও তাঁরে, তবু যদি—

সৈরিক্কী । প্রতিদিন উৎপাত অপেক্ষা, আমি যদি
রাজ্যই হই,—

সুদেষ্ণা । তুই যদি রাজ্য হ'স,

সৈরিক্কী । কিন্তু তাঁরা অন্তর্যামা,—

হৃদেষ্ণা । না—না, কায নেই, কায নেই ।

সৈরিক্কা । তবে কেন আপনিও আজ
দিগেন সাজায়ে মোরে ?

হৃদেষ্ণা । দেখ দেখি রূপখানা বারেক দর্পণে ।

সৈরিক্কা । পড়ি যদি রাজারই সম্মুখে ।

হৃদেষ্ণা । আমার উপর হ'তে
প্রভুত্ব না হয় হলে রাজ্যের উপরে !
(স্বগত) সত্যই আতঙ্ক হয় মনে ।

সৈরিক্কা । কি ভাবছেন ? আমি আজ সজোপনে—

হৃদেষ্ণা । না—না, রাজার কাছে নয় ।

সৈরিক্কা । তবে রাজ-শালকেই কাছে ।
রাণী নিয়ে কি হবে আমার ?

হৃদেষ্ণা । তা' যদি হয় ; কিন্তু তুই
বলেছিস—যে ভয়ের কথা !

সৈরিক্কা । অন্ততঃ গোপনে যদি—

হৃদেষ্ণা । তা' যদি পারিস, তা' যদি পারিস ।

সৈরিক্কা । হাঁ, রাণীঘের হানি হবে না, তা' স্থির ।

হৃদেষ্ণা । (স্বগতঃ) আজ আমি পূজা দেব বোশো পচারে,
যদি রাত ভাল রূপে কাটে ।

সৈরিক্কা । মানত করেন বুঝি দেবতা সকাশে ?

হৃদেষ্ণা ! (স্বগতঃ) এও দেখি অন্তর্যামী !
কায নেই, কায নেই ।

(পশ্চাতের বাক্যদ্বয় বাধা সত্ত্বেও উচ্চ কণ্ঠে বাহির
হইয়া পড়িল, রাণীর এইমত ভাব হইল—বেন গমনোত্তম
সৈরিক্কাকে সত্যই নিবারণ করিতে উঠিলেন)

সৈরিক্কী । আপনি যত্বপি মোরে বলেন এ কথা,
করেন নিষেধ দ্বন্দ্বঃ—

সুদেষ্ণা । (হতভাগিনীত ভাবে) তাই এ কেমনে বলি,
ভ্রাতা যদি —

সৈরিক্কী । এখনো বলুন ।

সুদেষ্ণা । উভয় সঙ্কট ;

সৈরিক্কী । বলুন, বলুন ।

সুদেষ্ণা । একদিকে রাজ্যনাশ, অত্রদিকে রাজ্যরক্ষা—

সৈরিক্কী । বলুন, বলুন ।

সুদেষ্ণা । চল, ভেবে দেখি ।

সৈরিক্কী । না—না, আর ভাবা নয় ; বলুন, বলুন ।

সুদেষ্ণা । চল তো এখন ; ভগদম্বে !—

[সূচ্যাস্ত হইল, ক্রমে ক্রমে অন্ধকারে ভরিয়া উঠিল]

(বজ্রভের প্রবেশ)

বজ্রভ । আজি নিশা নিমিষ্ট সঙ্কট,
চুপি সারে অগ্নিপু্রে পশিতে হ'তেছে
আশ্রয় দাতার সনে কার প্রতারণা ;
নিরুপায়—হইয়াছে সহোঃও অতীত ।
কণিত শয্যায় আমি করি শয়ন,
কল্লিত যা—যথাকালে ।

(সন্তর্পণে সৈরিক্কীর প্রবেশ)

কোথা যাও, বেশও কি হইছে তেমন ! (উল্লাসহাস্য)

সৈরিক্কী । চুপ, হয়তো নিদ্রাও নেই চোখে ।

ঐ মুক্ত অর্গলের শব্দ, থাকি অন্তরালে ।

(চক্ষু মার্জনা করিতে করিতে বাতায়ন সম্মুখে স্তূদেয়া)

স্তূদেয়া । নিদ্রা নাই আমারও নয়নে,
শয্যাও কণ্টক ব'লে হইতেছে বোধ ;
কাষ নেই, বাতায়ন রুদ্ধ করি পুনঃ । (তথাকরণ)

সৈরিক্কী । এখনো জাগ্রত রাণী ; আমি যাই,—
সঙ্কেত করিয়া আমি, সঙ্কেতের
অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে আসিবার কথা । (প্রস্থান)

বল্লভ । নারীতেও বীভৎসতা সমভাবে থাকে ।

(সৈরিক্কীর পুনঃ প্রবেশ)

সৈরিক্কী । তুমি আর বিবেচ ক'রো না, চল ; কিন্তু
নিরস্ত্র এসেছ ! নিদ্রা নেই, দোখিলাম
সশস্ত্র তাহারে—ভ্রমে পাদচ্যারে ।

বল্লভ । তার জন্ত কোন ভয় নেই ;
কিন্তু ভয় ও ভাবনা—পরে কি যে হবে ।
(সৈরিক্কীর অস্ত্রগমন, অর্গল উন্মোচন শব্দ, পরক্ষণেই
ভীষণ আর্ন্তনাদ, সৈরিক্কীর করাকর্ষণে প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী । তুই কাগভূজঙ্গিনী, তোমাকেও যেতে
হবে—তার সাথে জীবন্তে করিব দাহ ।

সৈরিক্কী । আমি কি করিব ?—আসিয়া গন্ধর্ব্ব স্বামী
করিল নিহত,—আমি কি করিব তার ?

প্রহরী । ক'রো না চীৎকার, দাহকাষ্য শেষ হোক ;
ভিন্ন পথে ল'য়ে গেছে উপকীচকেরা
মৃতদেহ করিয়া বহন, তুই চল ।

(সন্তর্পণে বল্লভের প্রবেশ)

বল্লভ । নিয়ে যাক্, নিয়ে যাক্ ; অর্দ্ধপথে
করিব সকলি শেষ ; আমি ভীষ্ম, পবননন্দন ।

প্রহরী। চল, চল।

বল্লভ। আমিও চলেছি সাথে !

[সৈরিকী সহ প্রহরীর প্রস্থান, বল্লভের অনুগমন]

(সুদেষ্ণার প্রবেশ)

সুদেষ্ণা। ভ্রাতা গেল শুধু কি আমায়,
সঙ্গে সঙ্গে রাণী নামও হঠল বিলুপ্ত ;
কে আর দেখিবে রাজ্য, কে করিবে
শাসন তাহার, বৃদ্ধ রাজ্য অপারগ,
উত্তরও অক্ষম—অস্থঃপুরই যোগ্য তার।

(দ্বিতীয় প্রহরীর প্রবেশ)

কি আর শুনাবে শেষ সংবাদ প্রহরী ! (যজ্ঞাঙ্কলৈরোদন)

প্রহরী। উপকৌচকেরাও সব হয়েছে নিহত।

সুদেষ্ণা। কি বলিস্ ?

প্রহরী। উপকৌচকেরাও সব হয়েছে নিহত।

সুদেষ্ণা। রাজ্য কি বাহিনী শূন্য ? দূর হ'রে যা।

[প্রহরীর প্রস্থান]

(সৈরিকীর প্রবেশ)

এখানে হবে না স্থান, অন্যত্র দেখগে'।

সৈরিকী। আর ত্রয়োদশ দিন,

এতদিন রেখেছেন চরণে যখন— (পদতলে পতন)

সুদেষ্ণা। আর তোর মিষ্টবাক্যে ভুলিব না আমি,

এই দণ্ডে এ ভূমি ভাজিয়া

চ'লে যা'—চ'লে যা' তুই।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

বিরাট প্রাস্ত ।

উত্তর । তুগি যে অভয় দিয়ে নিয়ে এলে মোরে,
আমিও এলাম নেচে শোমার কথায়,
তুমি কি করিবে বৃদ্ধ ?—একি নৃত্য, গীত ?
না—এ বিলাস কানন ? অস্তঃপুর ?—যাহা
বলা যায় তাই মাথা পেতে নেবে,
বিশ্বাস করিবে—প্রতিদ্বন্দ্বীহীন
দিগ্বিজয়ী বীর মোরা ? অস্ত্র, শস্ত্র কই ?

বৃহন্নলা । অস্ত্র, শস্ত্রও চাই নাকি ? কেন, বাহু আছে,
মুখ আছে, অস্তঃপুরে রুদ্ধ শত শ্রোতা,
এত'তেও নাহি হবে বীরত্বের খ্যাতি ?

উত্তর । না, আমি যাব না ।

বৃহন্নলা । অস্ত্র, শস্ত্র পেলেও যাবে না ?

উত্তর । না ভাই, ভয় করে বড় ।

বৃহন্নলা । সে কি, এত আশ্ফালন—
উত্তরা যে বলিয়া দিয়াছে, ভিন্ন বস্ত্র
ল'য়ে যেতে,—করিবে পুতুল খেলা !

উত্তর । আর তো বেশী দূরও নেই,
আসিতেছি যতই নিকটে—

বৃহন্নলা । ভয় নেই ;
আমি র'ব রথী হ'য়ে সম্মুখে তোমার,
যদিও সারপি ব'লে এসেছি সেখানে ।

উত্তর । ও, তুমি নাম চাও ।

বৃহন্নলা । না—না, তুমিই ছিলে রথী করিও প্রচায় ।

উত্তর । এতো মন্য নয়, শস্ত্র ?

ষেতে হবে পুনঃ বনবাস,
ত্রয়োদশ বর্ষ—ত্রয়োদশ বর্ষ ।

(প্রস্থান)

উত্তর । পালায়, পালায়, ধর—ধর ।

অর্জুন । যেতে দাও, করিয়াছে সৌমাস্ত বর্জজন
পরাজয় কলঙ্ক লেপনে, আর কেন ?

উত্তর । (ধনুঃ পরামর্ষণে) এ কি ধনুকের গুণ ?
অথবা তোমার ?—আমি তো না পাই ভেবে !

অর্জুন । বিস্মিত হয়েছ বুঝি ?

উত্তর । কিন্তু করি জিজ্ঞাসা তোমারে, বৃদ্ধকালে
সে অপূর্ব রথ এল কোথা থেকে ?
সত্যই বিচিত্র, আমি তো না পাউ ভেবে ।

অর্জুন । ভাবনা যা' ছিল তাহা দূরীভূত হবে ।
তুমি যাও, বিরাটে সংবাদ দাও—রণজয়
হয়েছে মোদের, শত্রু ত্যাগ করিয়াছে
সৌমাস্ত প্রদেশ, আমি যাহতেছি পরে ।
শোন—নহি আমি ক্লাব, নতি বৃহন্নলা,
আমি পার্থ ; কঙ্ক নামে যেই সভাসদ,—
তিনি জ্যেষ্ঠ—যুধিষ্ঠির ; বল্লভ বে ভীম—
স্বপকার বেশে, নকুল ও সহদেব
অশ্ব—গৌরঙ্গকরূপে রয়েছে বিরাটে ।

উত্তর । (স্বগতঃ) এতদিন জানিনি এ কথা ! হেন নীচ কার্য্যে
রয়েছে আবদ্ধ ? পিতারে বলিব গিয়া
এই গৃহে উত্তরার বিবাহ অর্পিয়া
আত্মীয় সম্বন্ধ সূত্রে হইতে সম্বন্ধ ।
এ ধ্বংস অপরিশোধ্য ; বিনা ধনঞ্জয়
সত্যই এ রণজয় ছিল অসম্ভব ।
এও কি সম্ভব, আমি তো না পাই ভেবে ।

অৰ্জুন । তুমি যাও, বিলম্ব ক'রো না,
উল্লসিত কর সবে সুসংবাদ দানে ।

উত্তর । মহাশয়, বীরত্ব বুঝি থাকে সয় পাশে ।

(পশ্চাদ্ধাবনো কনে বার বার দেখিতে দেখিতে প্রস্থান)

অৰ্জুন । বিরাতের গোপন সমৃদ্ধি—ঈর্ষা মূল
প্রত্যেক রাজার, এ সম্পদ ত্রিজগতে
তুলনা বিহীন, যট্টৈশ্বর্য্য, স্মৃথকর ।
কাচকে করিয়া বধ
কৃতজ্ঞতাহীনতার যেই পরিচয়
দিয়াছিলাম আশ্রয়ে— আশ্রয় লভিয়া,
কথঞ্চিৎ উপশম—সান্ত্বনা এখন ।
আশ্রয় আশ্রিতে যদি এংমত হয়,
জিভুবনে কেহ আর না দিবে আশ্রয় ;
কিন্তু এই পরের কারণে—সমুত্তম
আত্মীয় বিনাশে, মার্জ্জনীয় কভু কি তা' ?
কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! ক্ষমা কর, আশ্রয়ের
সম্মান রক্ষিতে, পালিতে আশ্রিত ব্রত,
সম্মোহন শক্তির প্রয়োগে—অসম্ভবও
হল রণজয়, উত্তরার তুষ্টি তরে
ভীষ্ম বিনা লইয়াছি করে, বহুমূল্য
বস্ত্র খণ্ড—ভিন্ন করি' সর্ব্ব অঙ্গ হ'তে ।
সম্মোহন শক্তি দেখে কোরব তখন,
বুঝিল—নিশ্চয় ইহা পাণ্ডবের কায় ;
হিংস্র দুৰ্য্যোধন—কুট বুদ্ধি বলে তার
ভাবিছে উপায় বহু, কি জানি কি হয় ?

তৃতীয় দৃশ্য ।

বিরাট-রাজসভা ।

সিংহাসনারূঢ় যুধিষ্ঠির ।

যুধিষ্ঠির । উঠে গেল একে একে সবে ; বলদেব,
বান্দ্রদেব, ঋপদ, সাতাকি — এসেছিল
যে সমস্ত অত্যাশ্রয় নৃপতি — পাণ্ডবেয়ে
করিতে সহানুভূতি অনন্ত কাপটো,
চ'লে গেল সব সমবেত অন্তরে
আশীর্বাদ দিয়ে — অনিবার্য রণ ক্ষয় ।
ধনজয়ও আশ্বাস বচনে — দ্বৈতবনে
বলোচ্ছিল আশ্ফালন সহ, সমাগরা
পৃথিবীর — রাজা আম করিব তোমায়ে ।

(অর্জুনের প্রবেশ)

অর্জুন । এখনও তুলিনি সে পণ, ধর্ম্মরাজ!
এখনও অকুণ্ঠিত কর্তব্য পালনে,
এখনো নিভীক কর্তে দৃঢ়তা সহিত
কহিতেছি — যতক্ষণ রহিবে গাণ্ডীব,
যতক্ষণ তপ্ত রক্ত বহিবে শিরায়,
যতক্ষণ ক্লান্ত সখা, যতক্ষণ এই
জ্যেষ্ঠ পদে মতি — ভক্তি অচলা আমার
কিছু হেই বিস্মৃত হব না, বীর-গোপা
বহুকরা, কীর্ত্তিগন্ধ রাজ্য — সিংহাসন ।

যুধিষ্ঠির । বুঝেছি তা' বিরাটের আজি আচরণে ;
যে বিরাট স্মৃত্যাতি গুণিয়া
করোছিল নাসিকায় অশ্রুর প্রহার,
যে বিরাট সিংহ-সান উপবিষ্ট দেখে
ক্রোধে, ক্ষোভে জ্বলিয়া উঠিয়া, রক্তবাস্প
তীব্র দৃষ্টিক্ষেপে চেরেছিল মোর প্রাণ ;

সে বিরাট আজি স্বয়ং ধরিয়া করে
বসাইল সিংহাসনে সাদরে যতনে,
বৈবাহিক সম্বন্ধেও পরম কৃতার্থে ।

অৰ্জুন । কিন্তু ধোমো পাঠানো কি উচিত হয়েছে ?
যেইজন পরাজিত গন্ধৰ্ব সময়ে
শৃঙ্খলিতকরে দাঁড়াইয়া নত শিরে
মেগে নিল মার্জ্জনা আপন, তার পাশে
পুনঃ ভিক্ষা আকিঞ্চন—

যুধিষ্ঠির । ছি অৰ্জুন, উপকার ক'রে আশ্ফালন
নিন্দনীয়, গহিত, কলঙ্ক আখ্যাপক ।

অৰ্জুন । হে পুণ্ড্র, আরাধ্য ! মুখর করেছে মোরে
বামনের চাদ ধরা দেখে, শাসিত যে—
যে যদি শাসক পদে হয় অধিষ্ঠিত—

যুধিষ্ঠির । (আলিঙ্গনে) অৰ্জুন ! অৰ্জুন !
জানি তুমি বিশ্বজ্ঞেতা বীর, জানি তুমি
পরমার্থ ধন-অধিকারী, জানি তুমি
পূজারী কৃষ্ণের—কর্মের, ধর্মের ; ভাই !

অৰ্জুন । পূজনীয় ?

যুধিষ্ঠির । এ গর্ব কি ভুলবার মোর ?

অৰ্জুন । আশীর্বাদ কারণই যে জানি ।

(বিদুরের প্রবেশ)

বিদুর । ধর্মরাজ ! ধনঞ্জয় !

উভয়ে । পিতামহ ! পিতামহ !

যুধিষ্ঠির । কি সংবাদ ?

বিদুর । আমি বিতর্কিত, বহিষ্কৃত রাজধানী হ'তে ।

যুধিষ্ঠির । কারণ ?

বিদুর । পাগুবীয় পক্ষ সমর্থন ।

যুধিষ্ঠির । শুধু সমর্থনে ? আমি জানি—এই বুদ্ধে
অকুগ্রহ পাব না কিছুতে, কিন্তু পাব
অশীর্বাদ—যার কাছে তুচ্ছ সিংহাসন ।

অর্জুন । যত দিন ইচ্ছা—থাকুন মোদের সাথে ।

বিদুর । সবাসাচী !—হয় না কিছুতে তাহা ।

যুধিষ্ঠির । জানি তাহা, আস নাই আশ্রয়ার্থে হেথা ;
আসিয়াছ মনোবেদনা জানাতে,
আসিয়াছ স্নেহাস্পদে বোঝা'তে কেবল
অক্ষমতা, অস্বাতন্ত্র্য সন্ধির ব্যাপারে ।

অর্জুন । কিন্তু মোরা এতই কি অপরাধী,
না পাব মন্ত্রণা কণা—

বিদুর । অকুর যে বাঁধা প্রিয় ! তোমাদেরই পাশে ।

যুধিষ্ঠির । কোথা যাবে ?

বিদুর । তীর্থ পর্ষটনে ; যদিও নিশ্চিত জানি—
তীর্থ মোর এই স্নেহ সমবায়,
তথাপি—

যুধিষ্ঠির । পিতামহ ! পিতামহ ! বলিতে সাহস—

বিদুর । অসম্ভব যুধিষ্ঠির, তুমি নাহি বলো ।

অর্জুন । পতঙ্গ বোঝে না কভু,
অগ্নি তার মৃত্যুর কারণ ।

বিদুর । ছি অর্জুন !

অবাধ্যতা হ'তে পারে বেদনাদায়ক ।

যুধিষ্ঠির । ধোম্যের পৌছানো দেখে—

বিদুর । শুধু কি পৌছানো,

বিনা রাজ্য প্রত্যাৰ্পণ
সন্ধি সৰ্ত্তে সম্মত তাহারা ।

যুধিষ্ঠির । অমুগ্রহ যথেষ্টই ; ফল ?

বিহর । বিষময় । পূজনীয় ব্যাসদেবও
বোঝাইয়া সাধামত প্রত্যাশিত গৃহে ।

যুধিষ্ঠির । ব্যাসদেবও অমুরোধে উদ্ধত, এ সত্য ?

বিহর । শুধু অমুরোধ নয় ভবিষ্যের ছবি
উন্মুক্ত করিয়া দিয়' গন্ধেরও সম্মুখে—

যুধিষ্ঠির । ব'লো না—ব'লো না আর, বুঝিয়াছি—

বিহর । কে বালক—অন্ধ নাহি দোখবারে পায়,
অন্ধ দেখে আপন জীবন, কর্ম্মফল
অব্যক্ত ভাষণ ।

যুধিষ্ঠির । পিতামহ ! পিতামহ !

অৰ্জুন । বুঝিলাম—সমাচ্ছন্ন কুণ্ডলিকা ঘোর ।

বিহর । ভারতের বক্ষে বাহা র'বে কল্লাবাধি ।

যুধিষ্ঠির । অবশ্যসম্ভাব্য যাহা, তাহা অনিবার্য্য ।

বিহর । যুধিষ্ঠির ! গাধারীর শতপুত্র—
সকলই যে সম স্নেহের আধার । (চক্ষুর্ভাঙ্গনা)

অৰ্জুন । দিন পদধূলি, এই অশ্রুই
দেখাবে গম্ভব্যপথে আলোকের রেখা ।

বিহর । গাণ্ডীবী ! গাণ্ডীবী ।

অৰ্জুন । পিতামহ !

(ক্রোধের প্রবেশ)

কৃষ্ণ । পিতামহ । আমি কি কেহই নয় ?
তীর্থে যাবে, সঙ্গে কেন আমাকে নাও না ।

বিহুয় । এখানেও তুমি !
কতরূপে আছ বোপে তুমি বিশ্বপতি ।

কৃষ্ণ । পাণ্ডব যে পেলে আশীর্বাদ,
আমি কি পাব না কিছু ?

বিহুয় । তুমি ধর্ম, তুমি জ্ঞান,
কর্মময় জীবনের ধ্যান,
কর্ম অঙ্গে দিই যেন চরণে অঞ্জলি
কর্মফল—যাহা 'কছু আমার বলিতে ।

কৃষ্ণ । তৌর্থে যাওয়া হবে না তাব'লে ;
দুর্যোধন পাঠায়েছে চতুর্দিকে চর,
নিষে যেতে সামুদ্র মিনতি বচনে ।

বিহুয় । কিবা নাহি জ্ঞান, কিই বা না কর ।

যুধিষ্ঠির । কৃষ্ণ ! তুমি যে আবার ?

কৃষ্ণ । একাই কি তোমরাই আশীর্বাদ নেবে,
আমি যে পেলাম এই আশীর্বাদ—
যেথা ধর্ম, সেথা জয় এই আবিষ্কারে ।
ধর্ম । ধর্ম !

বিহুয় । হে প্রণম্য নরনাথ, নরের সারথি,
তুমি কি কেবলই বন্ধ পাণ্ডবের সনে ?
সূর্য্যরূপে তুমি দাঁও সর্বত্র কিরণ,
জীবরূপে তুমি কর সদা অবস্থান,
বায়ুরূপে আছ বোপে নিখিলের স্তরে,
প্রাণাপান নামে খ্যাত বিশ্ব চরাচরে ।
তুমি আদি, তুমিই অনন্ত,
তুমি স্থিতি, তুমিই বিলয় ।

অর্জুন । সখা ! সখা !

যুধিষ্ঠির । বিপদবাণ, শেষ সম্বল জীবের !

বিদুর । অভূতের সমাবেশ, অভূত মিলন !
 যদিও ত্যজিতে ইচ্ছা না হয় তিলেক,
 তথাপি—আমি আসি । (একদৃষ্টে অবলোকন)

যুধিষ্ঠির । ততক্ষণেই প্রীতি,
 যতক্ষণ আত্মীয় সন্নিধি ।

বিদুর । মায়া, মায়া ।
 (প্রস্থান ও সকলের অঙ্গুগমন)

চতুর্থ দৃশ্য ।

মহেন্দ্র পর্বত ।

তপশ্চরণ রতা অশ্বা ।

অশ্বা । শীত, গ্রীষ্ম উপেক্ষা করিয়া, মুখে জল
 নাহি দিয়া, বসিয়াছি তপঃ আচরণে ;
 কাশীরাজ গৃহ হ'তে করিয়া হরণ,
 যে বীর অধম—বীরত্ব অর্জন করি
 পুরুষের ভূমিকা গ্রহণে, পুরুষেয়ে
 দিয়া বিসর্জন—একটা জীবন ব্যর্থ
 কবিল আমার, বিনা বধ তার—
 শাস্তি নাই, শাস্তি নাই, ইষ্ট কিছু নাই ।

(ছদ্মবেশী মহাদেবের প্রবেশ)

মহাদেব । কে বালিকা ?—জিহ্বাঃসারে তপঃ তুমি বল ?
 উগ্রভারে দিয়া বিসর্জন, কিবা ইষ্ট
 চাহ বরাননে ?

অশ্বা । কি দেখিছ রূপের এখন ? জীবনের
 শেষ সীমায় আসিয়া,—আসিয়াছ
 ইষ্ট দিতে আজ ? একমাত্র ইষ্ট মোর—
 মৃত্যু—মৃত্যু, প্রতি পল এত জালাময় ।

মহাদেব । ইহজন্মে পারিল না, জন্মান্তরে পারিবে সে ?

অহা । এক জন্মে নাহি হয় শত জন্মে হব ;
তথাপি না আক্রোশ ত্যজিব, পাছে পাছে
নিয়ত ঘুরিব, বধিব—বধিব তবু ।

মহাদেব । বৃথা ঘুমে সকলই বিফল হবে ।

অহা । কোথা গেলে হবে, কার দ্বারে গেলে হবে,
সত্রাস্তক রাম হ'লে বলবান্ কেবা ?
কেবা শক্তিমান—ভীষ্ম হ'তে ভীষ্ম যেরা ?

মহাদেব । আমি যদি দিই সেই বর ?

অহা । তুমি ! তুমি দেবে ? চাহিনা জানিতে তুমি ;
তাই আজ আমিত্তে জাগাতে—করায়ত্তে
রাখিতে সকল—বসেছি কঠোর তপে ।
আর আমি শুনিব না কাহারও বচন,
আর আমি আসন ত্যজিয়া—পরে দেবে
এই প্রত্যাশায়—র'ব না নিশ্চিন্ত হ'য়ে।
আর তুমিই বা কি করিবে তাহার ?
ভীষ্ম ও পরশুরামে কুরুক্ষেত্রে পরে
জ্যেদশ দিন ব্যাপি যুদ্ধ আয়োজনে
পৃথিবী, দেবতাগণে কাম্পিত করিয়া
যে বিরাট্ বিভীষিকা কালের বক্ষেতে
জ্বলন করিয়াছিল কল্লাস্ত আভাষ,
যারে ল'য়ে এই বিবাদের সূত্রপাত,
কেবা আমি জানিবারে চাও,—আমি
সেই অহা, প্রত্যাখ্যাতা কাশীরাজ সূতা ।

মহাদেব । ইচ্ছা মৃত্যু—ইচ্ছা তার জাগাতে হইলে
শত জন্ম কর যদি তুমিও তপস্তা,
নারিবে করিতে স্পর্শ কেশাগ্র তাহার ।

অম্বা । কে তুমি আমার মনে ব্যর্থতা জাগাতে
আমার উদ্ধামবৃত্তি নিরোধ করিতে
অকুরেই মূল উৎপাটনে—কাল হ'তে
কালান্তক—মহাকাল দাঁড়ালে সম্মুখে ?
মুখে বুকে সম হলাহল, আর নাহি
হবে ফল, ফিরে যাও—ফিরে যাও তুমি ।

মহাদেব । (অমৃতি প্রকাশ করিয়া)
বুঝিয়াছি আত্মনাশ সঙ্কল্প তোমার ?
কিন্তু শোন—নাহি হ'ল নারীরূপে আজ,
না হবেও নররূপে নিধন কদাপি ;
যদি পার—নপুংসক হ'য়ে ।

অম্বা । তাই,—তাই । (দ্রুত অগ্নিতে আত্মাহুতি দান)

মহাদেব । কে বলিল—নারী শুধু কোমলতা সার,
বিভীষিকাও থাকে সেথা সমভাবে ;
অম্বা ছিল তেজস্বিনী নারী,
তাই তার হ'য়েছিল আত্মার উদ্বোধ ।
এই মত কত শত আত্মার অজ্ঞাতে
হ'তেছে যে প্রকৃতির ক্ষুদ্র বিপর্যয়,
বোঝে সে তখন—যখন সে চ'লে গেছে
অতীতের পথে, দীন হ'য়ে—আশা ল'য়ে
আপনারই হাতে গড়া অপূর্ণ গহবরে ।
অম্বা ! অম্বা ! দ্রুপদ গৃহেতে জন্ম
হবে তব শিখণ্ডীর রূপে, কুরুক্ষেত্রে
হবে বাহা স্মারক, জাগ্রত ।

পটক্ষেপণ ।

বনপথ ।

শিখণ্ডী ও জীকৃষ্ণ ।

কৃষ্ণ । কে তুমি বালক, কে তুমি বালক ?

শিখণ্ডী । ঋগদ নন্দন আমি ।

কৃষ্ণ । কি দেখিছ, কি ভাবিছ উদাস নয়নে ?
কি পুনঃ নূতন আশে মূতন আগ্রহে—
হিরণ্যবর্ষার কন্যা পাইয়া গৃহিনী,
জনশ্রুতি শুনি চলেছ অনন্ত মনে
উন্মুক্ত করিতে আত্ম-জীবনী বিচিত্র ?

শিখণ্ডী । কে আপনি সর্ব্ব অন্তঃস্বামী ?

কৃষ্ণ । প্রয়োজন হবে তোমা কুরুক্ষেত্র রণে ;
ভীষ্ম সনে বাধিবে বধন রণ, বধন সে
হৃষ্মদ, অপরাধেয় ইচ্ছামৃত্যু রথী
প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে ক্রোধ পাণ্ডবের গতি
দাঁড়াইবে শালপ্রাংস্ত সম অতিকার ।

শিখণ্ডী । কি হেতু নীরব দেব ?

কৃষ্ণ । যাও তুমি চলেছ যেথায়
দ্বিবে স্বপ্ন দেহ বিনিময়, পাবে পুংস্তু,
আশা যাহা অন্তর নিহিত ।

শিখণ্ডী । কে আপনি—আপনা দেখিবামাত্র
পূর্ব্বস্মৃতি—আত্মবোধ হতেছে আমার,
আমার কি জন্ম তবে প্রতিনিহিতা নিতে ?

কৃষ্ণ । পাবে পরিচয়, বধন সময় হবে ;
এই মাত্র জেনে রাখ—তুমি আদরের,
বড় আকাজক্ষার ঈপ্সিত অভীষ্ট সম । (শিখণ্ডীর প্রস্থান
এ বালক ছিল পূর্বে
অখা নামে কাশীরাজ গৃহে,
গভেষ্টে ঋগদ গৃহে জন্ম পুনরাগত ।
জানে সে ঋগদ নপুংসক ব'লে,
জন্মাবধি রাখিয়াছে পুরুষের বেশে ।

হরেছে সে শুণ্ড রহস্য প্রকাশ,
তাই এ বালক—চলেছে একাগ্র মনে ;
এখনো রয়েছে সেই পূর্ণ একাগ্রতা ।
সেই দীপ্তি, প্রচ্ছন্ন অনল—প্রত্যাগতে
দ্রোণাচার্য্য পাশে—শিথিবে শত্ৰুদ্রাবিভা,
কালে বধো নাম করিবে অর্জুন,
করিবে নিপাত ভীষ্মে,—বিস্মিত পুথিবী ;
এরি জ্যেষ্ঠ দৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের সংহারী ।
এই দুই পুত্র, আর দ্রোণদৌ কৃষ্ণারে
লভেছে দ্রুপদরাজ বজ্রারক করি;
এই তিনই পাণ্ডবের প্রধান সহায় ।

(যক্ষানুচরের প্রবেশ)

(ଗୀତ)

বন্ধাছুচর । আরনা দেখি কেমন জোর !
 কেমন জেদ ও সাহস তোর !!
 ধরবো যখন কোমর বেড়ে থাকুতে হবে গলা ধ'রে
 অঙ্গে অঙ্গ মিলিয়ে বাবে
 আমার আধা—আধা তোর !!
 এই যে বসন উত্তরোয়ে গের্ট বেঁধে দেয় মস্ত দিবে
 সাক্ষী রেখে আগুন জলে
 তোমার নোচেয়—আমার ওপর !!
 গলে গলে অভিমান কারণ বিনা অভিমান
 হচ্ছে কলে দুটা প্রাণে
 হী পান্সে ঝ'রে একেই তোর !!
 হ'ল ভাল, একজনে উপকার ক'রে ;
 কলে, অভিশপ্ত হলাম প্রভুর পাশে—
 জীর্ণপে বিহর তুমি যাবৎ শিখণ্ডী ।
 সত্য আমি যারাপক্তি দিয়েছি তাহারে,

পুরুষত্ব করেছি অর্পণ, তা'তো হ'ল.
 কিন্তু অর্দ্ধাঙ্গিনী—বিরহিনী হ'য়ে
 কেমনে যে এই দীর্ঘকাল—র'বে একা,
 না যদি থাকিত এই দাম্পত্য বন্ধন।
 একে তো প্রথম হ'তেই অভিমান নিয়ে
 কেটে গেল যৌবনের উদ্দাম প্রবৃত্তি.
 এবে পরিণতি কালে এই অভিশাপ,
 প্রেমসীর উপহাস, আমার দুর্বুদ্ধি;
 কিই বা করি, অপেক্ষায়ই থাকা যাক্।
 আঁহা, বালকের সেহ স্নানর বান,
 সেই একাগ্রতা আরাধন, মনে হ'লে—
 থাক, স্থখা হোক।

[গ্রহান]

পঞ্চম দৃশ্য।

মথুরা।

রাধা ও তৎসখীগণ।

সখীগণ।

(নৃত্য ও গীত)

মোরা কি অমৃত অধিকারী!

যাহা চাহে মন করি তা' অবাধে

নয়নে শয়ন স্মরি!!

চোখ চেয়ে দেখা বুঝি বা অপেক্ষা

চোখ বুজে দেখা পরম স্নকৃতি

চোখে দেখা ধন ক্ষয়েরই কারণ

বেদনা—বক্ষ বিদারি!

চোখের অতীত সে ধন শাস্ত

অবিকৃত—ব্যথাহারী!!

চরণেতে আর দিব না অঞ্জলি

পূজা ব'লে হ'রি কুসুম স-কলি

ব্যথা দিয়ে একে ব্যথা দূর আশে
 বঞ্চনা সার করি!
 দেখে শুনে তাই ব্রজের গোপাল
 ডরারে ডরারে ভিখারী!!

রাধা । তোরা তো আছিস বেশ,
 কিন্তু আমার যে কি জালা,
 মনে পড়ে সেই শ্রীদামের অভিশাপ,
 শতবর্ষ বিরহিনী হ'য়ে
 ঘুরিতে ফিরিতে হবে দীপ শিখা ধ'রে ।
 বিরজা ! বিরজা ! তোর মনে ব্যথা দিয়ে,
 তোরে করি—প্রণয়ে বিচ্ছেদ, শ্রোতঃরূপে
 বহাঠিয়ে, আমার এ দীন দশা আজ ।

সখী । তা সত্যি, আমোদে ডুবিয়ে রাখতে আমরা যে এত
 প্রয়াস পাই, তবুও এত তুচ্ছ ভাচ্ছিল্য, হেনস্তা ? আমরা
 যে দাসী ।

রাধা । তোরা দাসী, তোরাই যে ঐশ্বর্যাধিকারী ;
 প্রকৃত প্রেমের যদি ষষ্ঠার্থ আশ্বাদ
 পেয়ে থাকে কেউ ত' তোদের ব্যক্ত এই—
 ভাব ও ভাষার ছন্দে অব্যক্ত লহরী ;
 সত্য সখী ! জীবন ইচ্ছাট ।

সখী । তবে আমরা এলে আগাদের তাড়িয়ে দাও কেন ?

রাধা । কেন দিষ্ট, কি বলবো ? এক কথায় বলতে গেলে তোদের
 আশা অল্প, আমার আশা অনন্ত, তোরা অল্পে সন্তুষ্ট হোস্,
 আমার সম্মুখে ব্রহ্মাণ্ডটা ধ্বলেও আমি যে ভূষিত, সেই
 ভূষিতই । তোরা ফিরে যা, তোরা মনে করিস্—টাদের
 কিরণ আর কথার অমৃত ঢাললেই চিত্তের সান্নিধ্য উচ্ছলিত
 সমুদ্রবক্ষের মত, অনল স্পর্শে দুষ্করাশিরই মত সমাধিক
 কীত হ'য়েই উঠবে ।

সখী । তবে আমরা ফিরে যাই ?

রাধা । যা, যা, কতবার বল্‌বো, যা ।

সখী । আস্‌বার সময় হয়েছে কি না !

[পশ্চাৎ কটাক্ষে সকলের প্রস্থান]

(গীত)

রাধা । অমৃত অমৃত ব'লে পাগল সকলে শুনি

কোথা এ অমৃত আছে

জেনেও তবু না জানি

খুঁজি খুঁজি করি জীবন পাসরি

জীবন অন্ধে পুনঃ !

নূতন ধরিয়া আসিব জগতে

আমি যে কে সেই পুরাতন !!

কেহ মনে করে দেহ ব্যাধির আধার

কেহ মনে করে চির স্নেহ পারাণার

কেহ দিতে চায় অকালে বিদায়

কেহ রাখে কালে ধ'রে !

কেহ যায় দীপ নির্বাণ ক'রে

কেহ পথে আলো ধ'রে !!

(ক্লেশের প্রবেশ)

ক্লেশ । প্রিয়ে ! এ কি গীত, এ নির্বাণ উচ্ছ্বাস কেন ?

রাধা । না, এইবার বাঁধ্‌বো, পেয়ে পেয়েও বঁধন স্থির থাকি
পারিনে, স্থির রাখতে পারিনে, তখন না পে-
ষাতে স্থির থাকি—জগতের এমন কঠোরতা সব কে
বেছে অঙ্গ আভরণ কর্‌বো, ষাতে কলঙ্কিনী অপবা-
প্রতিহত হ'য়ে তরল প্রবাহে ব'য়ে যাবে।

ক্লেশ । রাধা । রাধা ! কলঙ্কিনীই যদি হবে, তবে অপবাদ
তার সঙ্গে থাকবে কেন ? এ কলঙ্ক আদর্শের ।

- রাধা । কলঙ্ক আদর্শের—শুনলে লোক হাসবে না ?
- কৃষ্ণ । অপবাদ শব্দেও কি বুঝবে না ?
- রাধা । তাই, তাইতো চলেছি, অবাধ প্রবাহে চলেছি, চরণে কঠোর নিগড় দিয়ে বাঁধতে চেষ্টা করলেও চলেছি ।
- কৃষ্ণ । তাইতো এত অগ্রসর হ'য়েছ, পশ্চাতের দিকে ফিরে চাইলে কি গন্তব্যে পৌছাতে এত শীঘ্র পারতে ?
- রাধা । অগ্রসর হয়েছি, না পেছিয়ে পড়েছি ? জঞ্জাল পরিকার করেছি, না বাড়িয়েছি ? তোমাকে যে কেন লোক বিশ্বাস করে ?
- কৃষ্ণ । তুমি কর না ?
- রাধা । আমি করি, করি ব'লেই তো বলছি—পাব পাব ক'রে ছুটে না গিয়ে পেয়েছি পেয়েছি ব'লে ছুটলে ধরা দিতেই ব ; চোর !
- কৃষ্ণ । ধরা দিতে কি কেউ চায় ?
- রাধা । না, চায়—মজিয়ে মজা দেখতে ।
- কৃষ্ণ । কলহাস্তুরিতা, ক্রুদ্ধা । গোলোকের বিরজা থেকে আরম্ভ ক'রে রুহিনী, সত্যভামা প্রভৃতি সকলেরই উপর যে একটা বিদেয পোষণ ক'রে আসছে—
- রাধা । আমি তাদের প্রতি বিদেয পোষণ করি নি ।
- কৃষ্ণ । না, আমি ভুল করেছি, আমারই উপর করেছ ।
- রাধা । তুমি শঠ, প্রবঞ্চক ; তোমার উপর করুতে গিয়ে আমি আমার নিজেরই উপর করেছি ।
- কৃষ্ণ । অভিমানিনী !
- রাধা । ভুল ভেঙ্গেছে, চোখ ফুটেছে, আর আমি মুখের আদরে—
- কৃষ্ণ । আমি কোথায় বাব ? আর তো সে বয়স নেই—“দেহি পদপল্লবমুদারং” ব'লে জগৎ হাসাব ?

রাধা। না, কুরুক্ষেত্রে শত শত নরশোণিতে ধরণীবক্ষঃ রঞ্জিত
ক'রে—প্রাবিত ক'রে পাষণ হ'তেও পাষণত্ব অর্জন
করবে।

কৃষ্ণ। সবই কি আমি করি ?

রাধা। দুর্ধ্যোধন এসেছিল, তাকে নারায়ন সেনা দিয়ে পাণ্ডবের
পক্ষ নেবার জন্তই পক্ষপাতিত্ব ক'রে—

কৃষ্ণ। আমি যে আগেই অর্জুনকে দেখেছি।

রাধা। দুর্ধ্যোধন আগে আসে নি ?

কৃষ্ণ। সে আমাকে চায় না, আমার সমঝোতা অবুত সংখ্যক
নারায়ন সেনাকেই স্বেচ্ছায় বরণ ক'রে নিয়েছে।

রাধা। তাদের পরস্পর মৃত্যুর উপায়ও তো বিহিত ক'রে
রেখেছ।

কৃষ্ণ। তা' রাখতে হ'য়েছে 'বাকি।

রাধা। সাথে কি আর শঠ বলে।

কৃষ্ণ। এট মাত্র তো বললুম—পিছনের দিকে না তাকিয়েই ছুটেছ,
আমিও তো তোমাকে ছেড়ে নয়।

রাধা। মুখে আকাশের চাঁদ হাতে দিতে এমন ঝোড়া যদি দ্বিতীয়
থাকতো।

কৃষ্ণ। দুর্ধ্যোধন কলির অংশ, এট কলির প্রভাব রোধ করার
জন্তই কুরুক্ষেত্র। কিন্তু ভাবনা, সমগ্র পার্থিব শক্তি একত্র
হ'রে অষ্টাদশ দিন ব্যাপি যে লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত
হবে, ভীষ্ম ও পরশুরামের ত্রয়োদশদিনের দুটি শক্তিরই মাত্র
প্রবল সংঘর্ষে দেবগণ সন্ত্রস্ত, চঞ্চল হয়েছিল, পৃথিবী টলায়-
মান—বাসুকী অবনত হয়েছিল। বাসুকীর আধার কচ্ছপ,
কচ্ছপের আধার বায়ু, বায়ুর আধার আমি,—আমি
পর্যন্ত এতে এমন উদ্বিগ্ন হব,—

- রাধা । যে ভীষণ সমরে সব বাৰে, মরুতুমি হবে ।
 কৃষ্ণ । সে দিকেও পাষণের খ্যাতি অর্জনে কেন আর থাকি
 থাকি ?
 রাধা । না, তাও কি হয় ; অষ্টাদশ দিনেই তাকে নিশেষ কর্তে
 হবে ।
 কৃষ্ণ । পৃথিবী সমুদ্র, অমৃত জন-মন, মহনবও রিপুসমুদয়,
 রজু বিবেকাদি ।
 রাধা । আর প্রয়োজক তুমি ।
 কৃষ্ণ । যুরিয়ে ফিরিয়ে সেই একই কথাই, এস ।
 রাধা । এ যে কি ! (বাহবেষ্টনে প্রস্থানোত্তম)

ষষ্ঠ দৃশ্য ।

শিবির ।

অস্ত্রসজ্জায় রত ভীষ্ম ও বিহুর ।

- ভীষ্ম । বিহুর ! বিহুর !
 না এসেও পারিলে না তুমি, আর আমিও—
 রহিলাম পাশে বদ্ধ আমরণ দেখি ।
 বিহুর । তথাপি যে কাল রণ—
 ভীষ্ম । করিতেছি তথাপি প্রতিজ্ঞা,
 প্রতিদিন দশ সহস্র অধিক
 করিব বিপক্ষ সৈন্য বিনাশ নিশ্চিত ।
 বিহুর । ওই কৃষ্ণ পাঞ্চজন্ত বাজায় ফুৎকারি,
 ওই ধনঞ্জয় দেবদত্ত করে
 মুহুর্শু হ উচ্চ নিনাদ ঘোষিছে,—
 করিছে আহ্বান রণে কোরবে বিদারি ।
 ভীষ্ম । সত্য ইহা, ধনঞ্জয়-বিপক্ষে দাঁড়ানো
 কোরবের সাধের অতীত ; কিন্তু আমি

প্রত্যাবৃত্ত নাহি হব রণে, শিখণ্ডীরে
 বান্ধি নাহি তেরি—চলিবে নৃশংসকার্য
 ঠিকই সমভাবে ; হউক পাণ্ডব,
 তথাপি কাৰ্ণা নাহি, নাহি কাতরতা ।

বিদুর । দেখে ইহা বুঝিতেছি বেশ ;

ভীষ্ম । কি দেখিছ এমন এখন ?

দেখিবে তখন—বখন বিপক্ষ মাঝে
 উন্মুক্ত কৃপাণ করে মত্ত করি সম
 করিব কদলীবৎ ছিন্ন ভিন্ন সব ;
 একা বৃদ্ধ শত হ'য়ে দাঁড়াবে সন্মুখে ।
 তুমি ষাণ্ড, দুর্যোধনে করছ নিষেধ,
 সে যেন আসিয়া আর বারে বারে মোরে
 নাহি করে বিরক্তির প্রদাহ জালায়ে
 আরও ক্ষুব্ধ, উত্তেজিত—শত্রু বধ শীঘ্র
 হবে ব'লে, আমি জানি অস্ত্রের সময়ে
 শাতকুনন্দন ভীষ্ম দৈব-অনুগ্রহী ।

(দুর্যোধনের প্রবেশ)

দুর্যোধন । পিতামহ ! পিতামহ !

ভীষ্ম । আবার ! আবার !

দুর্যোধন । শুনিতেছি, পাণ্ডবেরা নাকি—
 আসিতেছে বৃদ্ধের প্রারম্ভে
 পিতামহ পরধূলি নিতে ?

ভীষ্ম । তারা সৎ, সততার তাই অমরাগাঁ ।

দুর্যোধন । (স্বগতঃ) এই বৃদ্ধ সেনাপতি মোর !

ভীষ্ম । দুর্যোধন ! সন্দেহ ক'রো না মোরে ;
 ভীষ্মের শপথ বিশ্ব কত শক্তি ধরে,
 আজি কি নূতন ক'রে পরিচয় তার

দিতে হবে পরীক্ষার নিকষ পাথরে ?
তুমি ষাও, জেনো—নির্ম্মম যুদ্ধার্থী ভীষ্ম ।
(ভীষ্মের প্রস্থান, বিহ্বলের অহুগমন, নেপথ্যে
হৃন্দুতিধ্বনিও বেগে জয়দ্রথের প্রবেশ)

জয়দ্রথ । কোন চিন্তা নাই দুর্যোধন,
নিমেষে পশিবা মাত্র পিতামহ তব
অমৃত শত্রুরে করি বিধবস্ত ভূতলে
আচ্ছন্ন করেছে দিক্ শরজালে ভরি

দুর্যোধন । জয়দ্রথ ! জয়দ্রথ !
আত্মীয়স্বজনে সবে—
দেখা হ'লে বিপদের কালে
কি আনন্দ হয় ভাষা কি জানাবে ?

জয়দ্রথ । একাদশ অক্ষৌহিনী করেছ সংগ্রহ,
পৃথিবীর খ্যাত বীর সমাগত সবে,
কর্ণ, শল্য, সোমদত্ত তনয়, অন্তান্ত
প্রাণ তুচ্ছ ক'রে অবতীর্ণ রণে,—
র'বে জয় কতক্ষণ ত্যজি দুর্যোধনে ?
ওই গুন ভীষ্মদেব সিংহনাদ স্বনে
সৈন্তগণে উদ্ভেজিত, উৎসাহিত করি
চির শুভ্র কৌর্তিধ্বজা শুভ্র শীর্ষে ধরি,
বার্দ্ধক্য ও অবসাদ আধার না মানি
পুনঃ পুনঃ হানিছেন কোদণ্ড শাস্তক,
বক্ষোভেদে অরাতির নিরন্তর হতেছে ।
এইভাবে যুদ্ধ হ'লে—
পাঁচ দিনও লাগিবে না,
কর্ণ বাহা বলেছিল দম্ব পুরঃসরে ।

দুর্যোধন । ওকি, ওকি ওই,
সহসা কেন বা হেন সময় নিবৃত্তি !

পাণ্ডবো গাণ্ডীব ত্যজি বিবল কেন বা!
কি বেন বলিছে কৃষ্ণে কাতর বচনে—

অরুণ । বুঝি বা হয়েছে ভীত ।

দুর্যোধন । তাও কি সম্ভব, তাও কি সম্ভব ?
সত্যাইতো, রথ হ'তে খবতীর্ণ হ'য়ে
শোকাক্ত ভাবে করে
পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণেরে মিনতি । অরুণ ! অরুণ !
সন্ধির প্রস্তাবে—কিছুতেই সন্মত হব না ।

অরুণ । হেরি সৈন্ত সমাবেশ, বিরাটবাহিনী,
বিচিত্র কি—শোকাকুল হইয়া পাণ্ডব
আত্ম সমর্পণে হবে উদ্যাস্ত এখনি ।

দুর্যোধন । প্রতিশোধ, প্রতিশোধ ।

অরুণ । আমিও সঙ্কল্প স্থির ।

দুর্যোধন । ওহ শুন বলিছে অর্জুন—
চাহিনা সমৃদ্ধ রাজ্য,
চাহিনা উচ্চ পদ, স্বর্ণ সিংহাসন,
চাহিনা বিজয়ী নাম, স্বধর্ম অক্ষত ।
একা কৃষ্ণ কতক্ষণ র'বে ? কতক্ষণ
বুঝিবে সমরে ? আছে তার প্রতিদ্বন্দ্বী
নারায়ণী সেনা, এই নারায়ণী সেনা—
অমৃত, অসংখ্য, তারই দত্ত ধন ।

অরুণ । দুর্যোধন ! দুর্যোধন ! শত্রু দিবে
শত্রু উৎপাটন, চমৎকার—চমৎকার ;
ভেদনীতি সত্যই স্মার ।

দুর্যোধন । আর কে করিবে রণ, ওই দেখ—
সমর নিরুত্তি তরে উচ্ছিত পতাকা ।

অরুণ । রণজয়, রণজয় ।

হর্ষোদন । উল্লাস, উল্লাস, আনন্দ সে শূন্যলিত ;
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

হস্তিনা ।

ধৃতরাষ্ট্র । সব গেল, সব গেল ; ধৃতরাষ্ট্র শত
পুত্রের জনক—নাম মাত্র অবশিষ্ট,
চিহ্ন না রহিল ; সব গেল, সব গেল ।
পাণ্ডবও প্রিয়পাত্র—বড় প্রিয়পাত্র,
কোথা ভীম—কোথা মোর আদরের ধন,
পুত্রহীনে ভ্রাতৃপুত্রই শেষের সম্বল ।
আয়, আয়, বক্ষঃভ'রে করি আলিঙ্গন,
স্নেহপাশে রাখি তোরে আবৃত করিয়া ।

(ভীমের প্রবেশ)

ভীম । এই যে এসেছি আমি পিতৃব্য ! সকাশে ।

(দ্রুত কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ । (জনাস্থিকে) থাম, থাম,—বেওনা, বেওনা ।

ভীম । কেন কৃষ্ণ ?

(কৃষ্ণ কোন উত্তর না দিয়া লৌহময় ভীম

ধৃতরাষ্ট্রের সম্মুখে ঝরিলেন)

ধৃতরাষ্ট্র । এসেছিস্ ?—আয়,—আয় ।

(বাহুপাশে বেঁধেন করিয়া মড় মড় করিয়া তাহা তাকিয়া
কেলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে নিজেও মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন)

কৃষ্ণ । দেখিলে কি, কি ব্যাপার ?

ভীম । তবে কি কৃত্রিম উহা !

মেহের ভিতরও হেন সন্মেহের বোজ ?

কৃষ্ণ । চূপ্ ।

ধৃতরাষ্ট্র । (একবার্ষণে) আহা, হ'য়েছি স্ নিঃশেষে নিহত

ভীম ! ভীম !

কৃষ্ণ । না পিতৃব্য ! নিহত সে হয় নাই,

সন্মুখে দাঁড়ারে ।

ধৃতরাষ্ট্র । কে, কে, কৃষ্ণ ! লীলাখেলা হয় নাই শেষ ?

কৃষ্ণ । সত্যই পিতৃব্য ! জীবিত সে, ভীম ব'লে

আলিঙ্গিয়া—করিলেন নিহত যাহারে,

লৌহময় ভীম তাহা ; দ্বারিঙ্গপে

হুৰ্য্যোধন—রেখেছিল যারে, প্রকৃতির

বিনিময়ে—প্রতিমূর্তি নির্মিত করিয়া ।

ধৃতরাষ্ট্র । লৌহ ভীম ! লৌহ ভীম !

কৃষ্ণ । ইয়া পিতৃব্য, কৃতকর্মফল, কৃষ্ণ নহে

দোষী সেবা ; কৃষ্ণ এসে বেচেছিল

পঞ্চগ্রাম মাত্র ভিক্ষা পাণ্ডবের তরে,

কৃষ্ণ চেয়েছিল সাক্ষি কৌরব-পাণ্ডবে,

স্বাস্ত জীব—তবুও বোঝে না, দোষী আমি

তাদের বিধানে ।

ধৃতরাষ্ট্র । শতগুণ করেছি নিহত, স্বীয় ভুলে

শতগুণ করেছি নিহত ।

কৃষ্ণ । এখনও শান্তি যদি করেন প্রত্যাশা,

মেহজোড়ে স্থান দিন মেহারী পাণ্ডবে ।

ধৃতরাষ্ট্র । এখন কি আদেশের করিবে অপেক্ষা ।

যোগ্য কালে পরিহাস শোভনীয় বটে ।

কৃষ্ণ । না পিতৃব্য ! এখনও সেই সে পাণ্ডব,
 বাল্যোচিত চিরাত্যস্ত সরলতা সার,
 এখনও পূজ্য জনে
 অবিশ্বাস করিতে শেখেনি, এখনও
 কৃতব্রতা—নাহি জানে কারে বলে তারা ।

ধৃতরাষ্ট্র । কৃষ্ণ ! পেরেছ সময়, শুনাও—শুনাও,
 বত পার শুনাও এখন, ধৃতরাষ্ট্র
 প্রস্তর সদৃশ, প্রস্তরেও বহে
 গৈরিক নিঃশ্রাব, তার চেয়ে
 আরও কাঠিন, স্বাবর,—নিশ্চয়ম ।

কৃষ্ণ । তথাপি পাণ্ডব চাহে অমুগত্য চির,
 দাসত্ব করিতে তব—খাজাবাহী সম ।

ধৃতরাষ্ট্র । ভীম ! ভীম ! আছিস্ জীবিত ?
 আছিস্ জীবিত ? পিতৃব্য করেনি তবে
 বধ ? রাখে নাই নিদর্শন অমরুপী ?

কৃষ্ণ । উত্তেজিত সব পারে, এই দ্রষ্ট
 উত্তেজনা হ'তে—থাকে দূরে সত্য বিবেকী ।

ধৃতরাষ্ট্র । সত্য কৃষ্ণ ! সত্য আমি হারায়ে বিবেক,
 হ'য়েছি উন্মাদ তখন, এতই উন্মাদ—
 পুত্রসম ভ্রাতৃপুত্রেও বধিতে উত্তত ।

(দ্রৌপদীর প্রবেশ)

দ্রৌপদী । আর্ঘ্য ! প্রণাম চরণে ;
 দুঃখভোগ একাকী কি আপনার ভাগে,
 পাণ্ডবেরও আপনার বলিতে কি আছে ?—
 তন্মীকৃত হ'য়েছে যে সবই ক্ষোভানলে ।
 পূজ্য মনে ব্যথা দিবে—এই কল ল'রে
 আসিতে দ্রৌপদী চিত্ত—

ধৃতরাষ্ট্র । এস মা কল্যাণী ! কুরুলক্ষ্মী বিসর্জন
 দিয়ে, আমিই করেছি কুল অন্ধকার ;
 এখনো যা' আমার বলিতে—অন্ধ হ'য়েও
 দেখিতেছি চক্ষের সম্মুখে,
 তোমারই সত্য দীপ্ত কারণ সেখানে ।
 আর আমি ছাড়িব না, পেয়েছি ষথন—
 আর আমি ছাড়িব না হারানো এ ধন ।

ক্রোধদী । (স্বগত :) কার কাছে আসিতে সঙ্কোচ
 করিলেন অর্থাপূত্র ? এ কি সেই ধৃতরাষ্ট্র,
 যার কুটিলতা—হোমকুণ্ড করিয়া নিশ্চয়,
 করিল আহ্বতি দান সমগ্র পাণ্ডব,
 পৃথিবী ভূষণ—অষ্টাদশ অঞ্জেহিণী সেনা,
 বিনা মাত্র এ পঞ্চ পাণ্ডব, আর কৃষ্ণ,
 সাত্যকি—এ সপ্ত মহারথী, শুনিলেও
 রোমাঞ্চিত হয় যাহে তমু, সেই কুট—

ধৃতরাষ্ট্র । যুধিষ্ঠির আসে নাই বুঝি, দেখিবে না
 ব'লে আর—অধার্মিক ধৃতরাষ্ট্র মুখ ?
 পাণ স্পর্শে পাছে হয় ধর্ম কলুষিত ?
 ধার্মিকের চূড়ামণি—অশনি সমান
 জালা বক্ষে ল'য়ে, স'য়ে, এখনও
 বিষেষের লেশ মাত্র করেনি পোষণ,
 ধন্য সে জীবন, ধন্য সে দুর্লভ তপঃ ।

(যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির । পিতৃব্য ! স্বার্থ অভিযান যাহা,
 তপঃ নামে কর অভিহিত ?

ধৃতরাষ্ট্র । যুধিষ্ঠির ! যুধিষ্ঠির ! ভয় নাহি হ'ল,
 জহ্লাদ পিতৃব্যপাশে আসিতে তোমের
 ভয় নাহি হ'ল ?

কৃষ্ণ । সত্য কথা বলেছে দ্রৌপদী ;
কে বলিবে সেই ধৃতরাষ্ট্র,
স্নেহের সম্পর্কে পুনঃ স্নেহেরই সমুদ্র ।

ভীম । পিতৃব্য ! পিতৃব্য ! বাহুপাশে বেঁধেই করিয়া
চেয়েছিলেন নিধন আমার, হঠাৎ
ইচ্ছা যে এখন—থাকি অশ্রুক্ষণ
স্নেহক্রোড়ে ধরা দিয়ে স্নেহচার আবার ।

ধৃতরাষ্ট্র । আয়, আয়, বক্ষে আয় সব, পঞ্চ প্রাণী
পঞ্চ বায়ু হ'য়ে, মৃত প্রাণে ফিরে আয়
সব ; জ্যেষ্ঠ পাণ্ডু—তোরা যে সজ্ঞান তার,
রাজ্য অধিকার—তোদেরই ত্রায়তঃ প্রাপ্য.
আমি শুধু বলাৎকারে ধরিয়া রেখেছি ।

কৃষ্ণ । না পিতৃব্য ! এখনও ইচ্ছা যদি হয়—

ধৃতরাষ্ট্র । না—না ; সজ্ঞয় ! সজ্ঞয় !
নিয়ে আয় সত্রাট মুকুট,
স্বহস্তে পরায়ে দিই রাজা যুধিষ্ঠিরে ।
(নিজেই মুকুট আনয়নার্থ গমন ও যুধিষ্ঠিরে পরিধাপন)
লহ বৎস ! লহ শিরে,
ভীষ্মের সাধনা পুতঃ দুর্লভ মুকুট,
এতদিন ছিল স্নান ধার্তরাষ্ট্র-করে ।

যুধিষ্ঠির । এ রাজ মুকুট এতই সম্মান প্রদ !—
যার তরে ঘটোৎকচ, অভিমুখ্য ধন,
পাঞ্চালীর পঞ্চ পুত্র দ্বিতীয় জীবন,
পৃথিবীর সার রত্ন বীরেন্দ্র মণ্ডলী
দিছি ডালি—

কৃষ্ণ । যুধিষ্ঠির ! যুধিষ্ঠির ! কান্দ হও,
মূর্ছা এসে আক্রমিবে এখনি তোমায়ে ।

বন্ধিও নিশ্চিত জানি,—স্থখে দুঃখে তুমি
সমভাবে—বিপদেও বল্ল সম স্থির,
সম্পদেও হও না চঞ্চল. তথাপি এ—

বুধিষ্টির। কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! ভাবিতেছি এ রাজমুকুট,
কিঞ্চিৎ এই রাজ্য চরণ কমল তব,
কে বিজয়ী পরম্পর স্পর্ধা জিগীষায় ?
কার স্থান সর্বাপেক্ষা উচ্চে সমধিক,
কিবা কাম্য মানবের নশ্বর জীবনে ।

কৃষ্ণ । বুধিষ্টির !
কুরুক্ষেত্র রণে করি নৃশংসতা এত,
এখনও পুজ্যের আসনে—স্থান দিতে,
করিতে আদর, কুষ্ঠাবোধ নাহি হয় ?—
সংশয় জাগে না মনে ? নেহাৎ নিম্নজ্ঞ,
তাই এখনও আছি দাঁড়ায়ে এখানে,
এখনও থাকি যেখানে সেখানে,
এই রোগ, জান কি এ—কি চিকিৎসা তার ?

বুধিষ্টির। যোগী, ঋষি বার তব নিরূপণে
অক্রম, অসিদ্ধ,—আমি কি উত্তর দিব তার ?

কৃষ্ণ । (হাত হইতে মুকুট কাড়িয়া পরাইয়া দিয়া)
এই তার উত্তর ধীমান !
পার যদি রাখিবারে মান ; বুধিষ্টির ! বুধিষ্টির !

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

নদীতীর ।

অর্জুন । মৃত্যুকালে দুর্বোধ্যন—সহ অহুযোগ
ব'লে গেল সত্য এই কথা,—
অস্তায় সমরে মোরা লভেছি বিজয় ।
যথা ধর্ম—তথা জয়,

সত্য যদি হয় অভয় এ বাণী,
তবে কেন আমার জীবনী—দৈনন্দিন
ঘাত-প্রতিঘাতে, কুরুক্ষেত্র রণে হত
আত্মীয়-স্বজন, উঠিছে ভাসিছে চক্রে ?
পুত্র হ'তে রাজ্য বড়,
আত্মা হ'তে সম্ভোগ প্রধান ; কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ !

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ । কেন ধনঞ্জয় ! জীবদেহে করি ভোগ ব'লে
জীব কি না ল'য় তার আশ্বাদও অন্তরে ?
হয় কি এতই আত্ম-বিশ্বতও তারা ?

অর্জুন । আত্মার বিশ্বতি বুঝি কখনো না হয়,
তা যদি হইত—জয়দ্রথ বধ সনে
মুছে যেত' নিবিড় কালিমা । শত্রুবধ,
রাজ্যপ্রাপ্তি—এ সকল কিছু নয়, কৃষ্ণ !
শক্তি দাও—যাহা শাস্তি, প্রীতির আধার ।

কৃষ্ণ । শক্তিমান্ ! কর্ম্মী ও কর্ম্মার্থী হ'য়ে
শক্তি চাও—বাঁধা যেন নিয়ত সকাশে ?

অর্জুন । কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! ক্ষমা কর, সখা ব'লে
করিয়াছি পাপ, তদুপরি দাস ব'লে— (চরণাবনত)

কৃষ্ণ । ধনঞ্জয় ! প্রভুত্বই দাসত্ব জগতে । (আলিঙ্গনে : উত্থাপন)

অর্জুন । বুঝিছি কি অপূর্ব মহিমা ! কি সম্পদ
মহৎসাম্রিধ্য ! দেবস্থান কেন করে
আকাঙ্ক্ষা সমাজ, সমাজ কেন বা চায়
গড়িতে সমষ্টি ।

কৃষ্ণ । কি বলিলে, নারিলাম বুঝিতে বার্থ ;
সমাজ সমষ্টি গড়ে, কিছা গড়ে
সমষ্টি সমাজ ?

অৰ্জুন । মীমাংসার তুমিহিতো আশ্রয়,
আমাকে জিজ্ঞাসা কেন ?

কৃষ্ণ । আমারে বিদায় দাও ?

অৰ্জুন । এর চেয়ে বল না আমারে—
ভুলে যেতে আপনি আপন ?

কৃষ্ণ । সখা !

অৰ্জুন । কৃষ্ণ !

কৃষ্ণ । প্রতিদান হয় না ইহার ।

অৰ্জুন । নিজেরই সে গুণ ।

কৃষ্ণ । আমাকেও যেতে হয় লোকানুবর্তনে,
কিন্তু এই স্বাধীন, সংযত—

অৰ্জুন । তোমারই চরণ স্পর্শ ।

কৃষ্ণ । কেবা বড় প্রমাণ এতেই,
ভয়ী করে করিয়া অর্পণ
কে করেছে সম্বন্ধ স্থাপন ?
কাজ্ঞণীয় কেবা এ জগতে,
কেবা করে কার আকিঞ্চন ?

অৰ্জুন । মণি সূত্রে সখা ।

কৃষ্ণ । তাই যদি হয়,
গুণের সমষ্টি গত কারণ তুমিই ।

অৰ্জুন । কি উত্তর দিব ? চতুর কি একদিকে ?

কৃষ্ণ । সত্য যাহা, চতুরতা কোথা !

অৰ্জুন । পেতে গেলে এ অমৃত আশ্বাদ জীবনে
বিনা অমুগ্রহ তব—হয় কি তা' লাভ ?

কৃষ্ণ । আমাকেই খুঁজে নিতে হয় ;
পাতাধার গুণই বিকশ ।

অৰ্জুন । সৌজন্ম—বিনয়ই শোভা, পরমার্থ, সার ।

কৃষ্ণ । হাসালে অৰ্জুন, হাসালে জগৎ ;
এইমাত্র বুদ্ধিটিরও ঠিক এই কথাই
উচ্চারিল—সত্যকণ্ঠে স্পষ্টগর্বে বাহা ।
(স্বগতঃ) অশেষব্য কেন যে পাণ্ডব !
দুর্যোধনও এই সমবায়,
সমুৎপন্ন এ আকর হ’তে ।

অৰ্জুন । কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! জ্যেষ্ঠে নাহি ধ’রে রাখা যায়,
বনবাসে সত্য উত্তম ।

কৃষ্ণ । রজঃ তম অভিজ্ঞত হ’য়ে,
হ’য়ে থাকে সত্ত্বই উৎপন্ন ;
সত্যই সংশয় ছিল,
না থাকিত যদি ভ্রাতৃপ্রীতি ।

অৰ্জুন । সত্য কৃষ্ণ !
গান্ধীর্থ্যের মহোদধি স্নেহৈকসৰ্ব্বস্ব
এমন জ্যেষ্ঠেও আমি ব’লেছিহু কটু
সেইদিন, যেইদিন কুরুক্ষেত্র রণে
উভেজনা সহিতে না পেরে, অস্ত্রে অস্ত্রে
পরিচয়েও হইনি কুণ্ঠিত ; মনে হ’লে
সে এখন, লজ্জানত বদন আমার—
স্বপ্নায়, দিক্কারে, অপবশে হয় স্নান ।

কৃষ্ণ । সাময়িকী—স্বরণেরও বাহিরে, ধীমান্ !

অৰ্জুন । কয়জন পারে ?

কৃষ্ণ । আদর্শ—কি হেতু তবে অৰ্জুন জগতে ।

অৰ্জুন । শিষ্য ব’লে সদা পক্ষপাতী ।

কৃষ্ণ । পক্ষপাত মনে করে সেইজন,
যেইজন অজ্ঞেয়ে সর্বথা অক্ষম ।

অৰ্জুন । কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ !

কৃষ্ণ । হেঁহাই বৈশিষ্ট্যযুগ, প্রভাত লক্ষণ ।
আত্মা হ'তে আত্ম ক্ষয় অতি নিম্ননীয় ।

অৰ্জুন । কুরুক্ষেত্র রণ তবে নিজেদেরই জুট ?

কৃষ্ণ । এখনো কি বাঁকি বুঝিতে সে কথা !

অৰ্জুন । কি বলিছ ?

কৃষ্ণ । সত্য বাহা বলিহু গোচরে ; হ'তে পারি
উপলক্ষ্য তুমি আমি বটে, কিন্তু—

অৰ্জুন । অবসাদে তবে যদি না করিয়ে রণ,

কৃষ্ণ । সত্য হ'ত পৌরুষেয়ে বিচ্যুতি—গাণ্ডীবী !

অৰ্জুন । হে কৃষ্ণ ! হে কৰ্ম্ম সারথি !

রণ তবে উপলক্ষ্য, প্রেরণা অন্তর ?

কৃষ্ণ । (অগতঃ) শঙ্কর ! শঙ্কর !

অৰ্জুন । কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ !

কৃষ্ণ । নহে শুধু মনোবৃত্তি পূরণ কারণ ?

অৰ্জুন । কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ !

কৃষ্ণ । (প্রকাশে) কেন ?

অৰ্জুন । কি বলিলে ?

কৃষ্ণ । বলিলাম কিছু ! আমার তো স্মরণ নেই ।

অৰ্জুন । বিনা স্মৃতি বাক্যের উদ্ভব, বিনা চেষ্টা

প্রয়োগ তাহার,—

কৃষ্ণ । তুমি তা' শুনেছ ?

অৰ্জুন । শুনিলে কি হবে, নাৱিলাম বুঝিতে তা' ।

ঋতিমাত্র বোধ, দৃষ্টি মাত্র অধিকার,

প্রাপ্তিমাত্র সমন্বয়,—এ কত সন্দেহ ?

কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! শক্তি দাতা । (করবোধ)

কৃষ্ণ । (করছেদে কর গ্রহণে)
অবুঝে কে বুঝাইবে বল ।

অর্জুন । অবুঝ কি সকলেই ?

কৃষ্ণ । যাহা বল ।

অর্জুন । তবে কি এ আত্ম-অনুভূতি ?

কৃষ্ণ । হবেও বা ।

অর্জুন । ও, বুঝেছি ।

কৃষ্ণ । কি বুঝেছ ভাই ?

অর্জুন । বলিব না ।

কৃষ্ণ । বল না আমারে ?

অর্জুন । নির্ণয়ের ভার নহে আমাদের পরে ।

কৃষ্ণ । অর্জুন ! অর্জুন ! নহ শিশু, সখা—সখা ।

[টানিয়া লইয়া গ্রহান]

(ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ । রাজ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যুগ পরিবর্তনও কেমন
অলক্ষ্যে হ'য়ে যায় । রাজ-পরিবর্তনেই কি যুগ
পরিবর্তন হয়, না—যুগ পরিবর্তনেই রাজ-পরিবর্তন হয় ?
ব্রাহ্মণ ! তুমিও যদি এর মায়াংসা না করবে, তবে
করবে কে ? চোখ বুজিয়েই যদি পেয়েছি ব'লে হাত
বাড়াও, ফলে হাতটা কোথায় গিয়ে ঠেকছে বুঝেছ কি ?
কুশ তুলতে আর কাদা মাখতে হয় না, অস্তিত্বটিও
রোধ হ'য়ে গিয়েছে, রাজ-মাহাত্ম্য এমনই ।

(পশ্চাদ্ভাগে বিহরের প্রবেশ)

বিহুর । কি ব্রাহ্মণ ! হাসছ যে ?

ব্রাহ্মণ । প্রকৃতিই হাসছে ।

বিহর । ছুঁধোঁধনকে অধঃপাতে পাঠিয়েই হাস্—তা বল্বে না ।

ব্রাহ্মণ । (সতয়ে দৃষ্টি বিস্তারণ ও কপাল কুঞ্জে ফিরিয়া)
রাজপুরুষ ! ছুঁধোঁধনতো প্রজা উৎপীড়ন করেন নি ।

বিহর । উৎপীড়িত হও নি ?

ব্রাহ্মণ । হ'তে পারি, তিনি করেন নি ।

বিহর । আচ্ছা, রাজপুরুষকে তোমরা এত ভয় কর কেন ?

ব্রাহ্মণ । শূদ্রীনাঞ্চ নদীনাঞ্চ নথীনাং শত্রুপানিনাং ।

বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রীযু রাজকুলেষু চ ॥

বিহর । স্ত্রীকেও বিশ্বাস কর না ? মস্ত পড়ে নিয়ে আসতো ?
তোমরা সব পার । একদিনও কি বিপন্ন হ'য়ে রাজ-
পুরুষের শরণার্থী হও নি ?

ব্রাহ্মণ । হাঁ, হাঁ, তা' হয়েছিলুম ।

বিহর । তবে ?

ব্রাহ্মণ । রাজাই যে ধর্ম্মের আশ্রয় ।

বিহর । ধর্ম্মত্যাগী তবে কারা ?

ব্রাহ্মণ । (স্বগতঃ) এতো ভারী বিচক্ষণ !

বিহর । ব্রাহ্মণ ! এসেছ নূতন বুঝি ?

ব্রাহ্মণ । গৃহিনীর আকিঞ্চন,
রাজধানী করিতে দর্শন ।

বিহর । তার বেলা তো বেশ আজ্ঞামাত্র ছুটে এসেছ ; ও, হাতে
কুশ, সাধিক বুঝি ?

ব্রাহ্মণ । ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম্ম তুমি কি বুঝিবে ?

বিহর । আহা, ক্রোধ কেন ? শুধু ধর্ম্মী নও, কর্ম্মীও ।

ব্রাহ্মণ । তবে সনে বাক্য ব্যয়ে
বৃথা হয় অগচর কর্ম্মল্য সময় । (প্রস্থান)

বিভূর। আলাপেরও অযোগ্য ! কিম্বা ভয়ে !
সংসারে নিরোহ জীব দ্বিতীয় এ নাই । (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য ।

কক্ষ ।

যুধিষ্ঠির ও দ্রোপদী ।

যুধিষ্ঠির। প্রিয়ে ! প্রিয়তম অর্জুনের—পাঠালাম
কৃষ্ণাঙ্গমনে, পাছে সে বিষণ্ণ হ'য়ে
অভিমত্যা শোকে, বিতৃষ্ণ হইয়া পড়ে
জীবন সাফল্যে ; এও এক নিগূঢ় কারণ ।

দ্রোপদী। সত্য প্রিয়তম ! শোক সম শানিত শায়ক
সর্কোদ্ভিন্ন দাহকর দ্বিতীয় দেখি না ।

যুধিষ্ঠির। কিন্তু কি আশ্চর্য্য দেখ, ফিরে এসে
বলিল আশারে—অশ্বমেধ কর আরোজন ।
সম্রাট মুকুট পরাইয়াও শিরে মোর,
হয় নাই তৃপ্তি বুঝি এখনো তেমন ।
আরোজন করিবি তোরাই,
আমাকে বলাই বা কেন ?

দ্রোপদী। ঠিক কথা ।

যুধিষ্ঠির। বিধিমত সজ্জা যার অঙ্গের ভূষণ,
চিরশুভ্র এ বদন—হাস্য নিকেতন
এতদিন অবতনে যথাযোগ্য অভ্যর্থনে
না করিয়ে নারীদের প্রিয় আরাধনা,
না অর্পিয়া সৌন্দর্যের পূজা উপচার
ব্যর্থভাবে ল'য়েছি বরিয়া, তবু লোকে
ব'লে থাকে—পুণ্যলোক রাজা যুধিষ্ঠির ।
রাজা যদি হ'য়ে থাকি—সত্য প্রিয়ে !

তোমার এ অপকৃপ রূপের প্রভায়।
একবার ভেবে কি দেখেছি, সাথে সাথে
ঝেড়ারেছি ল'য়ে—ঘুরায়ে গহন বন।

জ্যোপদী। তুমি এবে সজ্জষ্ট যেমন, আমিও বে
সেই সাথে সাথে থেকে—প্রিয়তম!
ততোধিক ছিলাম সজ্জষ্ট।

বৃথিষ্টির। সাথে সাথে থেকেই যে প্রফুল্ল কমল
এ আনন—একদিনও হয় নি বিকৃত,
একদিনও পারিনে বলিয়া—অবসাদে
হইয়া কাতর, হয় নাই অসহায়
ঐর্ষ্যরক্ষা সহায়ে আমার; রাজ্য—বন,
পুষ্প শয্যা—ধূলি আস্তরণ, সমজ্ঞানে
করে নাই অভিমানও স্বামীত্বের পরে,
অলৌকিক এ মর্যাদা—সে কি তুলিবার?
সে কি মুখে বলিবার? প্রিয়তমে!

জ্যোপদী। জ্যোপদী কি গরীয়সী শুধুই তাহাতে?
সূর্য্য যার কর্তব্য পালন, প্রিয়াপ্ৰীতি
করিয়া দর্শন, বিস্মিত হইয়া দিল
স্থালী এক—জ্যোপদীর রাখিতে সম্মান,
কারণ কি নহে এই নরমেব?

বৃথিষ্টির। শুধু কি তাহাই? বার ভোজ্য অবসানে
বনবাসেও বড়শীতি সংখ্যক—সশিষ্ট
আসিয়া দুর্কাসা তৃপ্ত হইল নিমেষে
একা কৃষ্ণ করিয়া ভোজন, সে অপূর্ব্ব
সত্যত্বের গর্ব্বভরা অমিত প্রভাব
অর্ন্তব্য কি নহে দিবানিশি?

জ্যোপদী। দাসী চিরদিনই দাসী।

- যুধিষ্ঠির । কি অপূর্ব বচন ভক্তিমা !
লালিত্য নিবদ্ধ তব শুধুই রূপেতে ?
- দ্রৌপদী । রত্নে পড়ে প্রতিবিম্ব এ চির প্রসিদ্ধ ;
কিছু গুণী গুণরাশি ল'য়,
হংস বখা জলভাগ করিয়া বর্জ্জন
দুষ্করাশি করে পান সানন্দে বিহ্বলে ।
- যুধিষ্ঠির । প্রিয়ে !
- দ্রৌপদী । পাণ্ডব গৃহিনী আমি,
নহি রাজেন্দ্র মহিষী ।
- যুধিষ্ঠির । এত সাধুও হয় বনবাসে ?
- দ্রৌপদী । হই যেন জন্ম জন্ম হেন ভাগ্যবতী,
থাকি যেন চিরদিনই এমনই গৌরবে ।
- যুধিষ্ঠির । এখন যে অশ্বমেধে তৎপর সকলে,
অর্জুন লইল করে অশ্ব রক্ষা ভার ;
সবে মাত্র এই দীর্ঘ প্রবাস হইতে
আসিল সে পুরী, পরীক্ষিৎ জন্মোৎসবও
না মানিয়া প্রীতির আধার, প্রীতিসার
অর্জুন আমার—হইতেছে হৃদয়জিত
দ্বিবিজয়ী অশ্বগতি অহুত্বতি তরে ।
- দ্রৌপদী । দু'দিনও না থাকিয়া—
ওই আসে তৃতীয় পাণ্ডব । (প্রস্থান)
- যুধিষ্ঠির । কখন শিঞ্জন—গজেন্দ্রবিক্রম
ক'রে গেল এই স্থান যেন মুখরিত ।
(অর্জুনের প্রবেশ)
- অর্জুন । ধর্মরাজ !
- যুধিষ্ঠির । ধর্মধ্বজা প্রোথিত করিয়া—ধর্মরাজ

নাম সার্থক করিতে, করিতে প্রচার—
যে আয়াস করিছ স্বীকার, বিভূপদে
প্রার্থনা আমার, নাহি হয় মর্যাদার হীন ।

অর্জুন । আসি তবে, প্রগতি চরণে ।

যুধিষ্ঠির । কিন্তু শোন ; বহুমতী একে দানা,
তদুপরি অশ্বরক্ষা তরে
হয় যদি কারও সনে বাদ-বিসম্বাদ,
প্রাণ বধ ক'রো না কাহারও । প্রিয়তম !
হাতে ধ'য়ে মিনতি বচন —রক্ষা ক'রো
এ আদেশ শ্রেষ্ঠ, সার জেনে ।

অর্জুন । বতরুণ থাকিবে জীবন, করিতেছি
পণ, করিব না কারও অঙ্গে অস্ত্রের প্রহার,
সহিব আঘাত—নীরবে মস্তক পরে ।

যুধিষ্ঠির । জানি বৎস ! এই আদেশই আঘাত ;
মেনে নেবে নত শিরে সমগ্র পাণ্ডব—
বিশ্বাস্ত্র না, বীর শূত্রা হ'লেও পৃথিবী ।

অর্জুন । তথাপি না অশ্ব আমি ত্যজিব জীবনে ।

যুধিষ্ঠির । অর্জুন ! আমি জানি, বিঘ্নাহত হ'লেও
হবে না সঙ্কল্পচ্যুত অনাহত দেহে ।

অর্জুন । আসি তবে, আশীষই সর্বস্ব । (প্রস্থান)

যুধিষ্ঠির । সহিতে বিদ্রায় দৃশ্য হবে না সক্ষম,
তাই প্রিয়া জ্যোপদী পূর্বেই—করিয়াছে
পলায়ন ত্যজি এ সায়িধ্য, আকাজিক
হ'লেও সর্বথা ।

(জ্যোপদীর পুনঃ প্রবেশ)

জ্যোপদী । চলে গেল ?

যুধিষ্ঠির । কৰ্ম্মসথা, কৃষ্ণের সেবক,
কর্তব্যোরে চিরদিনই বড়ই রেখেছে ।
(মৃদুসঙ্কারে জ্যোপদীর প্রস্থান)
যেই স্থান ক্ষণপূর্বে মুখরিত ছিল,
সেই স্থান বিষাদে শয়ান ; যেই প্রাণ—
এই মাত্র আনন্দের ফোয়ারা ছড়িয়ে
অফুরন্ত রূপ, প্রেমের লহরী,
সেই প্রাণই ব্যথাহতা লজ্জাবতা লতা ;
যেই কুরঙ্গিনী—বংশী শুনে প্রধাবিতা,
পরক্ষণে পাশবদ্ধা—সাক্ষ্য বিগলিতা ।
(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য ।

হিমালয়েকদেশ ।

যুধিষ্ঠির । এই সেই স্থান, ব্যাসদেব করিলেন
আদেশ আমারে —আছে বহু ধনরত্ন
এই স্থানে, অপৰ্য্যাপ্ত বাহা বজ্র আরাধনে ।
মরুত্ত রাজার দান ব্রাহ্মণ সমূহে,
ব্রাহ্মণ অক্ষম হ'য়ে বহিতে সে ধন
ফেলে গেছে এই বনভূমে ; লই যদি
সেই ধনে—নাহি হবে ব্রহ্মধ্ব ভ্রমণ,
একথাও বলেছেন তিনি ; আরও ইহা,—
মহেশ্বরে সন্তুষ্ট করিয়া, নিতে হবে
অনবদ্য ক্ষমতা হরিয়া, পূর্ণ বাহা
মনোরথে । সঙ্কল্পও করিয়া এসেছি,
দীক্ষিতও হয়েছি বিধিমত, অর্জুনও
পৃথ্বী পৰ্য্যটনে—সাহায্য কারণে মোর
হয়েছে বাহির, ভ্রাতা ভীমও

সতত উন্মোগী, নকুল ও সহদেব
বহুপরিকর এই ব্রত উদ্ঘাপনে ।

(ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ !

ব্রাহ্মণ । কে আপনি ?

যুধিষ্ঠির । আমি হস্তিনার রাজা ।

ব্রাহ্মণ । ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ?

যুধিষ্ঠির । সবই দেখি রাখেন গোচরে ।

ব্রাহ্মণ । একাধারে তেজস্বিতা, শোভিছে বিনয় ।

যুধিষ্ঠির । আশীর্বাদই কারণ সেখানে ।

ব্রাহ্মণ । জিজ্ঞাসিতে পারি কি এ কথা,
কিবা হেতু শুভ পদার্পণ ?

যুধিষ্ঠির । কি হেতু আপনি ?

ব্রাহ্মণ । বয়ঃ অভিক্রমে বানপ্রস্থ বিধি ।

যুধিষ্ঠির । আমি কিছ এসেছি ব্রাহ্মণ !
এ বয়সে অর্ধ আহরণে ।

ব্রাহ্মণ । অর্থ আহরণ যার প্রজার সন্তোষ,
অর্থ আহরণ যার ধর্ম অক্ষুণ্ণ,
এ ভোগ যে ত্যাগেরও উপরে ; নয়দেব !

যুধিষ্ঠির । তুমি দেখ !

ব্রাহ্মণ । এস, ল'য়ে বাই সাদরে সে স্থানে ;
মহেশ্বরে অর্ঘ্য দানে—ইচ্ছামত
করই গ্রহণ ।

যুধিষ্ঠির । ব্রাহ্মণ !

ব্রাহ্মণ । কি দেখিছ বিশ্বয়ে—এ মুখে ?

যুধিষ্ঠির । দেখিতেছি এখনও সৃষ্টি করে
ব্রাহ্মণই জগতে, রাজা শুধু উপলক্ষ্য ।

ব্রাহ্মণ । রাজাই রক্ষক,
ষোগ্যকরে—নিহিত হইবে ব'লে
কেলে গেছে এখানে ব্রাহ্মণ,
রাজারই প্রদত্ত ধন—
পুনঃ হবে ব্রহ্মমুখে ব্রাহ্মণে নিহিত ।

যুধিষ্ঠির । ব্রাহ্মণ ! ব্রাহ্মণ ! কি বলিছ ?

ব্রাহ্মণ । সত্য যাহা বলিছ সকল, এস সাথে । [উভয়ের প্রস্থান]

(কুশহস্তে ব্রাহ্মণের পুনঃ প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ । ভাগ্যবান্ রাজা যুধিষ্ঠির,
পৃথিবীর ক্ষণজন্মা মহান্ পুরুষ ।
অগণিত ধন সমুদয়—অপগত
ব্যবহারে, কতদিন ছিল হেথা প'ড়ে ;
মহেশ্বরে সন্তুষ্ট করিয়া, ষথাষোগ্য
বাহনে বাহিয়া, পুনঃ যায় রাজকোষে ।
বেদমাতা স্থির হও, পৃথি !
অধৈর্য্য হ'য়ো না, যজ্ঞোদ্ভূত হবির্গন্ধে
পূর্ণ হবে কুরুক্ষেত্র আঘাত অগ্নিরে । [প্রস্থান]

(যুধিষ্ঠিরের পুনঃ প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির । ব্রাহ্মণ ! কুশ পেয়ে এতই সন্তুষ্ট,
দাঁড়বারও না হ'ল সময়,
প্রণতি করিব পদে তাও সহিল না ?
মহেশ্বরে পেলাম দর্শন,
পেলাম করুণা তাঁর,
তুমি যে কারণ দেব ! বুঝিয়াছি—
নাহি চাও প্রতি উপকার, নাহি চাও

বিনিময়, নাহি চাও স্ততি-আরাধনা ।
 কিন্তু হে প্রকৃতি, জগদ্ধাত্রী, তুমি জগন্মাতা,
 কি কহিব অন্তরের উন্মুখ বারতা,
 রেখো সদা ফুলে ফলে স্ত্রশোভিত ধরা ;
 নহে ইহা রাজ-আজ্ঞা—রাজ-অমুরোধ,
 নহে ইহা আকাজ্জক আমার, চরণে মিনতি । [প্রস্থান]

(গাহিতে গাহিতে বনাধিষ্ঠাত্রীর প্রবেশ)

বনাধিষ্ঠাত্রী । (গীত)

কে এসে চলিয়া গেল দিয়ে গেল মোরে চেতনা !
 কার শুভ পদার্পণে স্ত্রশোভিত ধরা থানা !!
 অপক্লপ রূপ—অনিন্দ্য প্রকৃতি
 চির স্মৃতি পুতঃ প্রিয় অমৃতভূতি
 আবেশে অবশ শিথিল সংবতি
 মরমে মরমে বিলীনা !
 ক্লপ, রস, রব, পরশ, সুরাভি
 সবই যেন নিমগনা !!

পঞ্চম দৃশ্য ।

সিন্ধুদেশ ।

অর্জুন । কুরুক্ষেত্র রণে হত নরপতিগণ ;
 তাদের সজ্জাতি সব
 কেহ ক্রোধে, কেহ ক্রোভে,
 কেহ বা প্রাধাত্যগর্গ সহিতে না পেরে,
 বধাশক্তি অগ্রসর—
 বাধা দিতে স্বেচ্ছাচারী অশ্বের গমনে ;
 আমিও তাদের সব অব্যাহত রেখে
 কোনরূপে আত্মরক্ষা করিয়া চলেছি ।

পরাজিতে আঘাত না ক'রে, ক্রোড়ে ল'য়ে,
 কি যে তৃপ্তি জানিলাম—আজি তা' নূতন ।
 কেতুমর্শী, বজ্রদন্ত আদি—সকলেই
 নিমজ্জন করেছে গ্রহণ, অশ্বমেধে
 করিতে গমন । এই সেই সিদ্ধুদেশ,
 যার অধিপতি—অত্যাচারী দ্রৌপদীর প্রতি ।
 দেখ কি আশ্চর্য্য ! দৃশলা যে
 ভগিনী আমার, বারেকও না পড়িল স্মরণে,
 পড়িল স্মরণে—সকাগ্রে বৈবর্ত্য কিস্ত ।

(শিশুপৌত্র ক্রোড়ে দৃশলার প্রবেশ)

দৃশলা । রক্ষা কর, রক্ষা কর ভ্রাতা ।

অর্জুন । কেন ভয়ী ! কেন কাতরতা ?

দৃশলা । চিনিতে যে পেরেছে আমারে,
 এই মোর সৌভাগ্য অপার ।

অর্জুন । শিশুক্রোড়ে কি হেতু এ পথে ?

দৃশলা । না জেনে সৈন্ধবগণ যজ্ঞ-অশ্ব তব
 ধরেছে ; করহ ক্ষমা—ক্ষমাপ্রার্থী আমি ।

অর্জুন । পুত্র ?

দৃশলা । কি বলিব ? শুনিলাম,—
 করেছে সে প্রাণ বিসর্জন ।

অর্জুন । অকারণে ?

দৃশলা । নহে অকারণ, গাণ্ডীবী আসিছে শুনে—

অর্জুন । শুনে দিল প্রাণ বিসর্জন ? ভয়ী ! ভয়ী !
 ওহো, ভাগিনের বধে
 করিমু মূতন পাপ অর্জুন আবার ।

দৃশলা । শিশু পৌত্র ক্রোড়ে ল'য়ে মাগিতে করুণা

এসেছি সকাশে তব, নিদ্র হ'রো না ;—
এই শেষ বংশের ছালাল ।

অৰ্জুন । সত্য বটে নাশিয়াছি ভগিনীপতিরে,
সত্য বটে করিয়াছি বিধবা তোমার,
সত্য বটে স্বার্থে অন্ধ হ'য়ে—

দুঃশলা । না—না, অত্যাচারী করেছ দমন ।

অৰ্জুন । কিন্তু এই ভাগিনেয়ে অকালে নিধন,

দুঃশলা । সেও তো আতঙ্কে, ভয়ে,—

অৰ্জুন । স্বাসবদ্ধ হ'য়ে ?

দুঃশলা । ইন্দ্রিয় শৈথিল্য তার প্রধান কারণ ।

অৰ্জুন । না—না, ভগ্নী, আমারই এ আগমন ।
তুমি মোরে ক্ষমা কর ; অধম,—পাতকী ।

দুঃশলা । অস্ত্রান সৈন্যবগণ

অশ্বগতি করেছে নিষেধ,
তার জন্ত ক্ষমার্থী যে আমি ; শিশু, নাবালক,
অহুগ্রাহ্য সৰ্বদা, সৰ্বতোভাবে ।

অৰ্জুন । দাও ভগ্নী ! বক্ষে দাও পোড়ে তব,
পরীক্ষিত সম সম আশ্রয়ের । [দুঃশলার তথাবরণ]
(মুখচুষন করিয়া) কি আর বলিব,
নিয়ে যেও অশ্বমেধে—আনন্দবর্দ্ধনে ।

দুঃশলা । বজ্রোশ্ব উন্মোচনে হবে না বিবাদ ?

অৰ্জুন । তার জন্ত পূর্ব হ'তে প্রতিজ্ঞিত আমি,
করিব না কারও অঙ্গে কতু অস্ত্রাঘাত ।
ভগ্নী ! অশ্ব গেছে বহু দূরে, বিলম্বিতে
নাহি হবে গতি নিরূপণ ; আসি এবে । [প্রস্থান]

দুঃশলা । বিশ্বজরী জ্বাতার গৌরবে

আনন্দে এ বন্ধুখানা উদ্বেল, বিভূত ।

(একদৃষ্টে তদীয় পথপানে চাহিয়া)

চলে গেল দৃষ্টি অতিক্রমে ; কে বলিবে

সহোদর ভ্রাতা নয়, কে বলিবে—দুর্যোধন

হ'তে হেয় মেহ পরিচয়ে ; ভ্রাতা ! ভ্রাতা !

(দুইফোটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল)

কি দেখিস, হতভাগ্য অজ্ঞান বালক !

মনে ক'রে রাখিস সত্যত,

প্রাণ তোরা কুপালক, পাণ্ডবের দান ।

হাসি, তথাপি মুখেতে হাসি,

কি হাসিই শিশুর বদনে ; ভগবান !

(জনৈক সৈন্যবের প্রবেশ)

সৈন্যব । সমবেতে করি আক্রমণ,

নারিলাম রোধিতে ঘোটক ।

দুঃশলা । উত্তমই হয়েছে ।

সৈন্যব । কিন্তু কি আশ্চর্য্য,

বারেকও না করিলেন প্রতি আক্রমণ ।

দুঃশলা । এ রাজ্যের তিনিই রক্ষক ।

সৈন্যব । তিনি রাজা ?

দুঃশলা । পৃথিবী ঈশ্বর । অশ্ব কোন্ দিকে গেল ?

সৈন্যব । মণিপুর অভিযুখে ।

দুঃশলা । পিতা পুত্র হইবে সাক্ষাৎ ।

সৈন্যব । পুত্র তাঁর মণিপুররাজ ?

দুঃশলা । সপ্তরথী প্রতিদ্বন্দ্বী

অভিমন্যুও পুত্র তাঁর ?

সৈন্যব । তৃতীয় পাণ্ডব ? অর্জুন ? কৃষ্ণের সখা ?

দুঃশলা । এই সেই ইন্দ্রজয়ী, খাণ্ডব বিজয়ী ।

সৈন্ধব । করেছে যা—তাহ'লে গাণ্ডীব ?

দুঃশলা । দেবীস্বর যুদ্ধে উহা অগ্নিদত্ত ধন ।

সৈন্ধব । হয়েছিল মোরা কি উন্মাদ !
কাহার সম্মুখে গেছি, ধরেছি শায়ক !

দুঃশলা । বজ্রও বিকাশে বেথা,
তাহ'তেই বারি ধারার উদ্ভব ।

সৈন্ধব । বুঝেছি তখনই তাহা ;
ভুজঙ্গে বেষ্টিত ব'লে চন্দন আশ্রাদ
নিতে গেলে ভয় পেলে তা ব'লে কি চলে ?

দুঃশলা । মঃতের সঙ্গই এমন ।

সৈন্ধব । তা না হ'লে বোঝা' তখনই উচিত ছিল,
তখনই না বুঝে অশ্ব—

দুঃশলা । বালক ক্ষম্ভব্য সদা ।

সৈন্ধব । তাই প্রাণে পেয়েছি নিস্তার,
নতুবা এ অজ্ঞানতা ফল—

দুঃশলা । চল এবে,
ষেতে হবে অশ্বমেধে নিমজ্জনে সবে ।

সৈন্ধব । সিদ্ধুয়াসী সকলেই ?

দুঃশলা । ভ্রাতা মোর তাতেও কি কভু পরাশ্রুত ?

সৈন্ধব । তাহ'লে কি ভয় আর ; বাইব নিশ্চয়,
বাইব নিশ্চয় । (দুঃশলার প্রস্থান ও সৈন্ধবের অঙ্গগমন)

পটপরিবর্তন ।

মণিপুর ।

বজ্রবাহন ও উলুপী ।

উলুপী । জ্ঞাতে কি হ'য়েছে ?

বক্র । গিরাচ্ছিন্ন নিরস্ত্র বলিয়া,
পিতা মোরে দিলে গালি অপদার্থ ব'লে ।

উলুপী । এইবার প্রতিশোধ লও ।

বক্র । মাতা ! ভয়েতে কাতর ব'লে নয়,
কিন্তু এই পুত্র হ'য়ে অস্ত্র পরিচয়
পিতৃসনে—চিরদিন থাকিবে স্মরণে ।

উলুপী । স্মরণার্থে পিতা যদি করেন আহ্বান,
পুত্র ! বৎস ! প্রিয়তম ! প্রতিদান দাও
বখাযোগ্য কাম্য মৃত্যুও করিয়া বরণ ;
জানতো এ কথা, রণস্থলে পলায়ন
কজিরের তুষ্কার, ধিকার,
কলঙ্ক ছরপনের ?

বক্র । মাতা !

উলুপী । পুত্র !

বক্র । অটল সঙ্কল্প আমি ।

উলুপী । ভয় নাই, সাথে সাথে র'বে
অক্ষয় কবচ সম মাতার আশীষ ।

বক্র । সত্য মাতা ! নাহি জানি বিমাতা বলিয়া ;
গন্ধর্ব্ব জননী মোর, ধনঞ্জয় পিতা,
মণিপুর সিংহাসন আসন আমার,
আমি যদি নাহি দিই যোগ্য প্রত্যুত্তর
অসার কি ক্ষৌর বক্ষে দাঁড়াবে বিপক্ষে ?

উলুপী । যোগ্যতারে করিতে বরণ
পাষণ্ডও বহুপি আসে রোধিবারে গতি,—

বক্র । জননীরে করিয়া প্রণতি, করিতেছি
অঙ্গীকার—

উলুপী । এইতো আমার পুত্রযোগ্য কথা ।

বজ্র। ধনজয়ে অশ্ব ল'য়ে ফিরিতে দিব না।

উলুপী। পুত্র! পুত্র! নাগকচ্ছা আমি, উদ্ভেজনা
দ্বিলাম তোমারে, যতক্ষণ না হবে বিরতি।

বজ্র। বিরতি তখন হবে—

হয় পিতা না হয় পুত্রের বধে। (প্রস্থান)

উলুপী। জানি আমি কলঙ্ক কিনিব,
জানি আমি বিমাতার ভূষণে সাজিব,
জানি আমি সপত্নী আদিয়া—
অভ্যুযোগে, তিরস্কারে
বহিস্কৃত করে দেবে তীব্র অপমানে
রাজ্য হ'তে অসত্য আখ্যায়; স্থির ইচ্ছা—
তয় যদি পুত্রের নিধন, বিসাত্ত্ব
কারণ সেখানে। আর— (বজ্রাঙ্কলে জুরাবরণ)
হয় যদি পতিঘাত, তাতেও নিরুত নাই।
একদিকে বিদ্রোহ, অত্রদিকে অসত্য,
দুই পাশে কলঙ্ক মণ্ডিত। [প্রস্থান]

পটপরিবর্তন।

সিন্ধুদৌল্যকপাশ্ব।

(যুদ্ধ করিতে করিতে অর্জুন ও বজ্রবাহনের প্রবেশ)

বজ্র। পিতা তুমি—চেষ্টাছিলে যুদ্ধ পরিচর,
লহ ফল—লইও না পুত্র-অপরাধ। (অর্জুনের পতন)
কি করিলাম, সত্যই কি পিতৃবধে পাপী!
(অন্ত্যত্যাগ ও সন্নিকটে উপবেশন)

পিতা! পিতা!

অর্জুন। পুত্র! অন্তিম প্রার্থনা—(মৃত্যু)

বজ্র। চিরদিন স্মরণীয় রহিবে কাহিনী;
ক্লত্রবংশ—রাজবংশ, রণগর্ভ এত
অধিক তাহার, পিতা ব'লেও অব্যাহতি নাই।
শিব।

চতুর্থ অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

যজ্ঞাদয় ।

বজ্র । মাতা ? কোথা সেই পেয়েছিলে মণি,
যাহাতে রহিল পিতা পুত্রের সম্মান ?

উলুপী । অস্ত্রায় সমবে ভয়ে করিয়া নিপাত,
পেয়েছিল অস্ত্র পাজ ক তোমার
অস্ত্রিমে নরক বদ্য ষটিবে তোহার ।

বজ্র । শুনিয়াছি যজ্ঞদেবী দেন অভিশাপ ।

উলুপী । তাই পিতা - বা গগনে সন্নিহিত করিয়া
লন মাগি সম্মুখী মণি, পাত্তে পায়—
আদরিণী কন্যা তার বৈধব্যের জালা ।

বজ্র । পিতৃবধে উত্তেজিত হ'য়ে বালরাহি
কটু কত, জননীও অশ্রাব্য ভাষায়
আক্রমিয়ে দেছে মনস্তাপ,
অভিশাপ পাই নাই শুধু মাতা ব'লে,
শুধু—থাকে সেথা স্নেহের সম্বন্ধ ব'লে ।
কিন্তু মাতা ! এবে অতীব বিরল,
স্বামী অথ সৌভাগ্যে বঞ্চিত, সপত্নীর
পুত্র তরে—দিতে তারে বশস্বী মুকুট,
এত আকিঞ্চন, এত আগ্রহ উদ্ভব ।

উলুপী । হ'লেই বা সপত্নীর ছেলে, নহে কি সে
স্বামীর আশ্রয়, স্বামীর গৌরব কেতু ?

বজ্র । (অর্ধস্বগতঃ) কেন লোক সাপিনী বলিয়া

রেখেছে যে জিহাংসার উপমার স্তরে,
 পারে কি অপিতে তার সহজ উত্তর ?
 দেবী ও মানবী মধ্যে কয়জন আছে,
 কয়জন হ'তে পারে সমকক্ষ তার,
 কয়জন এ আদর্শের দীপশিখা ধ'রে
 হাতে ক'রে গড়ে তোলে সাধের সংসার ?
 নহে স্বপ্ন—প্রতাক্ষ এ সবার সম্মুখে ।
 জননৌ ! জননৌ !

(অর্জুনের প্রবেশ)

অর্জুন । দেখিতেছি এ কি এ স্বর্গীয় ! এ কি দীপ্তি,
 একি অপরূপ ! একি সত্য, কিম্বা
 স্বপ্ন সমাবেশ ! বিমাতা!—সপত্নী পুত্র !

বক্র । পিতা ! এই সেই জননৌ আমার,
 বার জন্ম ধনঞ্জয় গরিমা অক্ষত ।

অর্জুন । পুত্র ! বিজয় পতাকা ! যশস্বী দুলাল !

বক্র । জননৌ কারণ তার । [প্রস্থান]

অর্জুন । সঘোষিব কি ব'লে যে, কি বলিলে
 হবে সমধিক প্রীতি, ভাবায় এমন উক্তি
 খুঁজিয়া না পাই । শুধুই কি নাগবংশ,
 নারীকুলও নহে অলঙ্কৃত ?
 সীতা ও সাবিত্রী, দময়ন্তী আদি
 অরণীর সকলেই গৌরব গাধার,
 কিন্তু এই উলুপীর অলোক চরিত্রে
 স্বর্গে, মর্ত্যে, রসাতলে বৈশিষ্ট্য আনিয়া
 সমগর্বে সমুজ্জল রেখেছে ত্রিলোক,
 ভোগময় এ সংসারে নহে কি বিচিত্র ?

উলুপী । স্বামী !

অৰ্জুন । গৰ্বিতার লজ্জানত বক্র এ বদন
সমধিক রমণীয়, চির শোভাকর ।
প্রিয়ে ! প্রতিদান কি আছে যে দিব ?
(কম নিগোড়ন)

উলুপী । (মুখাবলোকনে)
প্রতিদান ? জীকে দেবে স্বামী প্রতিদান ?
নারীপ্রাণ চরণে আশ্রয় পাবে,
আরও কি প্রত্যাশা করে জানিনা, শিখিনি ।
কেহ করে প্রত্যকের পূজা, কেহ করে
নাম আরাধনা, কেহ দেয় পাত্ত, অর্থ্য,
কেহ থাকে স্তুতি নিমগনা ।

অৰ্জুন । তাই গরু এত কাজলীয় ?

উলুপী । স্বামীগর্ভেই নারীত্বের চরম আকাজ্ঞা ;
অর্ণ, রত্ন অলঙ্কার আদি পরিধান
একই সে কারণ ।

(দ্রৌপদীর প্রবেশ)

দ্রৌপদী । ভগিনী,
চিহ্নাদমুখে শুনি গৌরব কাহিনী,
বুঝিলাম—মাতা হ'তে বিমাতা অধিক ।

উলুপী । আপনাদেরই সৌভাগ্যতা বিকাশ সেখানে ।
নতুবা এ নগণ্যসদ্বিনী, এমন কি
ভাগ্যাধিকারিণী,—সবায়েরই মুখে শুনি
নাগেন্দ্রনন্দিনী—নব যুগ প্রবর্তিনী ।

দ্রৌপদী । কেহ ভাগ্যে করে আকিঞ্চন,
ভাগ্য কারও করে অধেষণ,
এই বিধি, বিধিলিপি, অথও—শাস্ত ।

অৰ্জুন । এরা কি সতীন ?

সতীনের এ কি এ সংসার ?
অতিক্রম করিরাছে ইহার প্রতাপ
কালধর্ম্যে কালে উপেক্ষিয়া ।

দ্রোণদী । একই পতাকাতলে আশ্রয় মোদের,
একই গৌরবরশ্মি পতিত এ মুখে,
একই ঔজ্জ্বল্য দিকে দিকে প্রসারিত
একই ভিত্তি রাখিতে স্মৃঢ় ।

অর্জুন । দ্রোণদী, ভাল কাণ্ডি রাখিলে জগতে
তুৰি সমভাবে সমবেত সর্ব জনতারে ;
অতিথি সমুদে নাই হয় মোজ্যে, পেয়ে,
কিন্তু পেয়ে এই মিষ্ট ব্যবহার,
বিনা হুত্রে গাঁথা হার—বিনা বস্ত্র,
অমূল্য সম্পদ—অমৃতের প্রতিবন্দী ।

উলুপী । আদর্শ গৃহস্থ সাথেই আদর্শ গৃহিনী !

দ্রোণদী । আর বুঝি আদর্শের নহে মনোবেশ—

অর্জুন । পাণ্ডব ! পাণ্ডব ! রাজহর, অশ্বমেধ
আরও ফল কি প্রত্যাশা করে ?

দ্রোণদী । নাহি ছিল ফলের প্রত্যাশা, তাই এত
ফল—একত্র মিলন, একত্রে সজাব ।

উলুপী । কৃষ্ণ সেবা কল,
যথা ধর্ম্য তথা জয়—তারই নিদর্শন ।

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ । কিছা কৃষ্ণ সেখা,
বেথা নয়, বেথা ধর্ম্য অধিষ্ঠিত ?

অর্জুন । এসেছ কেশব ?

কৃষ্ণ । সখা কি ত্যজিতে পারে সখা কোন দিন ?

বখনই আহ্বান করে, আকুলতা
জানার বিহ্বলে,—আমারে আগিতে হয়
দেহে কিখা দেহ অনাশ্রয়ে !

অর্জুন । জগদাদিরনাদিস্বঃ জগদ্বৈকমহেশ্বরঃ ।
জগৎসবে তু তৎস্বা জগদ্ধিতৈককারণঃ ॥

কৃষ্ণ । সখা ! সখা !

অর্জুন । আরও সখা বলিতে চাহিব ?
অপরূপ বিশ্বরূপ তব, দেখিয়াছি
আছ তুমি নিখিলে ব্যাপিয়া, দেখিয়াছি
মহোদয় রথ অপরূপ
কুমারকত্র রণ অবদানে, বুঝিয়াছি
কেহা তুমি, কিবা লক্ষ্য, কিবা উপাসক ।

কৃষ্ণ । সখা !

অর্জুন । এই তুমিই সরলতা ।

কৃষ্ণ । যেথা সরলতা সেথায়ই আমি ।

অর্জুন । সরলতাই কি তবে পবিত্রতা ?

কৃষ্ণ । এ ভিন্ন আর কি ?

জ্যোপদা । কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! অলক্ষ্য থাকিয়া—করেছিলে
একদিন লজ্জা নিবারণ, আর আজ—

কৃষ্ণ । আনন্দ বর্দ্ধন,—শঠতা কারণ ।

উলূপী । সঞ্জীবনী মণির প্রয়োগে, করিয়াছ
জীবন রক্ষণ ; কে তোমায় বলে শঠ ।

কৃষ্ণ । উলূপী ! উলূপী !

তুমি তাহা করিবে খণ্ডন ?

উলূপী । ইহজন্মে পাপ ভোগে—বায় সেই জন
পরলোকে স্মৃতি লইয়া,—

অৰ্জুন । উলুপী ! উলুপী ! তবে কি করিতে যুক্ত—

কৃষ্ণ । তাই সখা ।

অৰ্জুন । নহে স্ত্রী—ইহলোক সন্নিবিনো কেবল ;
পরার্থদীপিকা, পরলোক উদ্ভাসিনী ।

(উলুপীর লজ্জাবনমন)

জ্যোৎস্না । ভগ্নী ! ভগ্নী !

কৃষ্ণ । জানিত এ নাগেন্দ্রললনা
যুত্যা যদি হয় বজ্রবাহনেরও,
বাঁচাতে সক্ষম হবে মণির পরশে ।

অৰ্জুন । শুনেছি সে কথা ; শ্রীমতী স্বার্থে বলি দিয়ে—

উলুপী । অবাস্তর এ প্রসঙ্গ ।

কৃষ্ণ । (অগতঃ) কেমন চতুর, ঢাকা দিলে কথা ।
(অৰ্জুনের প্রতি) এস বাই সেইদিকে,
যেই দিকে বজ্রীয় আহতি ।

(অৰ্জুন সহ প্রস্থান)

জ্যোৎস্না । চল ভগ্নী ! আমরাও বাই ;
চিহ্নাদনা যেখানে বসেছে হাট,
করিতেছে যশোগান দেশের মাঝারে ।

উলুপী । আমি যেন কি হয়েছি ।

[উলুপীর অগ্রসরে জ্যোৎস্নার প্রস্থান]

(বজ্রবাহনের পুনঃ প্রবেশ)

বজ্র । কাকেই বা বলি ?—বজ্রভূমে এক
মহুল আসিয়া করিতেছে বিচরণ,
অৰ্ঘ্যময় অর্জু অঙ্গ । মাহুঘের স্বরে
কহিছে সে স্পষ্ট কথা, হয়নি সন্দেহ
অপার্থিবও বজ্র দরশনে ; যেই যজ্ঞ

প্রতি লক্ষ ব্রাহ্মণের ভোজনাবসানে
হইতেছে কত তুর্ধ্যধ্বনি ; তার ইচ্ছা—
অপরার্থ কেন হ'ল না স্ববর্ণময়,
হ'য়েছিল যেই অর্ধ মরুস্ত বজ্রভেদে ।
কাকেই বা বলি ? কাকেই বা বলি ?
শুনেছে সকলে দ্বৈধি ; ঐ, ঐ,
সমবেতে ধায় সেই দিকে ।

(প্রহান)

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

বনভূমি ।

বিহুর । ওল্লভ মানব জন্মে কেহ দিছি পায়,
কেহ নেমে যায়—তির্যক্ বানিতে ।
বুঝিতে সে পারে বেশ ; তখন বাড়ায়
হাত কোথা ধর্ম ব'লে, যখন শমন এসে
দাঁড়ায়েছে দ্বারে ; চোখে মুখে স্প্রশকাশ,
তবু না করিবে ব্যক্ত ভাষায় কেহই !
আদিয়াছি ধৃতরাষ্ট্রে ফেলে, বনফল
আহরণে বস্ত্র এ প্রদেশে ; আছে তাঁর
সহায়ে গাছারী একা, বৃদ্ধা তদুপরি ?
স্বরা করি এ কাণ্ড সমাধা,
সাহচর্য্যে বাই তাঁহাদের ।

[প্রহানোত্তর]

(ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ । কি রাজপুরুষ ! যোগে অস্ত্রে তছুত্যাগ
শাস্ত্রীয় নিদেশ—মাথা পেতে নিয়ে আজ
অকস্মাৎ আগমন গহন কান্তারে ?

বিহুর । সর্ব্বত্রই বিরাজ তোমার ?

ব্রাহ্মণ । তুমি কোন্ আহ এক স্থানে ?

বিহুর। ব্রাহ্মণ ! ব্রাহ্মণ ! তুমিই কি সেদিন তাহ'লে
ধনরত্ন বৃথিষ্টিরে করেছ প্রদান,
দেখারেছ হাতে ধ'রে ঐশ্বর্য ভাণ্ডার ?

ব্রাহ্মণ। সে খোঁজে কি প্রয়োজন তব ? আসিয়াছ
কল আহরণে, অস্ত্রিমে বৃদ্ধেরে সেবি
পারত্রিক পথ আরও করিতে সুগম,—

বিহুর। ব্রাহ্মণ ! ব্রাহ্মণ ! গণনায় তব
কি বলে দেখনা, পাব কি না লক্ষ্যহীনে
লক্ষ্য প্রবতারা ?

ব্রাহ্মণ। ধর্মরূপ এতকাল কুরুগৃহ বাসে
ধার্মিকের করে দিয়ে রাজ্যরক্ষা ভার,
অস্ত্রিমের পাথেরে সঘলে—আসিয়াছ
বানপ্রস্থে—নির্কির্বাদে কাটাইতে কাল,
এখনই দেখিবে গিয়া
কুন্তীদেবীও আগত সেখানে ।

বিহুর। ব্রাহ্মণ ! ব্রাহ্মণ ! কেমনে জানিলে তুমি ?

ব্রাহ্মণ। পাছে পাছে আসিছেন তিনিও অলক্ষ্যে
সন্ধান করিয়া লক্ষ্য কিবা মুক্তি পথ ?
হ'তে পারে ধৃতরাষ্ট্র কুট ও কোশলী,
তা ব'লে সে ধর্মত্যাগী নয় ।

বিহুর। ব্রাহ্মণ ! ব্রাহ্মণ !

ব্রাহ্মণ। ধর্মলুপ্ত হ'ত সে তখন, যদি বা সে
না আসিত—বৃথিষ্টির অন্ন উপেক্ষিয়া ।

বিহুর। নহে শুধু বন-অধিষ্ঠাতা,
রাজগৃহেও সমধিক গতি !

ব্রাহ্মণ। এস দিই কলের সন্ধান,
সঙ্কের বা বর্তমানে তব ।

[উভয়ের প্রস্থান]

(গাহিতে গাহিতে বনাদিষ্ঠাজীর প্রবেশ)

বনাদিষ্ঠাজী ।

(গীত)

আসিছে সে হেথা নিপুণ নাবিক ইহ পরকাল নেতা !

রাখিয়াছে যেবা বাঁধিয়া ধরণী ধরমে করমে নতা ॥

এক হাতে আছে শাসন দণ্ড

অপরেতে শোভে অভয় ভাণ্ড

তাণ্ডারী সে যে কাণ্ডারী পথে গৃহবনজন পরিপাতা !

আমার যা আছে শক্তি সম্বল

বিন্দু মঙ্গল পরিণত বল

শ্রামল প্রভার প্রভাবে বিরচি দিকবধু শোভা ভূতা ॥

রেখেছি আবৃত্তা জড়তা ষতেক অবভূতে প্রকাশিতা ॥

[প্রস্থান]

(যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির । কতদিন হ'য়ে গেল,—

এসেছেন পিতৃব্য অরুণ্যবাসে ;

আমি কিন্তু নারিলাম সেবিতে চরণ,

সেবিছে বিদুর—ধর্মসার যিনি ।

সকলেই কুশ যোগাবলম্বনে,

তনুত্যাগে কৃতসঙ্কল্প শীত্বেই !

আশ্রম সদৃশ তাঁর আশ্রয়ে পশিয়া,

না দেখিয়া প্রথমে তাঁদের, মনে হ'ল—

স্বতি বুঝি সাথে ল'য়ে ফিরিতে হইল।

তারপরে গজাতীরে হ'ল দরশন,

পিতৃব্য বিদুর সেথা নাই, তনুলাম—

আসন্ন নিকাগ দেখে তিনিও পূর্বেই

আপন নিকাগ পথ খুঁজিতে তৎপর ।

প্রায় তিন বৎসর হইল—সেবা তার

করিয়া বহন, মেহপাশ হ'তে দূরে
 সরেছেন সমাহিত—মেধা নাহি হ'ল ।

(ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ । দেখিবারে যদি চাও এস মোর সাথে ।

যুধিষ্ঠির । কোথা তিনি ?

ব্রাহ্মণ । যোগাশ্রয়ে প্রাণবায়ু করিয়া সঙ্কোচ,
 তপোমগ্ন, বাহুজ্ঞান প্রায় তিরোহিত ।

যুধিষ্ঠির । চলুন, চলুন, দেখান আমারে । [উভয়ের প্রস্থান]

(কিয়ৎপরে ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ । দেখিয়া উন্মাদ ব'লে হ'ল ভ্রম মোর ;
 দৃষ্টিমাত্র উচ্ছ্বাসে ক্ষণে পলায়নে
 বৃক্ষলগ্নগাজ হ'য়ে দাঁড়াল চকিতে ;
 এ যেন বিস্ময়কর, বিচিত্র, নূতন ।
 কিন্তু এই পলায়ন—কি উদ্দেশ্যে
 বুঝিতে নারিহু, তবে কি এ মায়াভ্যাগ ?

নেপথ্যে । পিতৃব্য ! পিতৃব্য !
 আমি যে তোমার সেই প্রিয় যুধিষ্ঠির ।

ব্রাহ্মণ । তাই হবে, পাছে মেহাতুর বৃদ্ধ
 হয় মায়াবৃত্তি, তাই স্নেহার্থী বর্জন ;
 ওই তার নিমর্শন দর্শন আগ্রহ ! [ক্ষতপ্রস্থান]

(যুধিষ্ঠিরের পুনঃ প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির । দেখিলাম বৃক্ষ সন্নিধানে গিয়ে
 বিগতজীবন—লম্বমান শূন্য দেহ ;
 তবু ব্রাহ্মণগণ বলিলেন মোরে,
 বতিদেহ দাহ অসুচিত । কিন্তু এই
 তপোবন—পরিপূর্ণ কি মাহাত্ম্যে

এক ফোঁটা অশ্রু নাহি পড়িল মরমে ।
 পিতৃব্য ! পিতৃব্য ! শাপভ্রষ্ট দেব !
 চলে গেলে দেবদ্ব্যবিক্রমশেই ; ভায় ! ভায় !
 দাসীগর্ভজাত ভ্রাতা তুলিতে নারিলে,
 তাই নিলে মেহক্রোড়ে টেনে । পাণ্ডব !
 হারালে বিশিষ্ট বন্ধু নুতন করিয়া ।
 (বন্ধু শব্দ উচ্চারণে সহসা উৎকর্ণ হইয়া
 চিন্তাশক্তি প্রসারিতে)

কিন্তু কেবা এ ব্রাহ্মণ !—পরিচিত ব'লে
 ভ্রম, অযাচিত বাক্যবের ভূমিকা গ্রহণে
 ভাগ্য সম বুধিহীন ভাগ্য প্রবর্তনে
 ঘোরে ফেরে নিরন্তর সাহায্যে ?
 এখন প্রধান কাষ,
 নিয়ে যেতে হবে ফিরাইয়ে সবে ;
 কে দেখিবে—ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তীয়ে ?
 নাহি জানি—অশুকল হবে কি না হবে । (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য ।

বনভূমি ।

কুক । উপদেশ দেওয়া খুবই সহজ ; কিন্তু
 উপদেশ মতে চলা কত যে কঠিন,
 চিন্তা যেবা করে নি অধীন, পারে নাই
 রাখিতে স্বায়ত্তে, দীপশিখা সম স্থির
 থাকে কি সে নিবাত নিষ্কল্লো ?
 পরিণত বয়স্কমে—কর্ম অবসানে
 আত্মীয় বিচ্ছিন্ন হ'য়ে সাবহিত থাকা,
 যেখে একা—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা
 অকৃতি সমষ্টি ল'য়ে করেছে প্রয়াণ ।
 মনে পড়ে গান্ধারীর ক্রোধ, অতিশাপ,

সতীবাক্য—বহুবংশ ধ্বংস হনিষ্ঠর ।
 এসেছিল কতিপয় কথ আদি ঋষি
 মহান্ ভেজখা, তপস্বী,—সংযত বাক্য,
 তাঁদেরও উত্থাপ্ত ক'রে পরিহাস ছলে
 বৃষ্ণিবংশ বালকেরা পূর্ণ গর্তাকারে
 শাঘরে সাজিয়ে জিজ্ঞাসিল—ঋষি! বল,
 কি সন্তান করিবে প্রসব ? রুষ্ট হ'য়ে
 ঋষিরা উত্তর দিল—মুমল অধম ।
 সত্য সত্যই সে মুমল উপোদ্ভূতে
 বহু বংশ ধ্বংস হ'ল—করে পরিণত ।
 আমিও কি হব না আহত ?

(অর্জুনের প্রবেশ)

অর্জুন। কৃষ্ণ ! করিয়া সন্ধান বহু, আসিয়াছি—
 ধরিয়াছি পুনঃ, যাইতে দিব না তোমা ।

কৃষ্ণ। সখা ! অত্যজ্য এ বন্ধন যদিও,
 তথাপি যাইতে হবে ; সেও বে অত্যজ্য ।

অর্জুন। বলদেবেও হ'ল না দর্শন,—

কৃষ্ণ। বাস্তব অতীত তিনি ।

অর্জুন। লোকান্তরে ?

কৃষ্ণ। কর্ম অবসানে ।

অর্জুন। যে দ্বারকা—এতদিন সৌভাগ্য সম্ভারে
 ছিল পূর্ণ গর্ভ, পূর্ণ গর্ত, আজ সেই
 কারুণ্যের কীর্ণরশ্মি ধ'রে—এখনও
 রয়েছে দাঁড়ারে স্থির পূর্বস্থিতি ল'য়ে ।

কৃষ্ণ। তুমি যাও, ত্যজ মোরে অস্তিম সময়ে,
 প্রহ্মায়ের প্রিয়পুত্র বন্ধকে বন্ধনে
 শিখাইও নীতিভঙ্গ—যা তব আরম্ভে ।

অৰ্জুন । একান্তই বাবে তুমি ।

কৃষ্ণ । গীতাবাক্য করহ স্মরণ,
কোথা শোক, কিবা শোক হৃদয় শোষণ
এই যে নখর দেহ নহে ইহা আমি,
ইহাতেও না ছিলাম, না র'বও কতু ।
এই যে দেখিছ তুমি স্থাবর, জন্ম
এ সকলই আমার বিকাশ ।

অৰ্জুন । বুঝিয়াছি সেই দিনই—

প্রকৃতির স্রষ্টা তুমি, যাহ'তে প্রযুক্তি ।
কিন্তু এই যোগারূঢ়, সধা সমভাব,
সবিকারে নিরীকারে অচল অটল,
হেন ধৈর্য্য, এত বল—গাওঁবো তা পারে ?
ছিল সে যে চক্রেগতি অল্পশূন্য পথে,
অদ্বিত যা' রেখেছিল আদর্শরূপেতে ।

কৃষ্ণ । অৰ্জুন ! অৰ্জুন ! করিছ কি অল্পতব ?

এ নহে নিখর ভাব বাহু প্রকৃতির,
অন্তর স্তিমিত হ'য়ে আসে ; ওই শুন—
সমুদ্র কল্লোল, ওই শুন আবাহন গীতি !
তুমি যাও দ্বারকায়, পিতা বনুদেব
রয়েছে সেখানে, বুঝাও তাঁহারে গিয়া
বখাযোগ্য সাধনা প্রদানে ; সখা তুমি,
সদ্যবেশ নাহি কর হানি ।

অৰ্জুন । এর চেয়ে ঢের বড় আশ্চর্য্যবিসৰ্জন । (প্রস্থানোচ্চম)

কৃষ্ণ । (ছুটিয়া গিয়া) সখা ! সখা ! ব্যথা কিন্তু
মনে নাহি ক'রো । (অৰ্জুনের না কিয়রায় প্রস্থান)
বুঝিয়াছি—দেখিলে না চেয়ে,—
প্রত্যক্ষে ধৈর্য্যের বাধ স্বতঃই শিথিল । (ভিন্ন পথে পলায়ন

চতুর্থ দৃশ্য ।

দ্বারকা ।

অৰ্জুন ।

অবসাদ হ'তে

অবসাদ নিবিড় গহ্বরে

টেনে নিয়ে যায় মোরে নিরন্তর,

তথাপি থাকিতে হবে নিমেষ পালনে,

কর্তব্যোরে বড় ক'রে রাখিতে হইবে ।

কৃষ্ণবার্তা ল'য়ে—বসুদেব সনে দেখা

করিতে যাইয়া, তাঁর সেই বিগলিত,

কর যর অশ্রু সনে বিষাদে মিলিয়া,

বিষাদেরও মাঝে সেই কর্তব্য ইঙ্গিত,

কর্মের প্রেরণা—অচিরে ভাসিয়া যাবে

জলোচ্ছ্বাসে এ দ্বারকা ভূমি, রক্ষা কর

ভূমি—শিশু, নারী, বৃদ্ধ অসহায় জনে ।

জানিত সে কৃষ্ণ বেশ, কি ভাবে করিতে

হয় চালিত সকলে ; কি বলিছ,

এখনও আছ তুমি অন্তরে ব্যাপিয়া

উৎসাহের সনে সদা বাঁধি আপনারে ?

ওই আসে সমুদ্র-উচ্ছ্বাস, ভাসাইয়া

নিরে যেতে দ্বারকা প্রদেশ, তবে কি এ

সম্মার্জনা, পূজ্যজন উঠে গেলে

ল'র যথা নত জনে শিরে পদধূলি ?

শিশু, নারী, পাঠাইয়া দিয়াছি সকলি,

বাঁকি কিছু আছে কি না দেখিতে আসিয়া

অকস্মাৎ আসিল এ অপূর্ব প্রাণন ;

আমি যাই, আমা'পরে সমুদ্র তার ।

(অৰ্জুনের প্রস্থান ও জলোচ্ছ্বাসে সেই স্থান পরিপূর্ণ)

পটপরিবর্তন ।

বনপথ ।

দম্ভ্য । যার যত দারকার বর্জিত রমণী
 নানাবিধ অলঙ্কারে সুসজ্জিত হ'য়ে ;
 সুবর্ণ সুবোগ, আক্রমিলে কোনমতে
 দম্ভ্যবৃত্তি করিতে হবে না । (বংশীধ্বনি)
 ঐ, ঐ সব আসিয়া পড়েছে, ঐ—ঐ
 বিধবস্ত করিছে, লইছে বিচ্ছিন্ন করি ;
 ঐ শিশু উঠিছে চাৎকারি, ঐ নারী
 ধুলার লুটায় । [বেগে প্রস্থান]

(অর্জুনের প্রবেশ)

অর্জুন । কিছুতেই বাইতে দিব না,
 বাকি আছে যেই সব শিশু ও রমণী
 অত্পর্শ করিতে দিব না ।
 আমি কি গাণ্ডীবী সেই ?
 কোদণ্ড টঙ্কারে যার কুরুক্ষেত্র রণে
 জনে জনে দিল প্রাণ
 ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ আদি মহারথি সবে,
 যার বীর্যে মহেশ্বর সঙ্কট হইয়ে
 পাণ্ডপত অস্ত্র দিল পুরস্কার রূপে,
 ইন্দ্রাদিদেবতা যার সান্নিধ্য, সাহায্য
 সত্তত গৌরব জানে করিত প্রার্থনা,
 যে গাণ্ডীব করে আছে ব'লে,—
 যুদ্ধের প্রায়স্তে আমি দম্ভ সহকারে
 বলেছিহু বৃথিত্বেরে—ইচ্ছা যদি করি
 পলকে করিতে পারি কোরব নিপাত—
 হউক সে একাদশ অকৌহলী সেনা ।

(দস্যুৰ পুনঃ প্ৰবেশ)

- দস্যু। এৰ নাম পৰুণদ, নহে কুৰুক্ষেত্ৰ । (প্ৰহাৰোত্তৰ)
- অৰ্জুন। (ধনুতে জ্যা-আৰোপণ কৰিতে বাইয়া, বৈকল্যে)
এ কি, গাওঁৰ শিখিল, শূণ্ণ অক্ষয় তুৱীৰ,—
কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ !
- দস্যু। আৰ কৃষ্ণ !
কৃষ্ণ হত ব্যাধহস্তে—বাণেৰ প্ৰহাৰে ।
- অৰ্জুন। দস্যু হস্তে আমাৰও এ পৰাজয়—
সকলহে বিস্ময়কৰ, বিচিত্ৰ, অদ্ভুত ।
- দস্যু। কাৰ্য্যকালে সকলোৱেই ক্ষয়,
বিচিত্ৰে কিছূই নয় ।
- অৰ্জুন। তথাপি থাকিতে দেহ, দেহে ক্ষীণ প্ৰাণ,
দিব না তোমাৰে পথ আশ্ৰিতে ত্যজিয়া ।
- দস্যু। প্ৰাণে মোৰ নাহি প্ৰয়োজন,
প্ৰয়োজন ধন, ৰত্ন সংগ্ৰহ কেবল । (প্ৰস্থান)
- অৰ্জুন। এৰ চেয়ে প্ৰাণে বধও ছিল গৌৰবেৰ ।
গাওঁৰ ! গাওঁৰ ! বুথা দৰ্পে—হতগৰ্বে
স্তম্ভুকি আমাৰে তুমি কৰিলে নিপাত,
হ'ল না কি তব মানও ম্লান, পৰাহত ?
কি কহিব, বন্ধু তুমি, অত্যাচাৰ আমাৰ,
জুসময়ে বন্ধে ধ'ৰে কৰেছি চুৰন,
কক্ষে ল'য়ে কৰেছি বহন, আৰ আজ—
ও ! [ধনুকোপৰিঃমন্তকৰকা]

(দস্যুৰ পুনঃ প্ৰবেশ)

- দস্যু। আৰ আজ—আমাৰেই সন্মুখ হ'তে
ঐশ্বৰ্য্য হৰিমা, ল'য়ে যাৱ দস্যুগণ
নগণ্য, সামান্য বেবা জঘন্তোপজীবী ।

অৰ্জুন। গাওঁৰ! গাওঁৰ! এখনও সাতা দাঁও,
এখনও বান্ধে তই আমাৰই সন্মুখে। (দহাৰ আহান)
তথাপি নৌব? তথাপি না ছাড়িব তোমাৰে।

নেপথ্যে। কাৰ্য্যকাল নিঃশেষ তোমাৰ,
চলে এস স্বৰ্গেৰ দুয়াৰে;
এয়োজন হ'লে পুনঃ জগ্নিও ধৰায়।
(অৰ্জুনেৰ উৎকৰ্ণ হইয়া অবহান)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্বৰ্গপথ।

যুধিষ্ঠিৰ, ভীম, অৰ্জুন, নকুল, সহদেব ও দ্রোণদী।

যুধিষ্ঠিৰ। ভ্রমাস্থক প্ৰতি জীব,
ঋষিদেৱও হ'ৱে থাকে ভ্ৰম;
ক্লেশ পেয়ে অবহেলা কৰেছি তখন,
উতক নামেতে ঋষি
তিনিও অমৃত পেয়ে হাতের উপরে
সুজ্ঞ জানে ত্যজিলেন উপেক্ষিয়া তাহা।

ভীম। তাব'লে চণ্ডাল মুঞে—

যুধিষ্ঠিৰ। নহে সে চণ্ডাল, দেবৰাজ ইন্দ্ৰ তিনি;
দেবতা প্রচ্ছন্ন হ'ৱে মানবের সাথে
দেখা দেন এই মত।
ক্লেশ তাহা হ'ৱে অবগত
হইলেন উপস্থিত সে ঋষি সন্মুখে।
ঋষি পুনঃ নিবেদিল সমস্ত ঘটনা,
চাহিল করুণা—পাই যেন মৰুভূমে
জল, হই যদি তৃষার্ত কখনও।

তখান্দ বলিরা কুক হলেন স্বীকৃত,
উত্তর মেঘের নামে বাহা অভিহিত ।

অজ্ঞান । সখা রূপে মোরা তাঁরে করেছি গ্রহণ,
যেয় জ্ঞানে ঋষিগণ, বশোনা গোপাল,
ব্রজাবনা গণে সবে ব্রজের সর্বস্ব ।

বুধিষ্ঠির । তাঁর সেই চিরপুণ্য সান্নিধ্যে, সম্পর্কে
চলেছি স্বর্গের পথে সশরীরে মোরা ;
নতুবা এ অসাধ্যসাধন, পারে নাই
ত্রিশকুণ্ড বা, নহুও হইরা ভ্রষ্ট
ছিলেন ভূজঙ্গ রূপে বায়ুন পর্কতে ।

ভীম । অগস্ত্যের অভিশাপই কারণ সেখানে ।

অজ্ঞান । আমি ববে স্বর্গ হ'তে ইচ্ছা অক্লান্ত
শিখিরা সর্কাজ্জবিজ্ঞা আসিলাম ফিরে,
তখনতো আপনারই পবিত্র সম্পর্কে
উদ্ধার হলেন তিনি সর্পদেহ হ'তে ।

ভীম । না আসিলে আপনি সেখানে, সে বিরাট
অজগর—করিত আমারে গ্রাস
সেই দণ্ডে—সেই ব্যাস্ত বদন গহ্বরে ।

বুধিষ্ঠির । আমিও বহুপি তাঁর বিহিত উত্তর
না দিতে পারিলে, তিনিও আমারে
গ্রাস—করিতেন বিনা আপত্তিতে ।
প্রশ্ন তাঁর—ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে ;
সত্য, দান, তপঃ, ক্ষমা, দয়া যার
অঙ্গের ভূষণ, অগতে ব্রাহ্মণ সেই ।
তিনি সেই বাণী—আশীষ অর্পণে তিনি
মুক্ত হ'য়ে গেলেন অক্ষর স্বর্গে ।

ভীম । একাসনে ব্রাহ্মণের সমুপবেশনে
স্বর্গচ্যুতি—এই তুচ্ছ কারণ সেখানে ?

- যুধিষ্ঠির। সমুপবেশন নহে কারণ, কারণ
তুল্য বোধ, স্পর্ধা তাঁর মনে।
- দ্রোণদী। ধর্মরাজ ! আপনারই পুণ্যের সম্পর্কে
চলিয়াছি আমরাও স্বর্গীয় আবাসে।
- যুধিষ্ঠির। দ্রোণদি ! গৌরব তব দিগন্ত বিস্তৃত,
তথাপি সর্বদা তব অক্ষমতা ভাব
ক'রে থাকে বিনয়ই প্রকাশ ; বিনীত যে—
সর্ব স্থখ সৌভাগ্য আধার, স্বর্গ তার।
- দ্রোণদী। এতদিন একসঙ্গে করিয়া বসতি,
একদিনও দেখি নাই গর্কের আভাষ
মুখে, চোখেও ফুটিয়া উঠিতে ; বার থাকে—
বুঝি বা সে দেখেও দেখে না।
- অর্জুন। শুধু কি তাহাই ? বিচারের
পক্ষপাতহীন ব্যবহারে—উড়াইয়ে
কৌন্তিল্যব্রজা, সমেথলা পৃথিব্যেক
সাক্ষীরূপে ইন্দ্রপ্রস্থে বসারে বজ্রেরে,
পর্যাক্ষিতে হস্তিনায় করিয়া স্থাপন
শৃঙ্খলা ও সংঘমের বাধিয়াছ বাধ,
করিয়াছ দৃঢ়ভিত্তি অক্ষয় স্বর্গের।
- যুধিষ্ঠির। তাই ! তাই ! রাজ্য কি আমার ?
সে যে ভোমাদেবেরই কৌন্তিল্যক ধন ;
নতুবা এ সূর্য্যবংশ প্রখ্যাত গৌরব
পারিত কি যুধিষ্ঠির রাখিতে অক্ষত ?
- অর্জুন। রাখ নাই অক্ষত কেবল,
করিয়াছ উন্নত, বর্জিত।
- যুধিষ্ঠির। রাজত্বের বস্ত্র আরোজন, অখমেধে
কৃতিত্ব স্থাপন, কার সাধ্য—
বিনা এই সপ্রাত্তক তাই ভীমার্জুন ?

জ্যোপদী। আশ্রয় আশ্রিত, পূজ্য ও পূজক,
রাজা প্রজা, ভূমি জল নিত্যৈকসম্বন্ধ ।

যুধিষ্ঠির। জ্যোপদী ! জ্যোপদী !

ভীম। ক্ষম রাজা, ক্ষম অপরাধ,
বৃত্তরাষ্ট্রে দিই নাই দিতে
ঠাঁহার প্রাণিত অর্থ অস্তিম সময়েও,
সুখিলাম—অর্থ নহে বড়, বড় প্রীতি ।

যুধিষ্ঠির। তার তরে করিয়াছি বহু তিরস্কার ;
কিন্তু তুমি পরীক্ষিতে সর্বত্র অর্পিত
কি ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখায়ে এসেছ,
তুলনা কি হয় তার ? নকুল ও সহদেব !
মাতৃপদে অর্থ্য দিতে—

সাথে ল'য়ে এনেছি যে আজ, এর চেয়ে
যুধিষ্ঠির—নাহি জানে বড় গর্ব আর ।
মাত্রী ! মাত্রী ! সহস্রতা জননী আমার !
ত্যাগি পুত্র, ল'য়ে স্বামী সেবা তার
কুন্তী হ'তে বড় দৃষ্টান্ত ধরেছ,—
করেছ নারীর জন্ম সার্থক ধরায় ।

নকুল। যোগ্য পাত্রে তারই কারণ ;
কুন্তীদেবী না করিলে সম স্নেহ দান,
সমান আদরে পুষ্ট না করিলে তিনি,
এমন আশ্রয় পেয়ে সম্বন্ধ না হ'লে,
মাতৃপদে অর্থ্য দিতে হ'ত কি সক্ষম
পিতৃমাতৃ হীন—দীন যুগ্ম এ অজুহা ?

যুধিষ্ঠির। নহে তোরা অজুহা আমার,
তোরাই অগ্রজ—পথ প্রবর্তক ।

জ্যোপদী। স্বামী ! দেখ,—দেখ,

আগিছে কুকুর এক প্রথম অবধি
অবিচ্যান্তে পাছে পাছে পথ অলুসরি ।

বুধিষ্ঠির। সতাই বিশ্বকর । (সকলের প্রহানোভোগ)

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

অর্গের অপর পথ ।

বুধিষ্ঠির। হারালাম একে একে সমস্ত সম্পদ
সজীব, মেধাবী, কর্ম সচিব বাহারী ;
প্রথম জ্যোপদৌ, জিজাসিল ভোম—
জ্যোপদৌ হ'য়েও সতী কেন বা অগ্রেই
গমনে অক্ষম হ'ল ? দিলাম উত্তর—
অর্জুনের প্রতি তার সমধিক প্রীতি,
এই পক্ষপাতে তার ঘটেছে বিচ্যুতি ।
দ্বিতীয় সে সহদেব কনিষ্ঠ হ'লেও
অন্তরে অন্তরে তার ছিল অহমিকা—
আমি জানো, অনন্তধা, বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ।
তৃতীয় নকুল—রূপগর্ব্বী, অভিমানী ।
চতুর্থ অর্জুন—বীর্যবান, তৃণজ্ঞান
করিত সবারে, বলিত সে পারি আমি
পলকে করিতে পাত জিলোক গাণ্ডীবে ।
পঞ্চম সে ভীম—নাহি দিত ভক্য, ভোজ্য
অগরে সহসা, একাকীই উদরস্থ
করিতে চাহিত ; কিন্তু সেই অলুসৃত
কুকুর এখনও—চলিছে আমার সাথে,
কখনো পিছারে পড়ে—কখনো বা কাছে ।

(ধর্ম্মের প্রবেশ)

ধর্ম্ম। নহি আমি কুকুর, ধর্ম্মজ !
আমি ধর্ম্ম, সহযাত্রী, পৃষ্ঠ সংরক্ষক ।

বুধিষ্ঠির। কি বলিলে, নারিলাম বুঝিতে স্বাধার্য্য ।

ধর্ম্ম। বৃদ্ধাইরা দিতেছি তোমারে ; মনে পড়ে—
একদিন বনবাসে প্রবেশ উন্মুখে
হঁতাশে কাতর হ'লে, নৃধ্যরূপে আমি
দিন্নাছিহু স্থালী এক সম্পন্ন, স্বচ্ছল ?

বুধিষ্ঠির। সে যে মোর জীবনের প্রথম স্মারক ।

ধর্ম্ম। তারপরে বৈতবনে ভ্রাতৃগণ হারা,
রাজ্যোদ্ধার মুখ্য উদ্দেশ্য হ'লেও
চাহিলে নকুলপ্রাণ ত্যজি ভামার্জুন,
সর্ব্বাঙ্গে সকল আশে দিয়া অলাঞ্জলি ?

বুধিষ্ঠির। মনে আছে ব্রাহ্মণের মন্বদণ্ড
করিতে উদ্ধার, যুগেয়ে করিতে বধ
করেছিহু আদেশ নকুলে ।

ধর্ম্ম। আমি সেই নৃধ্য, সেই যুগ, সেই সে কুকুর ।

বুধিষ্ঠির। সেই বন্ধ পূর্ব্বহিতৈষী আমার,
করেছিল যেথা পঞ্চ ভ্রাতৃপ্রাণ দান ?

ধর্ম্ম। তোমারে তো পারিনি বধিতে ; কিন্তু
বিস্মিত পরম,—এখনও সেই
সমভাব, সেই ভ্রাতৃপ্রীতি,
সেই ভক্তবৎসলতা, ধর্ম্মাহুসরণ,
দুশিতেও অত্যন্ত ভাব—বন্ধে আলিঙ্গন ।

বুধিষ্ঠির। আশ্রিতে কি থাকে কহু বিকলবকাশ ?

ধর্ম্ম। ইন্দ্র এসে করে নাই তোমা অহরোধ ?

বুধিষ্ঠির। করেছিল, বলেছিল ত্যজ এ কুকুরে,
দিতেছি বিমান এক স্তম্ভগম্য বান ।

ধর্ম্ম। এইমাত্র ?

বুধিষ্ঠির। ইয়া, এখনই ।

- ধর্ম । তবু মা চাহিলে স্বর্গ দুর্লভ, নিজস্ব ?
- বুধিষ্ঠির । আমি করি'নাই ত্যাগ ভ্রাতৃগণে,
ভ্রাতৃগণ ভাঙ্গিল আমারে ।
- ধর্ম । দেখিতে কি চাও তুমি পূর্বপুরুষেরে,
স্বর্গগত ধীরা—উপবিষ্ট দেবসনে ?
- বুধিষ্ঠির । দেবসনে বসিবার স্পর্ধা নাহি ধরি,
পাই যদি চরণে আশ্রয়, থাকি যদি
ভ্রাতৃসমবাসে, সেবিব অনন্তমনে,
করিব দাসত্ব চির সৌভাগ্য ভাবিয়া ।
- ধর্ম । ভাগ্যবান্ ধর্মসেবি ! ধর্মের নায়ক !
ধর্মসার স্মৃতি সমষ্টি—রাখিয়াছ
সবই স্বীয় আয়ত্তে—আবালা ;
ধন্য তুমি, ধন্য তব কৃতিত্ব কোশল ।
ইন্দ্রও আসন ত্যাজ তব আবাহনে
গৌরবে গৌরবরাশি চাহে বিনিময় ।
- বুধিষ্ঠির । গৌরবই দ্বিতীয় স্বর্গ কল্লাস্ত বিহিত,
যদি নাহি থাকে সেথা অহমিকা বোধ ।
- ধর্ম । সন্দেহ তোমারও তাহে ?
- বুধিষ্ঠির । সন্দেহ যে প্রতি জীব ।
- ধর্ম । আশ্রয়ার্থে কৃষ্ণও যাদের—
- বুধিষ্ঠির । কে কার আশ্রয় ? —কি বলিছ,
শুনিতে চাহিনা তব দ্বিতীয় বচন ।
- ধর্ম । আত্মপ্রাণা শোনা পাপ,
বুঝিয়াছি ধর্মবেত্তা ! ধর্মের নিদেশ ।
সর্ববিধ পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ তুমি,
আসিছে বিধান ওই—কর আরোহণ ।

বুধিষ্টির। বলিয়াছি একবার, বলিতেছি পুনর্বার,
চাহিনা—

ধর্ম। পাণ্ড বনি ভ্রাতৃগণে সেথা নয়শন ?

বুধিষ্টির। সেই মোর স্বর্গবাস, কাজিঁত আসন। (বিমান আগমন)

ধর্ম। চাহ নাই যেতে তুমি তাজিরা কুকুরে,
এস সেই কুকুরেরই সাথে।

(ধর্মের আরোহণ ও বুধিষ্টিরের অভ্যুগমন)

তৃতীয় দৃশ্য।

স্বর্গ।

কৃষ্ণ। কেন ধর্মরাজ। কেন এ বিরক্তি ?

বুধিষ্টির। চাহি না এ স্বর্গ আমি।

কৃষ্ণ। বিরাগের কারণ কি শুনিতে পাই না ?

বুধিষ্টির। এই কি বিচার ? এই কি বিচার ?
যেইজন জন্মাবধি ক্রুরতা সহায়—

কৃষ্ণ। কার কথা বলিতেছ ? দুর্ধ্যোধন ?
সময়ে যে বীর দেয় প্রাণ বিসর্জন
স্বর্গ যে তাহারও প্রাপ্য।

বুধিষ্টির। ক্ষেপাত্মক স্বরে যেবা এখনও তোমা—

কৃষ্ণ। বলিতেছে—অথক্কাণ্ডে দুর্ধ্যোধন
চিরদিন করিয়াছে বাস, অথক্কাণ্ডে
কাকে বলে নাহি জানে কত ?

বুধিষ্টির। কেননা বলিবে।

কৃষ্ণ। কেন, দেখে হিংসা হ'ল ?
প্রাতি নয় অথো দুঃখে সম অধিকারী ;
আলোকে যে করে বাস
রাজি কি না দেখে সেইজন ?

দুর্যোধন হ'ত যদি রণে পরানুখ
করাস্ত নরকবাস ঘটত তাহার ।

যুধিষ্ঠির । তাই সে করিছে দস্ত, বলিছে নির্ধোষি—
কি কপট ! কি দোষ আমার প্রতি ?

কৃষ্ণ । শুন তবে ক'হ তব্বক্তা, যেইজন
অন্ন পূণ্য উপার্জন অধিকারী, সেই
করে অগ্রে স্বর্গভোগ, পরে দীর্ঘকাল
আজন্ম নরকভোগে কাটায় জীবন ।
তুমি যে দেখিলে গিয়া নরক—বীতৎস,
কিন্তু তার পুতিগন্ধ আবর্জনা আদি
পারে নি ইন্দ্রিয়পথ রোধিতে বারেকও ।
নিজ্রাতুর নাহি যদি প্রভাত আশ্বাদ
পায় তার জীবনে কখনও,
পার্শ্বক্য, মাধুর্য্য কিবা কেমনে বুঝিবে ?
কেন সে চাহিবে পুনঃ পরিত্যজ্য পথ ?
এই ঘাত, প্রতিঘাত—স্মৃতি, দুষ্কৃতিই কর্মকল ।

যুধিষ্ঠির । কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! গীতা হ'তে গেয় এবে,
ধ্যেয় হ'তে অন্তব্য সতত ।

কৃষ্ণ । পাত্র ভেদে শিক্ষার আদান,
আধেয়েই পূর্ণতা বিকাশ ;
এরি অন্ত ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ
আকাঙ্ক্ষিত নৈতিক জীবনে ।

যুধিষ্ঠির । কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ !

কৃষ্ণ । বাস্তবই যে বলবান, পরীক্ষা আগার ।

যুধিষ্ঠির । কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ !

কৃষ্ণ । কর্মবীরে ধর্মবীরে ইহাই পার্শ্বক্য,—
অজ্ঞান ও যুধিষ্ঠির । (যুধিষ্ঠিরের অবনমন)

কর্মময় জ্ঞান আরাধনা,
জ্ঞানময় কর্ম আরাধনা
পার্থক্য বে কত হৃদয় ; হে হৃদয় সাধক !
নহ তুমি সেবক কেবলই,
সেবাই সাধনা—সাধনাই সেবা ।

বুধিষ্ঠির । গীতা হ'তে অতি গীতা শুনায়ে আমায়ে,
শুনিলু অপূর্ব গাথা,
বুঝিলু নেতৃত্ব তব কেন নিরবধি ।

কৃষ্ণ । আমায়েও নিতে হয় জন্ম ধরাতলে
মানব আকারে মনুষ্যসংহিতা বিধানে ।

বুধিষ্ঠির । কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ !

কৃষ্ণ । আমিও তো বড় নয়, বড় হ'তে
অতি বড়, পর হ'তে পরাংপর,
কার্য হ'তে অতিকার্য পাই দরশন,
করি তাঁর আদেশ পালন,
ইহাই শ্রেষ্ঠত্ব মোর ।

বুধিষ্ঠির । তম রজঃ অতীত সে ধন,
সেই পুণ্য, চির পূর্ণ শাস্ত্রত চেতন
চিন্ময় আধার মাত্র, আনন্দে মগন ।

কৃষ্ণ । সে আনন্দ অধিকারী কয়জন হয় ?
তুমি, আমি তারই উপাসক ।
আরও কি দেখিতে চাও করহ প্রকাশ,
ভোগ বাহ্য অনেক নীচেয় ।

(ধর্মের প্রবেশ)

ধর্ম । সত্য ইহা, এর পরে স্থান
ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ একে অবস্থান ।

কৃষ্ণ । শুধুই ঐচ্ছন্য, শুধুই গৌরব ময় ।

বুদ্ধিষ্ঠির । পাণ্ডু ! পাণ্ডু !

কৃষ্ণ । অগ্ন তব ধর্মের ঔরসে,
সেই ধর্মই পাণ্ডব পতাকা,—
লক্ষ্য, নিত্য সহচর ।

ধর্ম । কৃষ্ণ যেথা ধর্ম সেথা, পতাকা ইহাই ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

গোলোক

অর্জুন ও কৃষ্ণ বেশে পার্কর্তী ।

অর্জুন । কৃষ্ণ ! সখা !

পার্কর্তী । তুমিই করেছ সখা ! ভ্ৰমার হরণ ।

অর্জুন । তুমি তবে গিয়াছিলে কেন ?

পার্কর্তী । এ কেন'র উত্তর অর্পণ,
স্মরণ অতীত মোর ;
বহু চিন্তা করিয়াছি, বহু অঘেষণে
এরও দূর লক্ষ্য প্রাতি ছুটিয়া গিয়াছি,
স্বাতি লুপ্ত, মেধা অপারগ ! তুমি প্রিয় !
বলনা আমারে, জান যদি এর পরে ?

অর্জুন । এ কি এ বিন্দুতি, এ কি উন্মাদনা !

পার্কর্তী । বল, বল, সত্য ক'রে বল ?

অর্জুন । তুমি যদি নাহি জান আমি কি বলিব,
আমারে চালিতে তুমি সারথির বেশে,
আমারই কর্ণের পথে ঋষতারার স্রোত,
আমারই সম্মুখে ধরি লক্ষ্য অল্পপম—

পার্কর্তী । আমি কিছুকরি নাই, আমিও চালিত ।

অর্জুন । কি বলিছ, সবই প্রহেলিকা ।

পার্কভী । বিশ্বয়ই জগত ।

(রমণী মূর্তি ধারণ)

অৰ্জুন । এ কি ! এ কি ! কে তুমি ?

রাধিকা ! রাধিকা !

(নারায়ন মূর্তি ধারণ)

পার্কভী । নারায়ন !

অৰ্জুন । কেন প্রিয়ে ! কেন মোরে করিয়া গোপন,—

পার্কভী । আমি কি কারণ ? আমি কি কারণ ?

(অঙ্গে অঙ্গ সমাবেশে)

যজ্ঞী তুমি, তুমি নারায়ন. কর্মসথা—

জগতজীবন, বাহু জগতের সাথে

পরিচিত হ'তে, উৎকর্ষ করিতে ওণ,

ষশোরাশি বিকীরণে—

অৰ্জুন । কি বলিছ, সবই শুনি বিপরীত বাণী,—

পার্কভী । নারী নর, নর নারী, কার যে ইজিতে—

অৰ্জুন । কেবা নাহি জানে এ জগতে

তুমি নারায়ন, ধনজয় সখা,

তুমি কর্ম প্রবর্তক, পাণ্ডব সারথি,

তুমি নিখিলের সার, সমষ্টি বিচার,

পারাবার কর্ণধার, সংসার তরণি !

পার্কভী । জানিবারও পরে বুঝি আছে জানিবার,

এ জানা'র কিছুতেই শেষ নাহি হয় ।

অৰ্জুন । জন্মও কি সেইরূপ ?

পার্কভী । একই রূপ ; আমারে এ জিজ্ঞাসা কেন বা,

এখনও উত্তর আমি দোব ?

অৰ্জুন । আমি আর কারে চিনি ? তোমা বই কারে জানি ?

পার্কীতি । (বাহুপাশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া)
আমি দূরে, বহু দূরে । (ক্রমশঃ অপসারণ)

অর্জুন । কোথা বাও, কোথা বাও ?

পার্কীতি । অংশ তুমি, চলিলাম পূর্ণ হ'তে । (মিশ্রাণন)

পটপরিবর্তন । শিবলোক ।

হরপার্কীতি ।

মহাদেব । প্রিয়ে !

পার্কীতি । লজ্জা কি করে না ?

মহাদেব । লজ্জা কি আবার,
গোলোকে শ্রীরাধা তুমি—

পার্কীতি । তার জ্ঞান নয় ;
নারী হ'য়ে নররূপে লভিয়া জনম,—

মহাদেব । আমি পারি মর্ত্যলোকে
নারী হ'য়ে সেবিতে চরণ,—

পার্কীতি । তাইতো যমুনা তটে—হ'য়েছিল
বলিতে আমারে, “দেহি পদপল্লবমুদারম্” ।

মহাদেব । প্রিয়ে ! হ'ল না কি নূতন আনন্দ ?

পার্কীতি । উপভোগ, পূর্ণ উপভোগ ।

মহাদেব । মান' এই কথা ?

পার্কীতি । উদ্দেশ্য বিহীন নয়, ইহাই বৈচিত্র্য ;
বহুরূপে লক্ষ্যপথে নারায়নে পেয়ে
কুরুক্ষেত্রে সংশোধিয়ে ক্ষেত্রের জড়তা,
অনাবিল, পঙ্কজ ত হয়েছে জগত ;
পৃথিবী শস্যায়মানা, প্রকৃতি সুকলা ।
কিন্তু অজ নাম করিয়া বিশেষ,—

মহাদেব । মহে ত্রিয়ে ! শিবস্ব নাশিরা,
অংশরূপেই সর্বত্র বিকাশ ; শুধু কি তাহাই ?

পার্কীতী । আরও কি ?

মহাদেব । একমাত্র কল্পা হ'য়েও
পার নাই করিতে সঙ্কট,
পূর্ব জন্মে জনক জননী—

পার্কীতী । সে কি ?

মহাদেব । নন্দ দক্ষ, পিতা তব, বশোদা—জননী !

পার্কীতী । করিরাছি আমি তো গীড়ন ।

মহাদেব । তাঁরা তো সঙ্কট ।

পার্কীতী । হে সর্বভূ ! আশুতোষ !

মহাদেব । করিলাম সে আশা পূরণ ব'লে ?

পার্কীতী । অর্জুন যে দাঁড়ায় এখনও ।

মহাদেব । বলভদ্র আগেই এসেছে, অর্জুনেও
করি আকর্ষণ ; অর্জুন ! অর্জুন !

অর্জুন । (উৎকর্ণ হইয়া)

একি, একি এই আশ্চর্য-উপবোধ !

একি এ অদ্ভুত স্মৃতি, বিচিত্র আভাষ !

একি, কার এ ইঙ্গিত ? তুর্কোধ্য, হৃত্যজ্য । (গ্রহান)

মহাদেব । দেখিলে সে অন্তর্হিত, মিলিত আমাতে ?

(পার্কীতীর বিন্মিতাবলোকন)

বিন্ময়ের কিছু নাই ;

আমারই অপর মূর্তি বিকুশলিত ঘর

বলভদ্র, ধনঞ্জয় নামেতে বিখ্যাত ।

মনে কি পড়ে না বধন সাহায্য তরে

নারায়নে সঙ্গীকূপে করিলে প্রার্থনা ?

- পার্কীভী । কেবা আমি, কেবা আমি ?
- মহাদেব । তুমি সেই পূৰ্ব্বপ্রিয়া দক্ষকণ্ঠা সতী,
অপূৰ্ণ আশ্বাদে ঘেবা অকালে, ঘোবনে
দিয়ৈছিল আশ্বার আর্হতি, স্ফুটোন্মুখ
কুসুমকোরক তুল্য এ চাক্ষু প্রীতিমা ।
- পার্কীভী । পড়িতেছে মনে, পিতা মোর বিদেঘ বশতঃ
করেছিল শিবহীন বজ্র আয়োজন ।
- মহাদেব । আমারই অপদ মূর্তি রুদ্রদেহ হ'তে
রুদ্রগণ আবিভূত—উন্মত্ত হইয়ে
করিলে সে বজ্র পণ্ড, বধিলে দক্ষেরে,
তুমিই কাতর হ'য়ে স্বদেহ ত্যজিয়া
চাহিলে পিতার প্রাণ, পূর্ণ বজ্র তাঁর ।
পাছে আমি মৃত দেহ স্ফঙ্কে ল'য়ে তব
করি দিকে দিকে—সবীভৎস নৃত্য অহোরহ,
তাই বিষ্ণু চক্র সূদর্শনে
খণ্ড খণ্ড করি সেই সুবর্ণ প্রীতিমা
নানা তৌর্থে নানা অঙ্গ দিল ছড়াইয়া ।
- পার্কীভী । প্রিয়তম ! ওকি, আমি তো জীবিত ।
- মহাদেব । অগ্নি চিরজীবিত স্নানরী ! (হস্তদ্বারা চিবুক স্পর্শ)
- পার্কীভী । বিকৃতেই এইরূপ হ'য়ে থাকে যদি,
না জানি প্রকৃত যদি হইত প্রত্যক্ষ—
- মহাদেব । অভিনেতা কুশল তাহ'লে ?
- পার্কীভী । হাসি দেখে অন্তর্হিত হইল আতঙ্ক ।
- মহাদেব । সত্যই রোমাঞ্চে কুশ করিয়া ফেলোছি ।
এখনো চোখেতে যেন সচকিত ভাব,
- পার্কীভী । কিছু নয়, বিশ্বাসেরই প্রকাশ হবে বা ।

মহাদেব । (দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া)

কিছু নয় ব'লে আজ উপেক্ষা করিছ,

কিন্তু মনে হ'লে সেই দিন—

পার্কীভী । অকারণে সে চিন্তায় কেন ব্যথা পাও ?

মহাদেব । না প্রিয়ে ! অমূল্যত্বই কারণ তাহার !

পার্কীভী । বুঝেছি তা' । (বক্ষে হস্তাবমর্ষণ)

মহাদেব । এ কি স্পর্শ—অমৃত দিগ্ধন,

এ কি বাণী—সম্ভূত প্রলেপ ।

পার্কীভী । থাকি যেন জন্ম জন্ম আশ্রিত চরণে ।

মহাদেব । পুনঃ বাবে, পুনঃ বাবে ?

পার্কীভী । এ কি এ আতঙ্ক ?

মহাদেব । বলেছি তো—অমূল্যত্বই কারণ সেখানে ।

পার্কীভী । বামদেব নামই কারণ ।

মহাদেব । কেন, করিলার আমি উপহাস ?

পার্কীভী । বিপরীত অর্থ তো করিলে ।

মহাদেব । প্রিয়ে ! বিপরীতই হয় যেন । (পুনঃ দীর্ঘনিঃশ্বাস)

পার্কীভী । শঙ্কর ! শঙ্কর !

মহাদেব । পাদবন্দনার নহে এ সময়,

চল—পূর্ণাঙ্গের পূর্ণতা সাধিগে ।

(কক্ষবেষ্টনে অবতরণ)

নগেন্দ্রনন্দিনী ! হিমালয়হতা !

কত ধৈর্য, চমৎকারিতা সকাশে ।

পার্কীভী । বিজ্ঞপাত্রে শোভাই হয়েছে ।

মহাদেব । শীর্ষে জটা—

পার্কীভী । বৈধ্য পরিচয় ।

মহাদেব । সেই একই কথা ;—
 যোগ্য সনে যোগ্যের মিলন,
 পার্কর্তী । বিধির নির্বন্ধ ।
 মহাদেব । বিধি আর কাকে বলে ?
 পার্কর্তী । এও বিপরীত ।
 মহাদেব । এত চতুরতাও জ্ঞান ?
 পার্কর্তী । কিবা নাহি শিখায়েছ ।
 মহাদেব । চলিছ, ফিরিছ বেন রাগিণী ঝঙ্কার ।
 পার্কর্তী । নট দেখে সর্বত্র নৈপুণ্য ।
 মহাদেব । ভাল, অভিনয়ই ।

(উভয়েরই নিঃসরণ)

পঞ্চম দৃশ্য ।

কক্ষ ।

সতী । ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আমি বাব ।
 মহাদেব । কোথা যাবে প্রিয়ে ! বিনা নিমন্ত্রণ,
 সতী । কস্তা যাবে পিতারে দেখিতে,
 বৃদ্ধিতে তাঁহার কিবা কস্তাগতগ্রাণ,
 এর মধ্যে থাকিতে পারে না—অভিমান,
 কিবা নিমন্ত্রণ কথা উঠিতে পারে না ।
 মহাদেব । তথাপি আমারে ত্যজি—
 সতী । একদিন, একদিন প্রিয় ! চরণে মিনতি—
 একদিন দাও অহুমতি,—
 মহাদেব । একদিনই হয় যদি অনন্ত বিচ্ছেদ ।
 সতী । হবে না ; আসিব, আবার আসিব আমি ।
 মহাদেব । বলিছ যখন তুমি ;
 না—না, কাব নেই গিয়ে ।

- সতী । ফিরিব, নিশ্চয় ফিরিব ।
- মহাদেব । সতী ! সতী ! সৌভাগ্যসন্নিহিতা !
নিরাশ্রয় করিয়া আমারে—
- সতী । আশ্রিত কি থাকে কভু আশ্রয় ত্যজিয়া ?
- মহাদেব । তুমি যে তা পারিবে না সহিতে কোমলে !
- সতী । খুবই পারিব ;
শিব দীমন্তিনী আমি, আমি না পারিব ?
- মহাদেব । তাইই তো পারিবে না ।
- সতী । তাই বল—যেতে দেবে না আমারে ।
- মহাদেব । তোমারে বারণ করি সে সাধ্য আমার ?
- সতী । করিছ বারণ, মুখে বলিছ অন্তথা ।
- মহাদেব । প্রিয়ে !
- সতী । আসিব, নিশ্চয় আসিব আমি ।
- মহাদেব । আসিবে ?
- সতী । নিশ্চয় আসিব প্রাণাধিক !
- মহাদেব । জীবিত সর্বস্ব !
- সতী । বুঝিয়াছি চিত্তকোভ দমন কারণ,
- মহাদেব । না—না, তাহা নয় ;
আমি উগ্র, আমি শূলধর,
কঠে ধৃত কপাল মালিকা,
- সতী । তুমি যে আমার প্রিয়, নবন আনন্দ,
সতীর গৌরব নিধি, বাহিত সর্বস্ব ।
- মহাদেব । একান্তই বাবে যদি—
- সতী । প্রতিশ্রুত হইতেছি চরণ পরশে,

মহাদেব । ছেড়ে দেবে, পুনরায় ভ্রমিতে আমরা
ছেড়ে দেবে আশানে আশানে ?

সতী । কেন এ অজ্ঞথা মনে ?

মহাদেব । ধৈর্য্য যদি থাকে দূরে,

সতী । জটাভারে ক্ষমতা কি নেই ?

মহাদেব । দেখ—দেখ, কি প্রতিমা দিই বিসর্জন ।

সতী । লইতেছি পদধূলি আঁচলে বেড়িয়া,
আবার আসিব ব'লে রাজ-অন্তঃপুরে ।

মহাদেব । সতী । সতী ! (দক্ষিণ হস্তে চক্ষুর্ধ্ব আবরণ)

সতী । কেঁদো না, কেঁদো না স্বামী !

(মহাদেবের গ্রন্থান)

চলিয়া গেলেন শিব,
সত্যই অশিবা আমি, অশুভ সাধিকা ।

নেপথ্যে । দেবী, প্রস্তুত পুষ্পক ধান ।

সতী । চল, যাই ;
স্বামী ! অপরাধ নিও না আমার ।
(ধন ধন পশ্চাতে অবলোকন ও গ্রন্থান)

পট পরিবর্তন ।

দক্ষালয় ।

সতী । কি দেখিতে এলাম এখানে,
কি শুনিতে, কি করিতে পতিসদ্য ত্যজি ?

নেপথ্যে । সতী ! সতী !

সতী । বড় নর সন্তানের স্নেহ, বড় জেন ;
অবশেষে ছাগমুণ্ড করিয়া ধারণ,
ছাড়িছ না তবু দর্প, গর্ব্ব, অহঙ্কার ।

নেপথ্যে । সতী ! সতী !

সতী । গর্ভ শোভা পায় তার,
শক্তি যার থাকে মূলে ;
কিন্তু দর্প তাকে বলে—অযোগ্যে যা' আকাশন ।

নেপথ্যে । সতী ! সতী !

সতী । উভয় সঙ্কট মোর—পিতা, পতি ;
একদিকে জন্মদাতা—অন্যদিকে
জীবনের সাথী, একদিকে
কর্তব্যবন্ধন—অন্যদিকে অত্যজ্য প্রণয়,
একদিকে আত্মপাত—অন্যদিকে
আত্মার উন্নতি ; সতী, সতী,
বেছে নাও কোন্ দিক নেবে । (প্রহানোত্তম)

নেপথ্যে । সতী ! সতী ! বাস্নে, বাস্নে ।

[সতীর প্রস্থান]

(নারায়নের প্রবেশ)

নারায়ন । শূণ্য কক্ষে প্রতিধ্বনি গুণিতেছি হ'তে
বাস্নে, বাস্নে সতী,
আকাশ, পাতাল করি সম বিকম্পিত
সবাই বলিছে—বাস্নে, বাস্নে সতী,
বাতাসও ঝড়ার তুলে করে নিবারণ—
বাস্নে, বাস্নে সতী,
মুখ ফুটে কথা যারা বলিতে পারে না,
তারাও জানায় ওই কাকলী ঝরেতে
বাস্নে, বাস্নে সতী ।

নেপথ্যে । স্বামী ! স্বামী !

নারায়ন । ওই শেষ, নির্বাণ আভাষ ;
 কি বলিছ—নহে ও নির্বাণ ?—জাগরণ ?
 ঘটে বুঝি এখনই প্রলয়, ভয় হয়—
 সখ-যদি বিকূতে দাঁড়ায়, সাবলম্বে
 প্রতিশ্রুতি—ঘোরে ল'য়ে দিশিদিশি
 বিভূতির বিনিময়ে অশ্রুধারা ঝরে,
 গড়ে যদি মসিরেখা বিশ্বের শিবভে
 অশিবে যে ভ'রে যাবে দিক্ ; কোথা বাই,
 কি উপায়ে করি রোধ কালের জ্রুটী,
 কি অবলম্বনে—এই শেষ নিঃশ্বাসের দিনে
 ত্রিলোকেরও রুদ্ধশ্বাস,—মহান্ আতঙ্ক ।
 করিব কি সত্যীদেহ খণ্ড খণ্ড এবে,
 করিব নিক্ষিপ্ত কি তা' পৃথক প্রদেশে ?
 নতুবা একত্র যদি থাকে সমাবেশ,
 অশেষ দুর্গতি ; নিরুপায়, নিরুপায় ।

[বেগে প্রস্থান]

(ধর্ম্মের প্রবেশ)

ধর্ম্ম । পৃথিবী ! পৃথিবী !
 ধৈর্য্য ধর ; উন্মত্ত, উৎক্লিষ্ট চক্র,
 চক্রীও উদ্ভ্যস্ত ; ওই শিব উন্মত্ত হইয়া
 ছুটে আসে স্বন্ধে নিতে মৃত সত্যী দেহ,
 ওই তাঁর বিপর্য্যস্ত অঙ্গ সঞ্চালন,
 ওই দীর্ঘ বিসর্পিত রক্ত জটাতার—
 নিরুপায়, নিরুপায় ।

(বেগে নারায়নের অঙ্গুগমন)

পটপরিবর্তন ।

দক্ষযজ্ঞ ।

(নিগতিত শব্দ, বেগে চক্রহস্তে নারায়নের প্রবেশ)

নারায়ন । আগো চক্র, কর স্বীয় কর্তব্য আপন,
নিরন্তর বিঘূর্ণনে—কর্তনে এ দেহ
হস্ত, পদ, সন্ধি, অস্থি বিচ্ছিন্ন করিয়া
ভিন্ন ভিন্ন দেশ প্রতি করহ প্রেরণ,—
তীর্থরূপে হোক পরিণত,—নর-নারী
সন্ন্যাসী-সংসারী—দিক্ সেধা ভক্তিবারি,
পূজা, অর্ঘ্য কালে কালে করুক প্রদান,—
সতীদাহ হউক নির্বাণ ।

(নানাদিকে নানা অঙ্গ বিকীরণ ও চতুর্দিক
রক্তিনাভায় সমাকীর্ণ)

(ধর্মের প্রবেশ)

ধর্ম । ০ যতদিন র'বে ধর্ম অক্ষত ভারতে,
যতরূপ র'বে জীব জীবাণু সম্পন্ন,
যে অবস্থি পৃথ্যালোকে প্রত্যগ্র উৎসাহ
এই তীর্থ সমুদ্রোপ, আগ্রত, বিজয়ী
যেথা যেথা ছিন্ন অঙ্গে পবিজ্ঞা পৃথিবী ।

নারায়ন । ধর্ম ! ধর্ম !

ধর্ম । নারায়ন ! স্থিতিধর !

কবিনিকা পতন ।

